# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

## দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

মূল্যায়ন সেক্টর

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

# প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন

## দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প


**সমীক্ষক**

**ড. মো: জাহিদ হোসেন খান**
টিম লিডার/মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ

**জনাব কাজী বজলুল করিম**
আর্থ সামাজিক বিশেষজ্ঞ

**প্রকৌ: একেএম ফাইজুর রহমান**
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার

**ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ**
পরিসংখ্যানবিদ

**প্রকৌ: মো: আওলাদ হোসেন**
কো-অর্ডিনেটর

**আইএমইডি'র কর্মকর্তাবৃন্দ**

**জনাব খন্দকার আহসান হোসেন**
মহাপরিচালক

**জনাব তপন কুমার নাথ**
পরিচালক

**জনাব মো: মাহমুদুল হাসান**
সহকারী পরিচালক



মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুন ২০১৬

**ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস**
**সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা, ব্লক-এ), ৭ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ**

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| শব্দ-সংক্ষেপ | | iv |
| নির্বাহী সারসংক্ষেপ | | v |
| **প্রথম অধ্যায়** | **প্রকল্পের পটভূমি** | **১** |
| ১.১ | সূচনা | ১ |
| ১.২ | প্রকল্প এলাকার মানচিত্র | ২ |
| ১.৩ | প্রকল্পের মৌলিক তথ্যসমূহ | ৩ |
| ১.৪ | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | ৪ |
| ১.৫ | প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার TOR | ৪ |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | **প্রভাব মূল্যায়ন ডিজাইন** | **৫** |
| ২.১ | মূল্যায়ন পদ্ধতি | ৫ |
| ২.২ | নমুনা ডিজাইন ও নমুনা আকার | ৫ |
| ২.৩ | নমুনা নির্বাচন | ৬ |
| ২.৪ | PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ | ৭ |
| ২.৫ | বৃক্ষরোপণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা | ৭ |
| ২.৬ | ফোকাস গ্রুপ আলোচনা | ৭ |
| ২.৭ | কেস স্টাডি | ৮ |
| ২.৮ | মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা | ৮ |
| ২.৯ | তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরিকরণ | ৮ |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | **প্রকল্প বাস্তবায়ন** | **৯** |
| ৩.১ | অবকাঠামো নির্মাণ | ৯ |
| ৩.২ | ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ | ১০ |
| ৩.৩ | উপজেলা সড়ক | ১০ |
| ৩.৪ | ইউনিয়ন সড়ক | ১০ |
| ৩.৫ | নিমজ্জিত সড়ক | ১০ |
| ৩.৬ | ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ | ১০ |
| ৩.৭ | গ্রামীণ সড়ক সংস্কার | ১০ |
| ৩.৮ | গ্রাম্য রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ১০ |
| ৩.৯ | গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ | ১০ |
| ৩.১০ | গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন | ১১ |
| ৩.১১ | গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন | ১১ |
| ৩.১২ | ঘাট উন্নয়ন | ১১ |
| ৩.১৩ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | ১১ |
| ৩.১৪ | গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ | ১১ |
| ৩.১৫ | বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ | ১১ |
| ৩.১৬ | ভূমি অধিগ্রহণ | ১১ |
| ৩.১৭ | প্রশিক্ষণ | ১১ |
| ৩.১৮ | প্রকল্প বাজেট ও ব্যয় | ১২ |
| ৩.১৯ | ডিপিপি পর্যালোচনা | ১২ |

| | | |
|---|---|---|
| **চতুর্থ অধ্যায়** | **নির্মাণ ও ক্রয় কার্যক্রম** | **১৩** |
| ৪.১ | ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ | ১৩ |
| ৪.২ | উপজেলা সড়ক নির্মাণ | ১৩ |
| ৪.৩ | ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ | ১৩ |
| ৪.৪ | নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণ | ১৩ |
| ৪.৫ | ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ | ১৪ |
| ৪.৬ | গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন | ১৪ |
| ৪.৭ | গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন | ১৪ |
| ৪.৮ | ঘাট উন্নয়ন | ১৪ |
| ৪.৯ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | ১৪ |
| ৪.১০ | গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ | ১৫ |
| ৪.১১ | যানবাহন ক্রয়, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয় | ১৫ |
| ৪.১২ | পরামর্শক সেবা | ১৫ |
| ৪.১৩ | পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ | ১৬ |
| **পঞ্চম অধ্যায়** | **SWOT বিশ্লেষণ** | **১৮** |
| **ষষ্ঠ অধ্যায়** | **সমীক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন** | **২০** |
| ৬.১ | উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও নিমজ্জিত সড়ক | ২০ |
| ৬.২ | গ্রোথ সেন্টার | ২৩ |
| ৬.৩ | গ্রাম্য হাট বাজার | ২৪ |
| ৬.৪ | বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র | ২৫ |
| ৬.৫ | ঘাট নির্মাণ | ২৬ |
| ৬.৬ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ | ২৬ |
| ৬.৭ | আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব | ২৭ |
| ৬.৮ | মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব | ২৯ |
| ৬.৯ | মহিলা সুবিধাভোগীদের শিক্ষার হার | ২৯ |
| ৬.১০ | পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা | ২৯ |
| ৬.১১ | সামাজিক কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা | ৩০ |
| ৬.১২ | পরিবারের আর্থিক বিষয়ে মহিলাদের ভূমিকা | ৩০ |
| ৬.১৩ | গ্রোথ সেন্টারের সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ততা | ৩১ |
| ৬.১৪ | মহিলা কর্নার সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের মতামত | ৩১ |
| **সপ্তম অধ্যায়** | **মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মূল্যায়ন** | **৩২** |
| ৭.১ | পরিচিতি | ৩২ |
| ৭.২ | প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ | ৩২ |
| ৭.৩ | প্রকল্পের কাজের সময় সমস্যা | ৩২ |
| ৭.৪ | প্রকল্পে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা | ৩৩ |
| ৭.৫ | Social Safety Net ব্যবহার | ৩৩ |
| ৭.৬ | রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ | ৩৩ |
| ৭.৭ | প্রকল্পের সবল দিক | ৩৩ |
| ৭.৮ | প্রকল্পের দুর্বল দিক | ৩৪ |

| | | |
|---|---|---|
| **অষ্টম অধ্যায়** | **ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও স্থানীয় ওয়ার্কশপ** | **৩৫** |
| ৮.১ | ফোকাস গ্রুপ আলোচনা | ৩৫ |
| ৮.২ | রাস্তা | ৩৫ |
| ৮.৩ | ব্রিজ/কালভার্ট | ৩৬ |
| ৮.৪ | ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ | ৩৬ |
| ৮.৫ | গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ | ৩৬ |
| ৮.৬ | ঘাট নির্মাণ | ৩৭ |
| ৮.৭ | ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্পের জন্য সুপারিশ | ৩৭ |
| ৮.৮ | কেস স্টাডি | ৩৮ |
| ৮.৯ | স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা | ৪৩ |
| **নবম অধ্যায়** | **প্রকল্প মূল্যায়নের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ** | **৪৪** |
| ৯.১ | রাস্তা (উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক) | ৪৪ |
| ৯.২ | সেতু ও কালভার্ট | ৪৫ |
| ৯.৩ | গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ | ৪৫ |
| ৯.৪ | মহিলা কর্নার | ৪৬ |
| ৯.৫ | ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণ | ৪৬ |
| ৯.৬ | গ্রাম্য হাট বাজার | ৪৬ |
| ৯.৭ | ঘাট নির্মাণ | ৪৬ |
| ৯.৮ | বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র | ৪৬ |
| ৯.৯ | সুপারিশ | ৪৭ |


**পরিশিষ্টসমূহঃ**


| | |
|---|---|
| পরিশিষ্ট “ক” প্রশ্নমালা | ৪৯ |
| পরিশিষ্ট “খ” নির্বাচিত নমুনা এবং স্থান | ৬১ |
| পরিশিষ্ট “গ” দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান এবং পত্রিকায় প্রকাশিত নমুনা বিজ্ঞপ্তির কপি | ৬৫ |
| পরিশিষ্ট “ঘ” যানবাহন ক্রয় | ৭০ |
| পরিশিষ্ট “ঙ” যন্ত্রপাতি ক্রয় | ৭১ |
| পরিশিষ্ট “চ” ডিএফআইডির অর্থায়ন বন্ধের চিঠির কপি | ৭২ |
| পরিশিষ্ট “ছ” দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া | ৭৪ |

# শব্দ-সংক্ষেপ

| | |
|---|---|
| AASHTO | American Association of State Highway and Transportation Officials |
| CPM | Critical Path Method |
| DFID | Department for International Development |
| FGD | Focus Group Discussion |
| FSO | Female Shop Owner |
| GIZ | Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenerbeit, GmbH |
| IRC | Indian Road Congess |
| KfW | Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (German Development Bank) |
| LCS | Labor Contracting Society |
| LGED | Local Government Engineering Department |
| LTM | Limited Tendering Method |
| OTM | Open Tendering Method |
| PPA | Public Procurement Act |
| PPRs | Public Procurement Rules |
| PRSP | Poverty Reduction Strategy Paper |
| RCC | Reinforced Cement Concrete |
| RHB | Rural Hat Bazaar |
| RIIP-II | Second Rural Infrastructure Improvement Project |
| RPA | Reimbursable Project Assistance |
| SR | Submersible Road |
| SWOT | Strength Weakness Opportunity and Threat |
| TOR | Terms of Reference |
| TSTM | Two Stage Tendering Method |
| UNR | Union Road |
| UP | Union Parishad |
| UPC | Union Parishad Complex |
| UZR | Upazila Road |

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পটি মোট ২৩ জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। জেলাগুলো হলো রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা, ঢাকা বিভাগের শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা এবং চাঁদপুর জেলা।

ভৌত অবকাঠামোগত অসুবিধাসমূহ উত্তরণে ও গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ, ডিএফআইডি এবং GIZ এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রকল্পটি গ্রহণ করে। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১লা জুলাই ২০০৬ থেকে ৩০ জুন ২০১৩ পর্যন্ত। প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হয় ১৫০,৮৮১.৩১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল এলাকায় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়ন এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গ ছিল যেমনঃ জনবল, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রয় কার্যক্রম, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরামর্শক, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য আইএমইডি কর্তৃক স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটসকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য ছিল প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের লক্ষ্য ও প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার কারণ বের করা।

আইএমইডির প্রদত্ত TOR অনুযায়ী ৫০% প্রকল্প জেলা নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ১৫-৩০% উপজেলা, নিমজ্জিত ও ইউনিয়ন সড়ক, ৫% ব্রিজ এবং কালভার্ট নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি নির্বাচিত জেলা থেকে ১টি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন, ১টি গ্রোথ সেন্টার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গ্রোথ সেন্টার মার্কেটের প্রধান কার্যালয় ১টি, মহিলা মার্কেট ১৬টি, বন্যা পুনর্বাসন ১টি, ঘাট ২টি এবং ২৭ কিলোমিটার বৃক্ষরোপণ নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। উপরোক্ত এলাকা থেকে পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যক উপকারভোগী সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। এক পরিবার থেকে এক জন করে উপকারভোগীর সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়।

প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, নিমজ্জিত সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, গ্রামীণ সড়ক সংস্কার, ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ, মহিলা কর্নার নির্মাণ ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবকাঠামো নির্মাণে অঙ্গভেদে ৯৫% থেকে ১০০% বাস্তব অগ্রগতি হয়।

প্রকল্পে ৩০০ কি.মি. রাস্তার পার্শ্বে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে ২৬১.১৮ কি.মি. বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ৮৭.০৬% অর্জিত হয়েছে। ক্রয়ের মধ্যে রয়েছে যানবাহন, যন্ত্রপাতি, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশ এবং আসবাবপত্র ক্রয়। সব ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মালামাল ক্রয় ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে মালামাল ক্রয়, কাজ ও সেবা কার্যক্রমে (দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি) PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২৩ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর ক্ষমতা জোরদার করার জন্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় জড়িত মোট ১৩৭ জন এলজিইডি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ইউপি ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য এবং ইউপি এর সচিবদের সমন্বয়ে ২৫,৬৪৮ জনকে প্রদান করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণ কাজের বিষয়বস্তু এবং গাছ যত্নের উপর labor Contracting Society এর ২৫০৮ জন মহিলাকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় এবং Labor Contracting Society এর ১৫২৭ জন মহিলাকে ব্যবসায়িক দক্ষতা, স্বাক্ষরতা এবং হিসাবরক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্প বাস্তবায়নে তিন ধরনের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। তিন ধরনের মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনা ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধান পরামর্শক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পরামর্শক এবং দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক। মোট ২৮৩.৭ জনমাস আন্তর্জাতিক এবং ২,৭৮৭ জনমাস জাতীয় পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রথমে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় ১,৭৩৭.৫০ কোটি টাকা এবং তা পরে ১,৫৩৬.৮৮ কোটি টাকায় সংশোধন করা হয়। এ বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় হয় ১,৫০৮.৮১ কোটি টাকা অর্থাৎ ৯৮.১৭% ব্যয় হয়েছে।

ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১৭টি ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে ১৪টির সময়মত কার্যাদেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে অবশিষ্ট ৩টি পুন:মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৪২ দিন, ৪৫ দিন, ৬১দিন বেশি সময় লেগেছিল।

প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ করা হয়। SWOT থেকে প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল দিকগুলি হলো - যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রোগীদের সহজে কম সময়ে হাসপাতালে নেওয়া, আয় বৃদ্ধি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, এলাকার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা, কাজের মনিটরিং ব্যবস্থা, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি পাওয়া, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি প্রভৃতি।

দুর্বলদিকগুলির মধ্যে অন্যতম হলো অবকাঠামোগুলো সময়মত রক্ষণাবেক্ষণ হয় না, প্রকল্প এলাকায় জনগণ মাটি দিতে অনীহা ও পর্যাপ্ত মাটির অভাব, প্রকল্প চলাকালীন ডিএফআইডি কর্তৃক অর্থায়নে অপারগতায় প্রকল্প সমাপ্তকরণ বিলম্বিত হয় এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য অবকাঠামোর পরিমাণ হ্রাস করতে হয়েছে। ডিএফআইডি কর্তৃক তাদের অর্থায়নের Strategy পরিবর্তনের জন্য অর্থায়ন বন্ধ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুযোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো সব আবহাওয়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় ছেলেমেয়েদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির সুযোগ হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ হয়েছে এবং কর্মস্থলে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে, মহিলাদের বাজারে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, বিভিন্ন কমিটিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ঝুঁকিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তা নির্মাণের সময় পানি নিষ্কাশন/জলাবদ্ধতা সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো, রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বাড়ি ঘর স্থানান্তরের সময় সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো, ঠিকাদার সঠিক কাজের মান বজায় রাখার অনীহা, সঠিক মানের নির্মাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ও স্থানীয় প্রভাব প্রভৃতি।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, স্কুল কলেজে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, পেশার পরিবর্তন হয়েছে, রাস্তা উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ব্যয় ও সময় আগের থেকে কমেছে, কৃষি পণ্য তাড়াতাড়ি বাজারে বিক্রি করা যায়, সহজে হাট-বাজার করা যায় এবং রোগীদের সহজে কম সময়ে হাসপাতালে নেওয়া যায়।

প্রকল্পের কিছু নেতিবাচক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেমন - যানজট বেড়েছে, শব্দ ও বায়ু দূষণ বেড়েছে, আবাদী জমি ও বসতবাড়ি জমির সংখ্যা কমেছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, রাস্তা বাঁকার কারণে দুর্ঘটনা বেশি হয়, রাস্তা পারাপারে অসুবিধা হয়, গাড়ি চলাচলের ফলে ধূলা বালি বেশি উড়ে এবং ঘর বাড়ি নষ্ট হয়।

আলোচ্য সমীক্ষায় যে সব সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ রাস্তার ঢাল এবং বার্ম থেকে মাটি কাটা যাবে না। বৃষ্টির পানি সহজে যাতে রাস্তা থেকে চলে যেতে পারে সে ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাস্তার দুই পাশ ঢালু রাখা এবং রাস্তার দুই পাশে ঘাস এবং গুল্মজাতীয় গাছ লাগানো প্রয়োজন। রাস্তা নির্মাণের সময় এলাকায় গরিব পুরুষ এবং মহিলাদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। মেইন রাস্তার সাথে শাখা রাস্তার সংযোগ ডিজাইন করে উন্নত করা দরকার। রাস্তার প্রতিটি মোড় বা বাঁক সুবিধাজনক করা যেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদে সেবা কাজে নিয়োজিত সব বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে এরূপ প্রকল্প বাস্তবায়নে এলজিইডির মনিটরিং প্রক্রিয়া শক্তিশালী করা প্রয়োজন। রাস্তার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের খাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশীদারমূলক অংশগ্রহণ ও বৃক্ষরোপণের প্রচারণা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মহিলাগণ যাতে সহজে যেতে পারে এবং মহিলাবান্ধব সামগ্রী বিক্রি হয় এমন স্থানে মহিলা কর্নার নির্মাণ করা প্রয়োজন। মহিলা কর্নারে বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ মহিলাদের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

# প্রথম অধ্যায়

## প্রকল্পের পটভূমি

### ১.১ সূচনা

প্রকল্প গ্রহণকালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৬ লক্ষ (Statistical Pocket Book Bangladesh, 2008 Page-7)। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৫৩ জন ছিল। ঐ সময় ৭৫% লোক গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করতেন। শিক্ষার হার ছিল ৫৫.৬৯%। পল্লী এলাকায় এ হার ছিল ৪৬.৯৯% (Statistical Pocket Book Bangladesh, 2008 Page-368)। গ্রামে জনসংখ্যার প্রায় ৫৯.৪% লোক কৃষি কাজে নিয়োজিত। (Statistical Year Book of Bangladesh 2008 Page-74)। মাথা পিছু গড় আয় ছিল ৩১২ মার্কিন ডলার (Statistical Pocket Book Bangladesh 2008 Page-11)। ২০০৫ সালে বাংলাদেশে কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ছিল ২০৯৯৫ কিলোমিটার। (Statistical Year Book Of Bangladesh 2008 Page-259-260) ।

গ্রামাঞ্চলে মানুষের মৌলিক প্রয়োজনসমূহের অভাব ছিল। যার ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যাপকতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয় যার মূল উপাদানসমূহ নিম্নরুপঃ (ক) উপজেলা সড়ক ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নসহ গ্রামীণ ভৌত অবকাঠামো উন্নত করা, (খ) সেচ ভিত্তিক কৃষি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও ছোট সেচ প্রকল্পের সৃষ্টি করা, (গ) গ্রামীণ অবকাঠামোসমূহ অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য করা, (ঘ) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আরো বেশি উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির জন্য প্রণীত কর্মসূচির সূচনা করা[1] ।

উপরি-উক্ত কৌশলসমূহ ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির প্রধান কৌশলসমূহের মতই। অপর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো গ্রামীণ উন্নয়নের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়া বিদ্যমান গ্রামীণ পরিবহণ ব্যবস্থায় কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে অতিরিক্ত ব্যয়, আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি অবলম্বনে ও ফসলের বহুমুখীকরণে অসুবিধা, অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে অসুবিধা ইত্যাদি কৃষকদের উচ্চতর কৃষি উৎপাদন বাধাগ্রস্ত করছে। বর্ণিত অসুবিধাসমূহ বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, রংপুর এবং দিনাজপুর জেলাসমূহে তীব্র আকারে পৌঁছেছে। ভৌত অবকাঠামোগত অসুবিধাসমূহ উত্তরণে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। স্থানীয় জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও অধিক জনশক্তির জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ, ডিএফআইডি এবং GIZ এর আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে যা ২০০৬ - ২০০৭ অর্থবছরে শুরু হয় এবং জুন ২০১৩ সালে শেষ হয়। প্রকল্পটি মোট ২ বার সংশোধন করা হয়। প্রকল্পটি মোট ২৩টি জেলার ১৮৩টি উপজেলার ৪৭,১৫২ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বাস্তবায়ন করা হয়। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-১ যা বৃহত্তর খুলনা যশোর ও বরিশাল বিভাগে ১৬টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়। খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদাহ, নড়াইল, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা, বরিশাল বিভাগের বরিশাল, ভোলা, বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর ও ঝালকাঠি জেলা। এর ধারাবাহিকতায় দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, রংপুর এবং দিনাজপুর এলাকার জন্য গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরুপঃ

(ক) **প্রকল্পের নামঃ** দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (RIIP-II)

(খ) **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ** স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

(গ) **বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ** স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED)

(ঘ) **প্রকল্প এলাকাঃ** রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, নীলফামারী, রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা। ঢাকা বিভাগের শেরপুর, জামালপুর, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা ও চাঁদপুর জেলা।

[1] Revised Development Project Proposal (RDPP), Special Revision (Re-cast), Page 175-176, Second Rural Infrastructure Improvement Project (RIIP-II), January 2013.

## ১.২ প্রকল্প এলাকার মানচিত্র

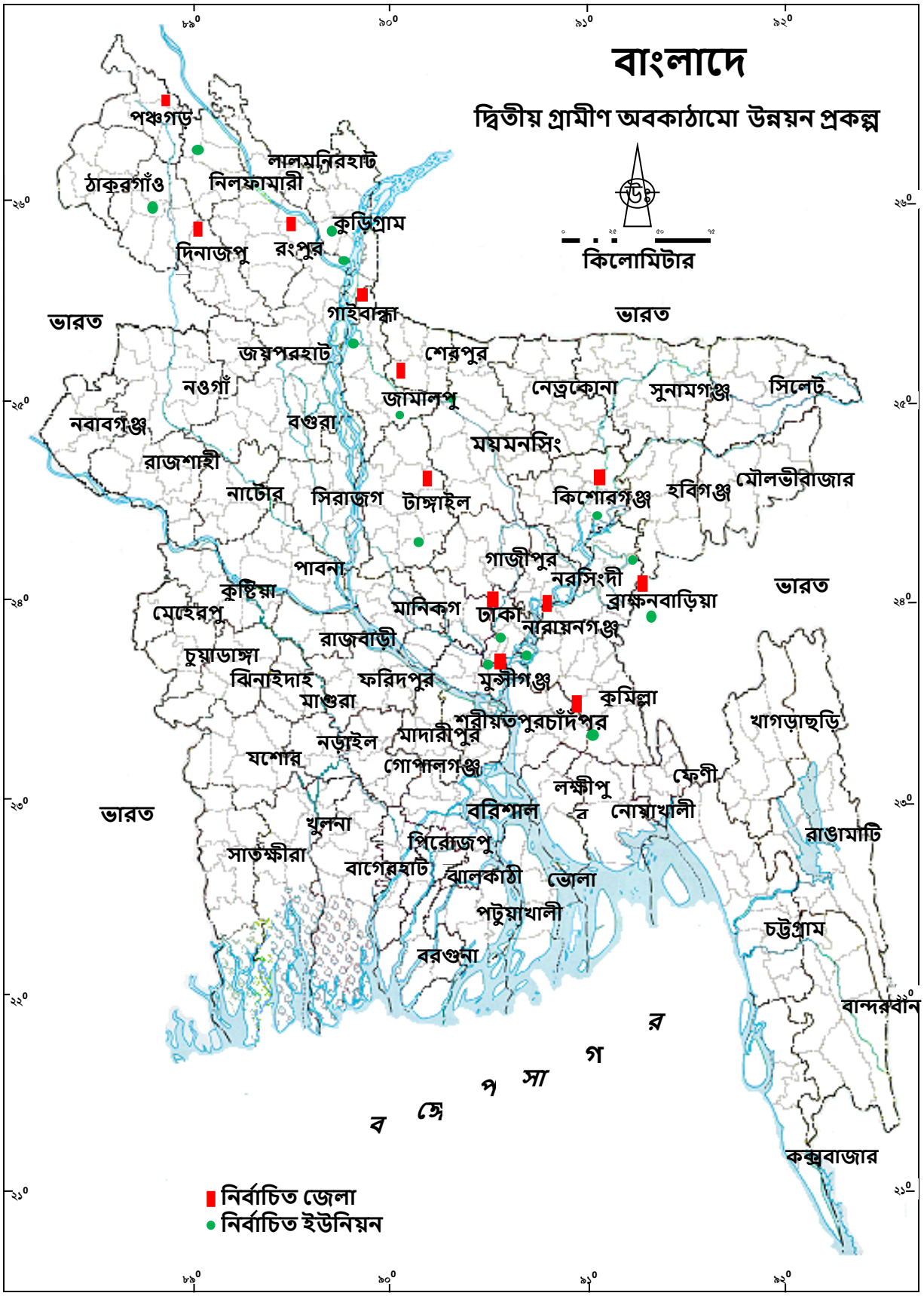

## ১.৩ প্রকল্পের মৌলিক তথ্যসমূহ

(ক) প্রকল্পের বিনিয়োগ খরচঃ

| প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | মূল | সর্বশেষ সংশোধিত |
|---|---|---|
| ক. মোট | ১৭৩,৭৫০.০০ | ১৫৩,৬৮৮.২৬ |
| খ. বাংলাদেশ সরকার | ৫৩,৯৮০.০০ | ৫৪,১৪৭.০৪ |
| গ. বৈদেশিক মুদ্রা | ৭,৬০০.০০ | ১০,৮২১.৭২ |
| ঘ. প্রকল্প সাহায্য | ১১৯,৭৭০.০০ | ৯৯,৫৪১.২২ |
| ঙ. আরপিত্র (RPA) | ১১২,১৭০.০০ | ৮৮,৭১৯.৫০ |

(খ) উন্নয়ন সহযোগীদের প্রকল্পে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণঃ

| | অর্থায়নের উৎস | মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা) | মোট ব্যয় (লক্ষ টাকা) |
|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ সরকার | ৫৪,১৪৭.০৪ | ৫৩৯৩৩.৮১ |
| ২ | এশীয় উন্নয়ন বাংক | ৭২৭৯৬.৫২ | ৭১৪৬৫.০০ |
| ৩ | কেএফডব্লিউ | ১৮০৪৯.২ | ১৭০৭৮.০০ |
| ৪ | জিআইজেড | ৪৮৩০.০ | ৪৮৩০.০০ |
| ৫ | ডিএফআইডি | ৩৮৬৫.৫০ | ৩৫৭৪.৫০ |
| | **মোট** | **১৫৩,৬৮৮.২৬** | **১৫০৮৮১.৩১** |

উৎসঃ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩।

(গ) বাস্তবায়নকালঃ

| বাস্তবায়নকাল | শুরুর তারিখ | শেষ হওয়ার তারিখ |
|---|---|---|
| মূল | ১লা জুলাই ২০০৬ | ৩০ জুন ২০১১ |
| সর্বশেষ সংশোধিত | ১লা জুলাই ২০০৬ | ৩০ জুন ২০১৩ |
| প্রকৃত | ১লা জুলাই ২০০৬ | ৩০ জুন ২০১৩ |

(ঘ) প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহঃ

| অঙ্গসমূহ | ডিপিপি অনুযায়ী আর্থিক (লক্ষ টাকায়) | পিসিআর অনুযায়ী আর্থিক (লক্ষ টাকায়) | আর্থিক অর্জন (%) |
|---|---|---|---|
| (ক) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ | ১২৭,৯৭৮.৩৪ | ১২৫,৫৯০.৮৮ | ৯৮.১৩ |
| (খ) ক্রয় কার্যক্রম | ৩,২৪২.৪৪ | ৩,২০৪.৮৮ | ৯৪.৮৪ |
| (গ) সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ | ৮২৬.৪৭ | ৭৬৩.৬৮ | ৯২.৪০ |
| (ঘ) পরামর্শক | ৯,০০৫.০৬ | ৮,৯৩৯.৮৫ | ৯৯.২৮ |
| (ঙ) ভূমি অধিগ্রহণ | ৪৩৪.৭৩ | ৩২৪.২১ | ৭১.৫৮ |
| (চ) প্রশিক্ষণ | ৩,৪৭৪.৯৪ | ৩,৩৯১.১২ | ৯৭.৫৯ |
| (ছ) বেতন ও ভাতা | ৮,৭২৬.২৮ | ৮,৬৬৬.৬৯ | ৯৯.৩২ |
| **মোট** | **১৫৩,৬৮৮.২৬** | **১৫০,৮৮১.৩১** | **৯৮.১৭** |

উৎসঃ Project Completion Report for Second Rural Infrastructure Improvement Project (RIIP-II), September 2013, Page 6-7

## ১.৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

প্রকল্প এলাকায় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়ন এবং উন্নত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। স্থানীয় প্রশাসনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে টেকসই গ্রামীণ অবকাঠামো, সামাজিক ও জেন্ডার উন্নয়ন এবং প্রকল্প এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করা। প্রকল্প পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রকল্প পরিকল্পনায় স্থানীয় দরিদ্র এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ত করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরোক্ষভাবে অংশীদারমূলক ব্যবস্থাপনা তৈরি করা। রাস্তা ব্যবহারকারীদের পরিবহণ খরচ কমানো, গ্রামীণ জনগণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বাধা দূর করা এবং PRSP এর আলোকে সকল প্রকার আবহাওয়ায় উপজেলা এবং ইউনিয়ন সড়ক, ব্রিজ এবং কালভার্ট চলাচলের উপযুক্ত রাখা এবং গ্রোথ সেন্টার/বাজার এবং ঘাট সচল রাখা। অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে কৃষি ও অকৃষি খাতে গ্রামীণ মহিলাসহ দরিদ্রদের স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। কিশোরী ও মহিলাদের অধিকার জোরদারকরণের মাধ্যমে শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং এলসিএস সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সচেতনতামূলক কর্মকান্ডের মাধ্যমে জনগণের সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সড়ক ও পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নারী ও কিশোরীদের হাট বাজার, ঋণ ও সামাজিক কর্মকান্ডে সহজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। বিশেষ করে কিশোরীদের স্কুলে নিরাপত্তা প্রদান, আইনি সহায়তা, সামাজিক নিরাপত্তা, জেন্ডার ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা। এলসিএস (LCS) কার্যক্রম, মহিলা কর্নার তৈরি, প্রশিক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমের মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা এবং একই ধরনের কাজের মজুরির ক্ষেত্রে সমতা নিশ্চিত করা।

## ১.৫ প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার TOR

বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে প্রভাব মূল্যায়নের জন্য দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি (RIIP-II) নির্বাচন করে। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, যুক্তরাজ্যের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিভাগ (DFID) এবং GIZ এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত। প্রকল্পটি দুই বছর বর্ধিত সময়সহ ২০০৬ সালের জুলাই এ শুরু হয়ে জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য স্থানীয় পরামর্শক ফার্ম ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটসকে আউটসোর্সের মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়। প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজের লক্ষ্য ও প্রকৃত অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কোন বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তার কারণ বের করা। পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্যের মাধ্যমে নির্বাচিত এলাকায় কাজের বর্তমান অবস্থার মূল্যায়ন করা। প্রকল্পের অধীনে মালামাল ক্রয়, কাজ ও সেবা কার্যক্রমে (দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি) PPA 2006, PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। প্রকল্প এলাকার বর্তমান অবস্থা নিরূপণের জন্য SWOT বিশ্লেষণ করা। অবকাঠামো নির্মাণ (রাস্তা, ব্রিজ/কালভার্ট) ঘাট ও বাজার উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিতে এর প্রভাব নিরূপণ করা। দরিদ্র নারী ও অন্যান্য সুবিধা বঞ্চিতদের জীবিকা ও অর্থনৈতিক সুবিধা উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মসংস্থানের (কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে) সুযোগ সৃষ্টি মূল্যায়ন করা। গ্রামীণ অবকাঠামো পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, সামাজিক এবং জেন্ডার উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনায় গ্রামীণ নারীগণের অংশগ্রহণ মূল্যায়ন করা। জনগণের মধ্যে শিশু অধিকার, মহিলাদের অধিকার এবং সামাজিক উন্নয়নের মূল্যায়ন করা। গ্রামীণ অবকাঠামো ও উন্নয়নের মাধ্যমে বাজার, ঋণ, সামাজিক কার্যক্রম, জেন্ডার উন্নয়ন, লিগ্যাল এইড, সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধায় নারী ও কিশোরীদের অংশগ্রহণের মাত্রা ও প্রভাব মূল্যায়ন করা। প্রকল্পের কার্যক্রম আরও কার্যকর করা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং ভবিষ্যৎ প্রকল্পে প্রয়োগের জন্য সর্বোত্তম কার্যক্রম অনুসরণ করার জন্য যথাযথ সুপারিশ করা।

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## প্রভাব মূল্যায়ন ডিজাইন

### ২.১ মূল্যায়ন পদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়নে বিভিন্ন পদ্ধতি ও তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় যার মধ্যে রয়েছে নথি পর্যালোচনা (বেইজলাইন, মিডলাইন ও ক্রয়সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনা), মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ ও আলোচনা, সুবিধাভোগী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে কর্মশালা, কেস স্টাডি, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।

তথ্য সংগ্রহের জন্য চার সেট প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয় এবং তা পরিশিষ্ট-ক এ উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃতি ও কার্যক্রম বিবেচনা করে প্রভাব মূল্যায়নের তথ্যের গুণাগুণের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার ও সরেজমিনে পরিদর্শন করে গুণগত তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপকারভোগীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

### ২.২ নমুনা ডিজাইন ও নমুনা আকার

আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত TOR অনুযায়ী ৫০% প্রকল্প জেলা নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে ১৫-৩০% উপজেলা, নিমজ্জিত ও ইউনিয়ন সড়ক, ৫% ব্রিজ এবং কালভার্ট নমুনা হিসাবে নির্বাচন করা হয়। প্রতিটি নির্বাচিত জেলা থেকে ১টি ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবন, ১টি গ্রোথ সেন্টার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গ্রোথ সেন্টার মার্কেটের প্রধান কার্যালয় ১টি, মহিলা মার্কেট ১৬টি, বন্যা পুনর্বাসন ১টি, ঘাট ২টি এবং ২৭ কিলোমিটার বৃক্ষরোপণ নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। প্রকল্প এলাকা থেকে পরিসংখ্যানগতভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক সংখ্যক উপকারভোগী সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। এক পরিবার থেকে এক জন করে উপকারভোগীর সাক্ষাৎকারের জন্য নির্বাচন করা হয়।

নমুনার আকার নির্ণয়ে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন উপসূচকের মান ব্যবহার করে খানার সংখ্যা নির্বাচন করা হয়েছে। নমুনার আকার নির্ণয়ে ৯৫% আস্থাস্তর, ৫% সূক্ষ্মতা স্তর ব্যবহার করা হয়েছে। বহুস্তর বিশিষ্ট নমুনা পদ্ধতিতে ২.০ ডিজাইন ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়েছে। প্রদত্ত প্রাদুর্ভাবের হার, আস্থাস্তর এবং ডিজাইন ইফেক্ট ব্যবহার করে নিম্ন লিখিত সূত্র ব্যবহার করে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়েছে।

$$n = \frac{z^2pq}{e^2} \times (deff) = 766.3992 \text{ say } 766$$

এখানে,

n = নমুনার আকার

Z = Standard normal variate (Confidence interval at 5% level of significance which is 1.96)

p = টার্গেট প্যারামিটার, ৪৭.৫% (কৃষি, বন এবং মৎস্য) ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান, (উৎসঃ Statistical Yearbook of Banlgadesh-2011, page 74)

q = 1-p

ডিজাইন ইফেক্ট = ২.০

e = ভুলের মাত্রার হার = ৫%।

আর্থ-সামাজিক তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপকারভোগীদের মধ্য থেকে নমুনা সংখ্যক সুবিধাভোগী নির্বাচন করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। নমুনা রাস্তার নির্মাণকৃত ব্রিজ অথবা ব্রিজ না থাকলে ইউনিয়ন পরিষদের নিকটের গ্রাম থেকে উপকারভোগী নির্বাচন করে প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং দৈবচয়ন পদ্ধতিতে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। প্রকল্পটি ২৩টি জেলায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে, এর ৫০% জেলা অর্থাৎ ১২টি জেলা নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। প্রতি নির্বাচিত জেলা থেকে ২টি করে প্রকল্প উপজেলা দৈবচয়ন ভিত্তিতে সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

গড়ে প্রতি নির্বাচিত উপজেলা থেকে ৩২টি করে খানা সমীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। মোট নির্বাচিত খানার সংখ্যা ৩২X২৪= ৭৬৮ জন। এ খানাগুলি নির্বাচিত রাস্তার ব্রিজ/কালভার্ট/গ্রোথ সেন্টার/ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের নিকটবর্তী গ্রাম/স্থান থেকে নির্বাচন করা হয়। নির্বাচিত নমুনা এবং স্থান পরিশিষ্ট "খতে" উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রকল্প উপকারভোগী ছাড়াও সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। নির্মাণকৃত অবকাঠামো থেকে অন্তত ২ কিলোমিটার দূরে কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। ধরে নেওয়া হয়েছে যে, ২ কিলোমিটার দূরে প্রকল্পের কোন প্রভাব পড়বে না। প্রকল্প উপকারভোগী উত্তরদাতার অর্ধেক সংখ্যক উত্তরদাতা কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে নির্বাচন করা হয়। কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাদের সংখ্যা ১৬ X ২৪=৩৮৪ জন।

এছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও উপাত্তসমূহের জন্য প্রকল্প কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়। বাস্তবায়ন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের অফিস থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ সিট ব্যবহার করে সংগ্রহ করা হয়।

উত্তরদাতাগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়। এই মূল্যায়ন প্রধানত খানার প্রকল্পের পূর্বে এবং পরের আয়, ব্যয়, ক্রয় ক্ষমতা, ক্ষমতায়ন, জীবন মানের অবস্থা ইত্যাদি তথ্য বিশ্লেষণ করে মূল্যায়ন করা হয়। বেইজ লাইন তথ্য প্রকল্প বাস্তবায়নে পূর্বের তথ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পূর্বে এবং পরের তথ্যই প্রকল্পের প্রভাব হিসেবে বিবেচনা করা হয় ।

## ২.৩ নমুনা নির্বাচন

নির্মিত অবকাঠামোর নমুনা নির্বাচনে আইএমইডি প্রদত্ত TOR অনুসরণ করে দৈবচয়ন ভিত্তিতে Remote জেলা ও উপজেলা, উপকূলীয় ও হাওর জেলাসহ ৫০% প্রকল্প জেলা অর্থাৎ ১২টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত জেলা থেকে দৈবচয়ন ভিত্তিতে প্রকল্প উপজেলা এবং বাস্তবায়িত অবকাঠামো নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত অবকাঠামোর তালিকা পরিশিষ্ট "খ" এ উপস্থাপন করা হয়েছে। নিম্নলিখিত সারণিতে নির্বাচিত নমুনার সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ২.১: নমুনা সংখ্যা

| | বর্ণনা | প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত কাজের পরিমাণ | প্রকল্প থেকে বাস্তবায়িত সংখ্যা | সমীক্ষার জন্য নমুনা সংখ্যা | নমুনার হার (শতাংশ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ফাংশনাল বিল্ডিং (সংখ্যা) | ৩৪টি প্যাকেজ | ৩৪টি প্যাকেজ | ১টি | ৩% |
| ২ | উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (কি:মি:) | ৮৭২.১২কি.মি | ৮২টি | ১৫টি | ১৫% |
| ৩ | ইউনিয়ন রাস্তার উন্নয়ন (কি:মি:) | ৩৯৭.৭৮কি.মি. | ৩০টি | ১০টি | ৩৩% |
| ৪ | উপজেলা এবং ইউনিয়ন রোডের উপর সেতু/কালভার্ট (মিটার) | ৫৩৩৫মিটার (৯০টি) | ২৬টি | ১০টি | ৩৮% |
| ৫ | নিমজ্জিত রাস্তা নির্মাণ (কি:মি:) | ৪৮কি.মি. | ৬টি | ১টি | ১৭% |
| ৬ | গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার (কি:মি:) | ১০৫কি.মি. | ৫৬টি | ৫টি | ৯% |
| ৭ | গ্রাম্য রাস্তায় নির্মিত কালভার্ট (মিটার) | ৮৭.০০মিটার (২৫টি) | ২৫টি | ৩টি | ১২% |
| ৮ | গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ (সংখ্যা) | ৪টি | ৪টি | ১টি | ২৫% |
| ৯ | গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন (সংখ্যা) | ৩৪টি | ৩৪টি | ১২টি | ৩৫% |
| ১০ | গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন (সংখ্যা) | ৫২টি | ৫২টি | ১২টি | ২৩% |
| ১১ | ঘাট উন্নয়ন (সংখ্যা) | ২টি | ২টি | ২টি | ১০০% |
| ১২ | ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ (সংখ্যা) | ৫৫টি | ৫৫টি | ১২টি | ২২% |
| ১৩ | গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ (সংখ্যা) | ৪০টি | ৪০টি | ১৬টি | ৪০% |
| ১৪ | বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ (সংখ্যা) | ২টি | ২টি | ১টি | ৫০% |
| ১৫ | বৃক্ষরোপণ (কি:মি:) | ২৬১.১৮কি.মি. | ২৬১.১৮কি.মি | ২৭ কি.মি. | ১০% |

সুবিধাভোগী, Control গ্রুপ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, স্থানীয় সরকার অফিস, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং Labor Contracting Society এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। যে সব খানা প্রকল্প থেকে সরাসরি কোন উপকার পায় নাই এবং প্রকল্পের প্রভাব পড়ে এমন স্থানের অধিক (২ কিলোমিটার) দূরত্বে যাদের অবস্থান তাদেরকে Control গ্রুপ হিসেবে গণ্য করা হয়। নির্মিত রাস্তা থেকে দুই কিলোমিটারের বেশি দূরত্বের গ্রাম থেকে Control area প্রকল্প ইউনিয়নের বাইরের ইউনিয়ন থেকে নির্বাচন করা হয়। Control গ্রুপ থেকে অন্তত ৫০% মহিলার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ধরন অনুযায়ী উত্তরদাতাদের বিতরণ সারণি নং ২.২ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারনি ২.২: ধরন অনুযায়ী নমুনা উত্তরদাতাদের বিতরণ

| | **উত্তরদাতাদের ধরন** | **নমুনা উত্তরদাতাদের সংখ্যা** | **প্রকৃত উত্তরদাতাদের সংখ্যা** |
|---|---|---|---|
| ১ | সুবিধাভোগী উত্তরদাতা ৩২ X ২৪ (সংখ্যা) | ৭৬৮ | ৯৭৬ |
| ২ | কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতা ১৬ X ২৪ (সংখ্যা) | ৩৮৪ | ৪১৪ |
| ৩ | বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্থানীয় প্রতিনিধি ১X২৪ (সংখ্যা) | ২৪ | ৫১ |
| ৪ | স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, প্রকল্পের সুবিধাভোগী, কন্ট্রোল গ্রুপ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মহিলা প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে ১২টি এফজিডি (সদস্য সংখ্যা ১০ X ১২) | ১২০ | ১৩৯ |
| | **মোট** | **১২৯৬** | **১৫৮০** |

নির্মিত অবকাঠামোর গুণগত মান, প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধা এবং এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা ডিজাইন করা হয়। এক সেট নমুনা প্রশ্নপত্র প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হলো। কাঠামোগত প্রশ্নপত্র দ্বারা অবকাঠামোর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। রাস্তা, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদের অবকাঠামো নির্মাণের উপাত্তের পাশাপাশি সামাজিক সুবিধা, যোগাযোগ, ব্যবসার উন্নয়ন, কৃষি উৎপাদন, আয়, দারিদ্র্য বিমোচন ও পরিবেশের অবস্থার উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। বৃক্ষরোপণ ও গ্রোথ সেন্টারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের Log frame impact indicator এর আলোকে Actual consequence মূল্যায়ন করা হয়।

## ২.৪ PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ

প্রকল্পের অধীনে মালামাল, কাজ ও সেবা ক্রয় কার্যক্রমের দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদনে PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়। এলজিডির প্রধান কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে মালামাল, কাজ ও সেবা ক্রয়ের নমুনা সংগ্রহ করা হয়।

## ২.৫ বৃক্ষরোপণ ও উপকারভোগীদের সম্পৃক্ততা

দৈবচয়ন পদ্ধতিতে প্রকল্পের রাস্তা/স্থান নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই সব তথ্যের মধ্যে গাছের প্রজাতি, জীবিত চারার হার, বৃক্ষের বৃদ্ধি, পরিচর্যা ও এর অংশীদারিত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উপকারভোগীগণ ও এলজিইডির মধ্যে অংশীদারিত্বের চুক্তি হয়েছে কিনা তা যাচাই করা হয়েছে এবং চুক্তির বিষয়ে উপকারভোগীগণের সচেতনতার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

## ২.৬ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

কাঠামোগত সাক্ষাৎকার দ্বারা সমাজের গতানুগতিক কিছু তথ্য সংগ্রহ করা যায় না, যা সংগ্রহ করতে সামাজিক ফোকাস গ্রুপ আলোচনা প্রয়োজন। একটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ১০-১২ সংখ্যক সদস্যের মধ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী, কন্ট্রোল গ্রুপ সদস্য, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, মহিলা প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের অংশগ্রহণে করা হয়। তথ্য সংগ্রহের শেষ পর্যায়ে FGD সম্পাদন করা হয়। এফজিডি সভা একজন Facilitator দ্বারা পরিচালনা করা হয়, সবাইকে স্বাধীনভাবে কথা বলতে উৎসাহিত করা হয়।

## ২.৭ কেস স্টাডি

পরামর্শকগণ উপজেলা রাস্তা, নিমজ্জিত রাস্তা এবং ইউনিয়ন রাস্তা, বাজার এবং ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স এর জন্য কেস স্টাডি তৈরি করেন। মোট ১২টি কেস স্টাডি তৈরি করা হয়। উপজেলা রাস্তা, নিমজ্জিত রাস্তা, গ্রোথ সেন্টার (বাজার) ও ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স; প্রতি ধরন থেকে ২টি করে কেস স্টাডি মোট ৮টি কেস স্টাডি এবং মহিলা কর্ণারের ৪টি কেস স্টাডি তৈরি করা হয়। মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষা করার সময় কেস স্টাডি তৈরির জন্য অবকাঠামো নির্বাচন করা হয়।

## ২.৮ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অধীনে তথ্য সংগ্রহ করার সময় নীলফামারী জেলায় এলজিইডি মিলনায়তনে ২২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে একদিনের অংশগ্রহণমূলক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় আইএমইডির যুগ্ম সচিব মহোদয় প্রধান অতিথি ছিলেন এবং এলজিইডির নীলফামারী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মহোদয় সভাপতিত্ব করেন। সভায় স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, মেম্বার, শিক্ষক, এলসিএস মহিলা সদস্য, মহিলা ব্যবসায়ীগণ, মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীবৃন্দ ও সুবিধাভোগীগণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে প্রাপ্ত তথ্যের মতবিনিময় করা। বিশেষ করে প্রকল্পের কাজের মান, বাস্তবায়ন, সময়কাল, সময় বা মাত্রা থেকে বিচ্যুতির কারণ এবং ফলাফল, সেবা প্রদান, সেবা গ্রহণকারীদের সন্তুষ্টি, প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক নির্ণয় এবং একই রকম প্রকল্প ভবিষ্যতে বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ গ্রহণ প্রভৃতি।

## ২.৯ তথ্য প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরিকরণ

সময়মত কাজটি শেষ করার লক্ষ্যে তথ্য সংগ্রহ এবং ডেটা এন্ট্রি কাজটি একসাথে করা হয়। মাঠ পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পরপরই সমুদয় পূরণকৃত প্রশ্নপত্র ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরামর্শক ফার্মের সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয় এবং ডেটা প্রক্রিয়ার কাজটি সম্পাদনা করা হয়, প্রশ্নের উত্তর অসংগতিপূর্ণ ডেটা থাকলে তা পরিহার করা হয়, কোড করা হয়, ডেটা এন্ট্রি করা হয়। ডেটা এন্ট্রির জন্য Access সফটওয়ার ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করা হয় এবং এনালাইসিস এর জন্য SPSS Verson 22 এবং Excel সফটওয়ার প্রয়োগ করা হয়। ডেটা এন্ট্রি করার সময় যাতে ভুল সনাক্ত করা যায় তার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার শর্ত (শর্তের মধ্যে লজিক্যাল এবং পরিসীমা পরিবীক্ষণ) সন্নিবেশিত করা হয়। ডেটা এন্ট্রির মান নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈবচয়ন ভিত্তিতে ২০ শতাংশ প্রশ্নপত্র বাছাই করে পুনরায় এন্ট্রি করা হয়। মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সকল নির্দেশকের জন্য প্রয়োজনীয় টেবিল এবং ক্রস টেবিল তৈরি করা হয়।

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার টিম লিডারের নেতৃত্বে বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য/উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হয় এবং একটি বর্ণনামূলক প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। প্রতিবেদনের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে খানার বৈশিষ্ট্য, প্রকল্প বাস্তবায়ন, অবকাঠামোর গুণগতমান, ব্যবহার, অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণ, যোগাযোগ, পরিবহন, কৃষি উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন ও গতিশীলতা, বিনিয়োগ, ব্যবসার পণ্য সামগ্রীর সরবরাহের অবস্থা, পরিবেশগত অবস্থা ইত্যাদির বর্ণনা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিক তুলে ধরা হয়। ভবিষ্যতে অনুরূপ প্রকল্প গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

# তৃতীয় অধ্যায়

## প্রকল্প বাস্তবায়ন

ভৌত অবকাঠামোগত অসুবিধাসমূহ উত্তরণে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ, ডিএফআইডি এবং GIZ এর আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০০৬-২০১৩ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করে। প্রকল্পের কয়েকটি অঙ্গ ছিল যেমনঃ জনবল, অবকাঠামো নির্মাণ, ক্রয়, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ, পরামর্শক, ভূমি অধিগ্রহণ ও প্রশিক্ষণ। প্রতিটি অঙ্গ ভিত্তিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচের অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণনা করা হলো।

### ৩.১ অবকাঠামো নির্মাণ

প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণে প্রধানত উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, নিমজ্জিত সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, গ্রামীণসড়ক সংস্কার, ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা অফিস নির্মাণ, গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ, গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ঘাট উন্নয়ন, ইউনিয়ন ভবন নির্মাণ, মহিলা কর্নার নির্মাণ ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ। অবকাঠামো নির্মাণের চিত্র সারণি নং ৩.১ এ প্রদান করা হলো।

সারণি নং ৩.১: অবকাঠামো নির্মাণের চিত্র

| ক্রমিক নং | অবকাঠামোর ধরন | একক | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | অর্জনের মাত্রা (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ফাংশনাল বিল্ডিং | প্যাকেজ | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |
| ২ | উপজেলা সড়ক উন্নয়ন | কি.মি | ৮৭৪.১২ | ৮৭২.১২ | ৯৯.৮ |
| ৩ | ইউনিয়ন রাস্তার উন্নয়ন | কি.মি. | ৩৯৮ | ৩৯৭.৭৮ | ৯৯.৯ |
| ৪ | উপজেলা এবং ইউনিয়ন রোডের উপর সেতু/ কালভার্ট | মিটার | ৫৩৩৫ | ৫৩৫ | ১০০ |
| ৫ | নিমজ্জিত রাস্তা নির্মাণ | কি.মি. | ৪৮ | ৪৬.১১ | ৯৬.১ |
| ৬ | গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার | কি.মি. | ১০৫ | ১০৫ | ১০০ |
| ৭ | গ্রাম্য রাস্তায় নির্মিত কালভার্ট | মিটার | ৯১ | ৮৭.০০ | ৯৫.৬ |
| ৮ | গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় | সংখ্যা | ৪ | ৪ | ১০০ |
| ৯ | গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন | সংখ্যা | ৩৪ | ৩৪ | ১০০ |
| ১০ | গ্রাম্য হাট বাজারের (RHB) উন্নয়ন | সংখ্যা | ৫২ | ৫২ | ১০০ |
| ১১ | ঘাট উন্নয়ন | সংখ্যা | ২ | ২ | ১০০ |
| ১২ | ইউনিয়ন পরিষদ Complex নির্মাণ | সংখ্যা | ৫৫ | ৫৫ | ১০০ |
| ১৩ | গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ | সংখ্যা | ৪০ | ৪০ | ১০০ |
| ১৪ | বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ | সংখ্যা | ২ | ২ | ১০০ |
| ১৫ | বৃক্ষরোপণ | কি.মি. | ৩০০ | ২৬১.১৮ | ৮৭.১ |
| ১৬ | ভূমি অধিগ্রহণ | একর | ১১.৬৫ | ১১.৬৫ | ১০০ |
| ১৭ | পরামর্শক | | | | |
| | আন্তর্জাতিক | জনমাস | ২৮৬.৭ | ২৮৩.৭ | ৯৯ |
| | জাতীয় | জনমাস | ২৮০২ | ২৭৮৭ | ৯৯ |

### ৩.২ ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ

মোট ৩৪টি ফাংশনাল বিল্ডিং এর ১২৪২৮ বর্গমিটার নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয় বাস্তবেও এ পরিমাণ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৪টি ফাংশনাল বিল্ডিংএর স্থানগুলি হলো - ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, কুমিল্লা, গাজীপুর-২টি, কিশোরগঞ্জ-৩টি, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ-২টি, ময়মনসিংহ-৩টি, নারায়ণগঞ্জ-২টি, নরসিংদী, নেত্রকোনা-২টি, পঞ্চগড়-২টি, শেরপুর, টাঙ্গাইল-৩টি, ঠাকুরগাঁও-২টি, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম-২টি, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর-২টি।

ফাংশনাল বিল্ডিং মধ্যে রয়েছে অফিস ভবন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর বাস ভবন, নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভবন, নির্বাহী প্রকৌশলীর বাস ভবন, সহকারী প্রকৌশলীর অফিস ভবন, সহকারী প্রকৌশলীর বাস ভবন, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ ভবন। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৯.৮%।

### ৩.৩ উপজেলা সড়ক

মোট ৮২টি উপজেলা সড়কের ৮৭২.১২ কি.মি. নির্মাণ করা হয়। প্রকল্প থেকে ৮৭৪.১২ কি.মি. উপজেলা সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর বিপরীতে ৮৭২.১২ কি.মি. নির্মাণ করা হয়। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৮% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৯.২%।

### ৩.৪ ইউনিয়ন সড়ক

মোট ৩০টি ইউনিয়ন সড়কের ৩৯৭.৭৮ কি.মি. উন্নয়ন করা হয়। প্রকল্প থেকে ৩৯৮ কি.মি. ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৯% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৭.৬%।

### ৩.৫ নিমজ্জিত সড়ক

মোট ছয়টি নিমজ্জিত সড়কের ৪৬.১১ কি.মি. উন্নয়ন করা হয়। প্রকল্প থেকে ৪৮ কি.মি. নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ৯৬.১% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৪.২%।

### ৩.৬ ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ

প্রকল্প থেকে ৯০টি অর্থাৎ ৫৩৩৫ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৬.৫%।

### ৩.৭ গ্রামীণ সড়ক সংস্কার

মোট ৫৬টি গ্রামীণসড়ক সংস্কার ১০৫ কি.মি. উন্নয়ন করা হয়। প্রকল্প থেকে ১০৫ কি.মি. গ্রামীণ সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৪.৩%।

### ৩.৮ গ্রাম্য রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ

প্রকল্প থেকে গ্রামীণ রাস্তায় ২৫টি অর্থাৎ ৯১ মিটার কালভার্ট নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। নির্মাণ করা হয়েছে ৮৭ মিটার বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ৯৫.৬% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৭৯.৪%।

### ৩.৯ গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ

প্রকল্প থেকে মোট ৪টি গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয় বাস্তবে ৪টি গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৮৩.৫%।

### ৩.১০ গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন

প্রকল্প থেকে মোট ৩৪টি গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন করার পরিকল্পনা করা হয়। বাস্তবে ৩৪টি গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৮.২%।

### ৩.১১ গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন

প্রকল্প থেকে মোট ৫২টি গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন করার পরিকল্পনা করা হয়। বাস্তবে ৫২টি গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৯.৪%।

### ৩.১২ ঘাট উন্নয়ন

প্রকল্প থেকে মোট দুটি ঘাট উন্নয়ন করার পরিকল্পনা করা হয়। বাস্তবে দুটি ঘাট উন্নয়ন করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৭.৪%।

### ৩.১৩ ইউনিয়ন পরিষদ Complex নির্মাণ

প্রকল্প থেকে মোট ৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ Complex নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়; বাস্তবে ৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ Complex নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৮.৮%।

### ৩.১৪ গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ

প্রকল্প থেকে মোট ৪০টি গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়; বাস্তবে ৪০টি গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৭.৬%।

### ৩.১৫ বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ

প্রকল্প থেকে মোট দুটি বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়; বাস্তবে দুটি বন্যা পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ১০০%।

অবকাঠামো নির্মাণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাস্তবে প্রায় সব নির্মাণ বা উন্নয়ন ১০০% হলেও আর্থিক ব্যয় সব ক্ষেত্রেই ১০০% নীচে রয়েছে অর্থাৎ গড়ে ৯৮.১৭%।

### ৩.১৬ ভূমি অধিগ্রহণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ১১.৬৫ একর ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণে ৪৩৪.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় নির্ধারণ করা হয়েছিল, প্রকৃত ব্যয় হয়েছে ৩২৪.২১ লক্ষ টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার ৭১.৫৮%। ভূমি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল অনুসরণ করে ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় নাই।

### ৩.১৭ প্রশিক্ষণ

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, ২৩ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ক্ষমতা জোরদার করার জন্য মোট ১৩৭ জন প্রকল্পের ব্যবস্থাপনায় জড়িত এলজিইডি কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রকল্পের প্রশাসনিক এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, ট্যাক্স মূল্যায়ন, বাজেটের প্রস্তুতি, স্কিম নির্বাচন, নাগরিকদের অংশগ্রহণের সমন্বয়সহ ৪২০ জন ইউনিয়ন পরিষদ প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউপি ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইউপি চেয়ারম্যানদের সব সদস্য এবং ইউপি এর সচিবদের সমন্বয়ে ২৫,৬৪৮ ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়েছে। উপরন্ত, সাতজন মহিলা চেয়ারম্যানসহ ১,৫৬৪ ইউপি চেয়ারম্যানদের এবং ৪,৮০৩ নারী ইউপি সদস্য ও সচিবদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

একটি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (টিএনএ) করে এলজিইডির প্রকল্পের কর্মীদের (৭৭৯ ব্যক্তি, ৭৫৪ পুরুষ ও ২৫ জন নারী) জেন্ডার উন্নয়নের বিষয় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তার উপর ভিত্তি করে সামগ্রিকভাবে ৬,৪২৪ এলজিইডির কর্মকর্তা কর্মচারীদের ১৩,৭০৮ প্রশিক্ষণার্থী দিন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলজিইডির কর্মকর্তারা ২,৬৪৯ প্রশিক্ষণার্থী দিন জন্য ১৬ কোর্সে বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে (৪৩%) প্রকল্প তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে (৪৯%) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জ্ঞান কাজে লাগিয়েছেন।

প্রকল্প শেষে ৩০৮ জন নারী ব্যবসা শুরু করেন এবং বাকিরা শীঘ্রই শুরু করবেন। ব্যবসায়িক দক্ষতা প্রশিক্ষণ ২৮৭ জন FSOsকে প্রদান করা হয়েছে। স্থায়িত্বের জন্য প্রকল্প এবং এলজিইডি ব্যবস্থাপনা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে স্থানীয় ব্যাংক, এনজিও এবং কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ উইমেন চেম্বারে এই FSO দের একটি তালিকা প্রদান করে। বৃক্ষরোপণ কাজের বিষয়বস্তু এবং গাছ যত্নের উপর ২৫০৮ জন LCS মহিলাকে মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রকল্প থেকে ১৫২৭ জন LCS মহিলাকে ব্যবসায়িক দক্ষতা, স্বাক্ষর এবং হিসাব রক্ষণের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চুক্তি শেষের প্রথম ছয় মাসে ২৩৩ জন LCS মহিলাকে চুক্তিবদ্ধ এনজিও দ্বারা আয় কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে মজুরি বৈষম্য হ্রাসে ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্ব উপর ভিত্তি করে স্থায়ী কমিটি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটিতে নারীদের সদস্যপদ নিশ্চিত করা হয়।

## ৩.১৮ প্রকল্প বাজেট ও ব্যয়

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয় প্রথমে ১৭৩৭.৫০ কোটি টাকা এবং তা পরে ১৫৩৬.৮৮ কোটি টাকায় সংশোধন করা হয়। এই বরাদ্দের বিপরীতে মোট ব্যয় হয় ১৫০৮.৮১ কোটি টাকা (ব্যয় ৯৮.১৭%)। বরাদ্দ ও ব্যয়ের বছর ভিত্তিক বিভাজন সারণি ৩.২ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৩.২: প্রকল্পের বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

| অর্থ বছর | সংশোধিত বরাদ্দ ও লক্ষ্যমাত্রা | | | | টাকা ছাড়পত্র | | ব্যয় ও ভৌত অগ্রগতি | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | মোট | টাকা | পিএ | ভৌত হার | জিওবি | পিএ | মোট | টাকা | পিএ | ভৌত হার |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ২০০৬-০৭ | ১৭৫০.০০ | ২৫০.০০ | ১৫০০.০০ | ৩.০০% | ১৯৭.২৭ | ৩৪১৮.৩৮ | ৪৬২.২৭ | ১৯৭.২৭ | ২৬৫.০০ | ৩.০০% |
| ২০০৭-০৮ | ৬৩৩৫.০০ | ২১৩৫.০০ | ৪২০০.০০ | ১৩.০২% | ১৩১৮.৫১ | ২৭৬৫.৫৭ | ৪২৫৯.০৩ | ১১৯৫.০৯ | ৩০৬৩.৯৪ | ১৩.০২% |
| ২০০৮-০৯ | ২২০০০.০০ | ৭০০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ১৩.৯১% | ৬৯০০.৮৪ | ৪৬০৭.১২ | ১২৭৮৩.১৪ | ৬৯০০.৮৪ | ৫৮৮২.৩০ | ১৩.৯১% |
| ২০০৯-১০ | ৩৭৩০০.০০ | ৮৯০০.০০ | ২৮৪০০.০০ | ১৫.২৬% | ৮৭৮৬.৫৩ | ২৪১৫৩.৮৯ | ৩০৫৭৫.২৭ | ৮৭৮৬.৫৩ | ২১৭৮৮.৭৪ | ১৫.২৬% |
| ২০১০-১১ | ৩৫০০০.০০ | ১০০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ২০.৮৬% | ৯৯৭২.৯২ | ২৩২৬৮.৭০ | ৩৪৫৭৯.৭৭ | ৯৯৭২.৯২ | ২৪৬০৬.৮৫ | ২০.৮৬% |
| ২০১১-১২ | ৩৯৫০০.০০ | ১৫০০০.০০ | ২৪৫০০.০০ | ২০.৮৮% | ১৪৯৮৩.২৫ | ২৪৩৪৮.১১ | ৩৯৫৯৬.৭৭ | ১৪৯৮৩.২৫ | ২৪৬১৩.৫২ | ২০.৮৮% |
| ২০১২-১৩ | ৩১২৪০.০০ | ১১৯৪৮.০০ | ১৯২৯২.০০ | ১৩.০৭% | ১১৯৪৮.০০ | ১৪৭২০.৭৮ | ২৮৬২৫.০৬ | ১১৮৯৭.৯১ | ১৬৭২৭.১৫ | ১৩.০৭% |
| **মোট** | **১৭৩১২৫.০০** | **৫৫২৩৩.০০** | **১১৭৮৯২.০০** | **১০০%** | **৫৪১০৭.৩২** | **৯৭২৮২.৫৫** | **১৫০৮৮১.৩১** | **৫৩৯৩৩.৮১** | **৯৬৯৪৭.৫০** | **১০০%** |

উৎস: স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা ৩১।

## ৩.১৯ ডিপিপি পর্যালোচনা

ডিপিপি পর্যালোচনা করা হয় এবং দেখা যায় ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত সকল কমপোনেন্ট বাস্তবায়িত হয়েছে। কমপোনেন্টসমূহ প্রকল্পের জন্য যথেষ্ট ছিল। বাস্তবায়নকারী সংস্থা কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য ঠিকাদার তালিকাভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এই বিষয়টি অর্ন্তভুক্ত করা যেতে পারে।

# চতুর্থ অধ্যায়

## নির্মাণ ও ক্রয় কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় ভৌত কার্যক্রম, মালামাল ও সেবা ক্রয় করা হয়। ক্রয় কার্যক্রম বিভিন্ন পদ্ধতি যেমন উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি, অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি, লেবার কন্ট্রাক্টিং সোসাইটি নিয়োগ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, মালামাল ক্রয় ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের অধীনে মালামাল ক্রয়, কাজ ও সেবা কার্যক্রমে (দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন, অনুমোদন পদ্ধতি, চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদি) PPA 2006 ও PPR 2008 অনুসরণ করা হয়েছে। পিপিআর বিধি অনুযায়ী স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকা এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান পূর্বক ক্রয়, কাজ ও সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত নমুনা বিজ্ঞপ্তির কপি পরিশিষ্ট "গ" তে উপস্থাপন করা হয়েছে।

### ৪.১ ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ

ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ৩৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৩৪টি ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণ করা হয়। ফাংশনাল বিল্ডিং নির্মাণে মোট ১,৯৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১,৯৩৫.৬৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৮%।

### ৪.২ উপজেলা সড়ক নির্মাণ

উপজেলা সড়ক নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ১৭৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৮২টি উপজেলা সড়ক নির্মাণ করা হয়। উপজেলা সড়ক নির্মাণে মোট ৬৯,৯৪৫.৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৬৯,৩৯৪.৯২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.২%।

### ৪.৩ ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ

ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ৪৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৩০টি ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ করা হয়। ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণে মোট ২৩,৩৬৬.৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ২২,৮০২.৩৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.৬%।

### ৪.৪ নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণ

নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ১৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৬টি নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণ করা হয়। নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণে মোট ৪,৫৮১.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৪,৩১৫.৯৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৪.২%।

## ৪.৫ ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ

ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ২৬টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫৩৩৫ মিটার ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ মোট ১৭,৪২১.৪৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৬,৮১৭.৯৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৬.৫%। গ্রাম্য রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণেও উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

## ৪.৬ গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন

গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ৩৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৩৪টি গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়ন করা হয়। গ্রোথ সেন্টারের উন্নয়নে মোট ১,৬৩০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১,৫৯৯.৮৬ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.২%। মোট ৪টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪টি গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণ করা হয়। গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রধান কার্যালয় নির্মাণে মোট ২২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১৮৩.৬৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৮৩.৫%।

## ৪.৭ গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন

গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ৫২টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫২টি গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়ন করা হয়। গ্রাম্য হাট বাজারের উন্নয়নে মোট ১,৯৭০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১,৯৫৮.৪৮ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৪%।

## ৪.৮ ঘাট উন্নয়ন

ঘাট উন্নয়ন উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে ২টি ঘাটের উন্নয়ন করা হয়। ঘাট উন্নয়নে মোট ৮৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৮৪.৭১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.৪%।

## ৪.৯ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ৫৫টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণে মোট ৩,৯০০.২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৩,৮৫৩.১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৮.৮%।

## ৪.১০ গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ

গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ কার্যক্রমে উন্মুক্ত টেন্ডারিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ ও পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ অনুসরণ করে স্থানীয় ও জাতীয় খবরের কাগজে এবং সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান করা হয়। দরপত্র দাখিলের পর মূল্যায়ন ও অনুমোদন করে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। মোট ৪০টি প্যাকেজের মাধ্যমে ৪০টি গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ করা হয়। গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণে মোট ৬১১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ৫৯৬.৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যা লক্ষ্যমাত্রার ৯৭.৬%।

## ৪.১১ যানবাহন ক্রয়, কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ক্রয়

যানবাহন ক্রয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ে অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন নিম্নে সারণি ৪.১ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৪.১: যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

| অঙ্গ | ভৌত | | আর্থিক (লক্ষ টাকা) | | অর্জনের হার |
|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাজেট (টাকা) | খরচ (টাকা) | |
| যানবাহন ক্রয় (সংখ্যা) | | | | | |
| জীপ | ১৫ | ১৫ | ৯২৫.৫০ | ৯২৫.৫০ | ১০০% |
| মাইক্রোবাস | ১ | ১ | | | |
| পিকআপ | ১৫ | ১৫ | | | |
| মোটর সাইকেল | ৩০০ | ৩০০ | | | |
| যন্ত্রপাতি | ২৪৬ | ২৪৬ | ১৭৪০.২৮ | ১৭৪০.২৮ | ১০০% |
| আসবাবপত্র | ১৮২ | ১৮২ | ১৫৬.৬৯ | ১৫৬.৬৯ | ১০০% |
| অফিস সরঞ্জামাদি | ৫২ | ৫২ | ৯৬.৪০ | ৯৬.৪০ | ১০০% |
| কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি | ২৬৮ | ২৬৮ | ১৭৩.৫৭ | ১৭৩.৫৭ | ১০০% |

ক্রয়কৃত যানবাহন জীপ ১৫টি, পিকআপ ১৫টি, মাইক্রোবাস ১টি এবং মোটর সাইকেল ৩০০টি বিতরণ তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবহৃত হচ্ছে। যন্ত্রপাতি মোট ৫৬৬টি এবং আসবাবপত্র ১৮২টি বিভিন্ন অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। পিপিআর বিধি অনুযায়ী স্থানীয় এবং জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে দরপত্র আহবান পূর্বক ক্রয়, কাজ ও সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্রয়কৃত যানবাহনের তালিকা পরিশিষ্ট "ঘ" এবং যন্ত্রপাতির তালিকা পরিশিষ্ট "ঙ" এ প্রদান করা হলো।

## ৪.১২ পরামর্শক সেবা

প্রকল্প বাস্তবায়নে পরামর্শক সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। তিন ধরনের আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। তিন ধরনের মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধান পরামর্শক; প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পরামর্শক এবং দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক। পরামর্শক নিয়োগে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতামূলক ও অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মোট ২৮৩.৭ জনমাস আন্তর্জাতিক এবং ২৭৮৭ জনমাস জাতীয় পরামর্শকদের সেবা গ্রহণ করা হয়েছে। পরামর্শক সেবা গ্রহণের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.৪২%। পরামর্শক সেবা গ্রহণের আর্থিক ব্যয় লক্ষ্যমাত্রার ৯৯.২৮%। পরামর্শকদের সেবা গ্রহণের চিত্র সারণি ৪.২ ও ৪.৩ এ প্রদান করা হলো।

সারণি ৪.২: পরামর্শক সেবা গ্রহণ

| | পরামর্শকদের ধরন | আন্তর্জাতিক | | | জাতীয় | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পরিকল্পিত জনমাস | প্রকৃত জনমাস | পরামর্শকদের সেবা গ্রহণের হার (%) | পরিকল্পিত জনমাস | প্রকৃত জনমাস | পরামর্শকদের সেবা গ্রহণের হার (%) |
| ১ | ব্যবস্থাপনা, ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধান পরামর্শক | ১৫৩.৭ | ১৫৩.৭ | ১০০ | ১৯৪১ | ১৯৪১ | ১০০ |
| ২ | প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ পরামর্শক | ০ | ০ | ০ | ১৩৮ | ১৩৮ | ১০০ |
| ৩ | দক্ষতা উন্নয়ন পরামর্শক | ১৩৩ | ১৩০ | ৯৮ | ৭২৩ | ৭০৮ | ৯৮ |
| | **মোট** | **২৮৬.৭** | **২৮৩.৭** | **৯৯** | **২৮০২** | **২৭৮৭** | **৯৯** |

সারণি ৪.৩: পরামর্শকদের সেবা গ্রহণের বর্ণনা

| পরামর্শকের নাম | আরডিপিপি বরাদ্দ লক্ষ টাকা | দরপত্র মূল্য লক্ষ টাকা | দরপত্র আহবানের তারিখ | চুক্তি সম্পাদনের তারিখ | কাজ সমাপ্তির তারিখ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | চুক্তি অনুযায়ী | প্রকৃত |
| ডি এন্ড এস কনসালটেন্ট | ৪৫৯০.৪৪ | ৪৫৯০.৪৪ | ২৪.১২.২০০৫ | ১০.১২.২০০৭ | ৩০.৬.২০১১ | ৩০.৬.২০১৩ |
| আইএসটি কনসালটেন্ট (জিআইজেট) | ৩৪৫৬.৬৭ | ৩৪৫৬.৬৭ | জিআইজেট | মে ২০০৭ | সেপ্টেম্বর ২০১১ | সেপ্টেম্বর ২০১১ |
| আইএসটি কনসাটেন্ট | ৪৩২.৯৬ | ৪৩২.৯৬ | ২৪.১২.২০০৫ | ১০.১২.২০০৭ | ৩০.১১.২০১০ | ১২.১.২০১৩ |
| পারফরমেন্স অডিট | ৩৫৯.০৯ | ৩৫৯.০৯ | জুন ২০১০ | ৯.১২.২০১০ | ৮.১২.২০১১ | ৮.১২.২০১১ |
| বিএমই/ফাইনাল স্টাডি | ১৬৫.৭২ | ১৬৫.৭২ | ১.১২.২০১২ | ২৪.১.২০১৩ | ৩০.৬.২০১৩ | ৩০.৬.২০১৩ |

## ৪.১৩ পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ

প্রকল্পে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও দেশীয় পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরামর্শক নিয়োগে উন্নয়ন সহযোগী এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক নিয়োগের নীতিমালা (ADB'S Guideline for Procurement of Consulting Services) অনুযায়ী Two Envelope পদ্ধতির দরপত্র আহবান করা হয় এবং QCBS পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক পরামর্শ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। দেশীয় পরামর্শক নিয়োগে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সম্মতিক্রমে PPR-2008 অনুসরণ করা হয়। দরপত্র আহবান এবং নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রকল্পে আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও দেশীয় পরামর্শক নিয়োগে উন্নয়ন সহযোগীদের ও সরকারের অনুমোদন নেওয়া হয়।

ভৌত কাজে ঠিকাদার নির্বাচনে উন্নয়ন সহযোগীদের সম্মতিক্রমে PPR-2008 অনুযায়ী CPTU সহ স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উন্মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র আহবান করা হয়। ঠিকাদার নির্বাচন চূড়ান্তকরণে উন্নয়ন সহযোগীসহ (প্রয়োজন অনুসারে) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিশিষ্ট "ছ" এ উপস্থাপন করা হলো। পরামর্শক ফার্ম ১৭টি ক্রয় কার্যক্রম পর্যালোচনা করেছে তার মধ্যে ১৪টি সময়মত কার্যাদেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে অবশিষ্ট ৩টি পুন:মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ৪২ দিন, ৪৫ দিন, ৬১দিন বেশি সময় লেগেছিল।

PPR-2008 অনুসরণের বিষয়ে কল্পে ৮২টি উপজেলা রোড এর মধ্য থেকে ১২টি চুক্তিপত্র পর্যবেক্ষণ করা হয়। ২টি ঘাটের মধ্যে ১টি ঘাটের চুক্তিপত্র ৪০টি মহিলা মার্কেটের ১টি, ৫৫টি ইউনিয়ন পরিষদের ১টি, ৫২টি গ্রাম্য হাট বাজারের মধ্য থেকে ১টি এবং ৩৪টি গ্রোথ সেন্টারের মধ্য থেকে ১টি চুক্তিপত্র দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হয়। ক্রয় কার্যক্রমের নথি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, সকল ক্ষেত্রেই খবরের কাগজের মাধ্যমে Invitation for Tender (IFT) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ২টি করে খবরের কাগজে Tender Notice ছাপানো হয়।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই Tender জমা দেওয়ার সময় দুই থেকে পাঁচ সপ্তাহ পর্যন্ত ছিল। প্রতিটি Tender এর Validity ছিল ১২০টি। নির্বাচিত ১৭টি চুক্তির মধ্যে ১৪টির চুক্তি ১২০ দিনের মধ্যে করা হয়েছে। ৩টি ক্ষেত্রে পুন:মূল্যায়নের জন্য ১২০ দিনের বেশি সময় লেগেছিল। এক ক্ষেত্রে ৪২ দিন অপর দুই ক্ষেত্রে ৪৭ দিন ও ৬১ দিন বেশি সময় লেগেছিল।

মূল্যায়নের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময়ের অনেক তারতম্য ছিল। এই সময় ৭ দিন থেকে ১২০ দিন পর্যন্ত ছিল। তবে পুন:মূল্যায়ন ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৩৮ দিন লেগেছিল। প্রকল্প পরিচালকের দরপত্র মূল্যায়নের প্রতিবেদন পেতে ১ থেকে ২৮ দিন পর্যন্ত লেগেছিল।

চুক্তিপত্রের অনুমোদনের সময় সাধারণত ২ থেকে ৫ সপ্তাহ সময় লেগেছিল। দরপত্র অনুমোদনের পরে কার্যাদেশ প্রদানের সময় সর্বনিম্ন ৩ দিন ও সর্বোচ্চ ৩৫ দিন ছিল। পর্যালোচনাকৃত সকল কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ক্রয় কার্যক্রম পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।

# পঞ্চম অধ্যায়

## প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিরুপণের SWOT বিশ্লেষণ নিম্নে দেওয়া হলো।

**প্রকল্পের সবল দিকগুলি হলোঃ**

- যোগাযোগ উন্নয়ন হয়েছে,
- রোগীদের হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে,
- আয় বৃদ্ধি পেয়েছে,
- আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে,
- এলাকার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে,
- শ্রমিক সহজলভ্যতা হয়েছে,
- কাজে মনিটরিং এর ব্যবস্থা ছিল,
- কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে,
- বেকারত্ব কমেছে,
- জনসাধারণের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে,
- শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে,
- কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে,
- সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে,
- সামাজিক বনায়ন ও ইরিগেসন সিস্টেম উন্নয়ন।

**প্রকল্পের দুর্বলদিকগুলি হলোঃ**

- সময়মত রক্ষণাবেক্ষণ হয় না,
- প্রকল্প এলাকায় জনগণ মাটি দিতে অনীহা ও পর্যাপ্ত মাটির অভাব,
- প্রকল্প চলাকালীন ডিএফআইডি কর্তৃক অর্থায়নে অপারগতায় প্রকল্প সমাপ্তকরণ বিলম্বিত হয় এবং প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য অবকাঠামো যেমন গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, গ্রাম্য হাট বাজার, বৃক্ষরোপণের পরিমাণ হ্রাস করতে হয়েছে। ডিএফআইডি কর্তৃক তাদের অর্থায়নের Strategy পরিবর্তনের জন্য অর্থায়ন বন্ধ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (পরিশিষ্ট “চ”)।
- মহিলা কর্নার পরিচালনা কমিটি কার্যকর না,
- ড্রেন নির্মাণ প্রয়োজন ছিল,
- রাস্তা বাঁকা বেশি,
- মালামাল পরিবহনে কষ্টসাধ্য ও জমি অধিগ্রহণ সমস্যা।

**প্রকল্পের সুযোগসমূহঃ**

- সব আবহাওয়ায় যাতায়াতের ব্যবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় ছেলে-মেয়েদের নিয়মিত স্কুলে উপস্থিতির সুযোগ হয়েছে,
- যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থান সুযোগ হয়েছে এবং কর্মস্থলে যাতায়াতের সুবিধা হয়েছে,
- মহিলাদের বাজারে ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে,
- বিভিন্ন কমিটিতে মহিলাদের অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা হয়েছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

**প্রকল্পের কাজের ঝুঁকিসমূহঃ**

- কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তা নির্মাণের সময় পানি নিষ্কাশন/জলাবদ্ধতা সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো,
- রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বাড়ি ঘর স্থানান্তর এর সময় সমস্যা সম্মুখীন হতে হতো,
- ঠিকাদার সঠিক কাজের মান বজায় রাখার অনীহা,
- সঠিক মানের নির্মাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ও স্থানীয় প্রভাব।

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সমীক্ষা ও প্রভাব মূল্যায়ন

প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রকল্প এলাকায় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পল্লী উন্নয়ন এবং উন্নত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের আয় বৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাস করা। প্রকল্প শেষ হওয়ার পর উপকারভোগীদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের তথ্য ও মতামত সংগ্রহ করা হয়। প্রকল্পের শুরুতে এসব তথ্য বেইজলাইন সার্ভের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়। প্রভাব মূল্যায়নে প্রাপ্ত তথ্যাদি বেইজলাইন তথ্যের সাথে তুলনা করে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন করা হয়।

প্রকল্পের প্রভাব সমীক্ষায় মোট ৮২৭ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির মধ্যে উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, নিমজ্জিত সড়ক, ব্রিজ ও কালভার্ট, গ্রামীণসড়ক, ফাংশনাল বিল্ডিং, গ্রোথ সেন্টার ব্যবস্থাপনা অফিস, গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট বাজার, ঘাট উন্নয়ন, ইউনিয়ন ভবন, মহিলা কর্নার ও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীগণ অন্তর্ভুক্ত। খানা নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিবরণ সারণি ৬.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.১: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

| বিবরণ | পূর্বে | | পরে | |
|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| লেখাপড়া জানেন না | ৬৯০ | ২৭.৪ | ১৫০ | ১৮.১৪ |
| প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত | ১২১৪ | ৪৮.২ | ২৮৬ | ৩৪.৫৮ |
| ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত | ৫২৪ | ২০.৮ | ১৩৮ | ১৬.৬৯ |
| নবম শ্রেণি | | | ৫০ | ৬.০৫ |
| এস.এস.সি | | | ১২৩ | ১৪.৮৭ |
| এইচ.এস.সি | | | ৪৩ | ৫.২০ |
| বিএ | ৯১ | ৩.৬ | ২১ | ২.৫৪ |
| এম.এ | | | ১৬ | ১.৯৩ |
| **মোট** | **২৫১৯** | **১০০** | **৮২৭** | **১০০** |

উৎস: বেনসমার্ক সার্ভে RIIP-II Project, page 4-5 and প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬

### ৬.১ উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও নিমজ্জিত সড়ক

উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক, নিমজ্জিত সড়ক ব্যবহারকারী ৪৩৭ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫.৮৪ জন যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় গড় 8.88 (Statistical Pocketbook Bangladesh Page 8) জন। খানার সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ১৩২৫ জন ও মহিলা ১২২৭ জন। পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৫২: ৪৮।

চিত্র নং ৬.১: ভাদুরিয়া দাউদপুর রাস্তা, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যে, এলাকায় বিভিন্ন ধরনের অবকাঠামো প্রকল্প থেকে নির্মাণ করা হয়েছে। অবকাঠামোগুলি হলো রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, হাটবাজারের উন্নয়ন, গ্রোথ সেন্টার, নদীর জেটি/ঘাট, বন্যা আশ্রয় স্থল ও ইউনিয়ন পরিষদ। উত্তরদাতাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ

অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিল। অবকাঠামো উন্নয়নে ৬২% উত্তরদাতার পেশার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তিত পেশাগুলি প্রধানত কৃষি, ব্যবসা, শিক্ষকতা ও চাকরি। পেশার পরিবর্তন সারণি ৬.২ এবং চিত্র নং ৬.২ এ উপস্থাপন করা হলো। উত্তরদাতাদের আয় বেড়েছে প্রায় ৬৮%। প্রকল্প গ্রহণের সময় খানার বার্ষিক আয় ছিল ১,০৭,৯১৫ টাকা যা বেড়ে বর্তমানে হয়েছে ১,৮১,৫৭৮ টাকা।

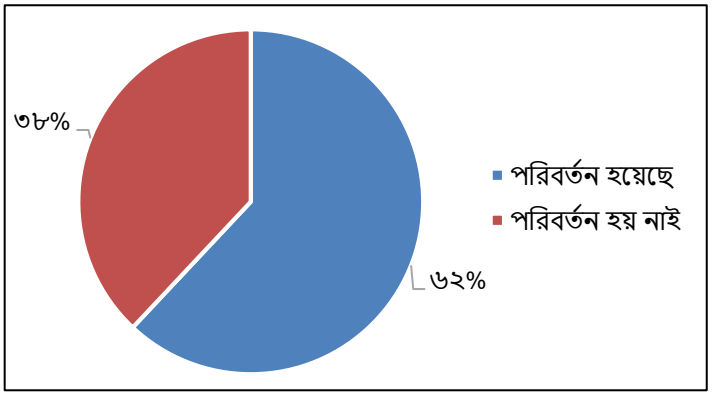


চিত্র নং ৬.২: অবকাঠামো উন্নয়নে পেশার পরিবর্তন

সারণি ৬.২: অবকাঠামো উন্নয়নে পেশার পরিবর্তন

| পূর্বের পেশা | বর্তমান পেশা | পরিবর্তন হয়েছে | |
|---|---|---|---|
| | | সংখ্যা (N=827) | শতকরা হার |
| বেকার | কৃষি | ২৬০ | ৩১.৪৪ |
| কৃষি | ব্যবসা | ২১৩ | ২৫.৭৬ |
| বেকার | শিক্ষকতা | ৫ | ০.৬০ |
| বেকার | চেয়ারম্যান/মেম্বার | ১৪ | ১.৬৯ |
| ছাত্র | চাকরি | ২০ | ২.৪২ |
| **মোট** | | **৫১২** | **৬১.৯১** |

উত্তরদাতাদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ অবকাঠামো উন্নয়নে জমি অধিগ্রহণ বা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরদাতা ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন। বেশির ভাগ উত্তরদাতা জানিয়েছেন রাস্তার বর্তমান অবস্থা ভাল (৯৭%) এবং ৯৮% উত্তরদাতা জানিয়েছেন রাস্তা নির্মাণে তাঁদের উপকার হয়েছে। উত্তরদাতাদের সকলেই জানিয়েছেন তাঁদের খানার সদস্যগণ রাস্তা ব্যবহার করেন। ৬৩% জানিয়েছেন রাস্তার রক্ষাবেক্ষণ হয়।

রাস্তায় বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে। চলাচলকৃত যানবাহনের ধরন হলো গাড়ি, ভ্যান, মোটর সাইকেল, সাইকেল ও অন্যান্য। উত্তরদাতাদের মতে চলাচলকৃত যানবাহনের ধরন সারণি ৬.৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.৩: রাস্তায় চলাচলকৃত যানবাহনের ধরন

| যানবাহনের চলার ধরন | সংখ্যা (N=437) | শতাংশ |
|---|---|---|
| গাড়ি | ১৫ | ৩.৪ |
| ভ্যান | ৪০৫ | ৯২.৭ |
| মোটর সাইকেল | ৪২৫ | ৯৭.৩ |
| সাইকেল | ৩৮৮ | ৮৮.৮ |
| অন্যান্য | ৫৯ | ১৩.৫ |

উৎস: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬।

রাস্তা হওয়ার ফলে কৃষিজ দ্রব্যাদি সহজে বাজারজাত সম্ভব হয়েছে বলেছেন ৯৬% উত্তরদাতা। যানবাহন এবং রাস্তার জন্য উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের মূল্য পূর্বের চেয়ে বেশি পান বলেছেন ৭৮% উত্তরদাতা। উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ কমেছে বলেছেন ৮১% উত্তরদাতা, ৬% বলেছেন আগের মতই তবে ১৩% উত্তরদাতা বলেছেন বেড়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচের চিত্র চিত্র নং ৬.৩ এ উপস্থাপন করা হলো।

উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার সময় কমেছে বলেছেন ৮৯% উত্তরদাতা, ৪% বলেছেন আগের মতই তবে ৭% উত্তরদাতা বলেছেন বেড়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার সময়ের চিত্র চিত্র নং ৬.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

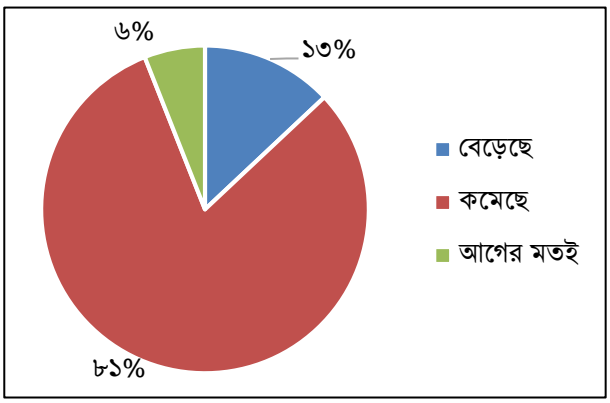


চিত্র নং ৬.৩: উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ

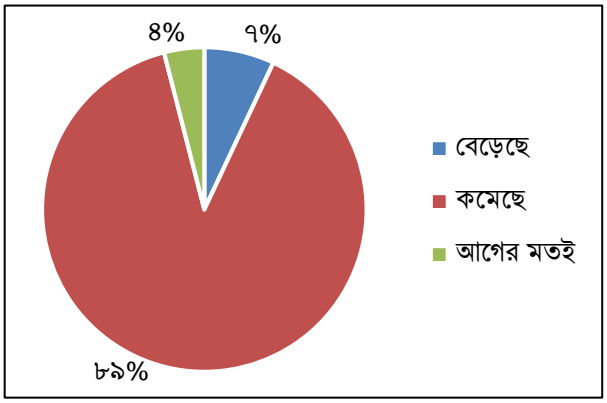


চিত্র নং ৬.৪: উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার সময়

কৃষি জমির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে জানিয়েছেন ৫৫%। বিক্রয়যোগ্য পণ্য হলো ধান, গম, তৈলবীজ, রবিশস্য, মাছ, শাকসবজি ও অন্যান্য। যে সব এলাকায় রাস্তা করা হয়েছে সে সব এলাকার ৫১% উত্তরদাতা বলেছেন গ্রোথ সেন্টার আছে। গ্রোথ সেন্টারে বেচা কেনার জন্য যায় বলেছেন ৪৯%। ৭৮% খানার বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বেড়েছে এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ৬১% খানার আয় বেড়েছে। উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রব্যাদি বিক্রির ব্যবস্থা বেড়েছে বলেছেন ৭৮%। প্রকল্পের অধীনে নতুন ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে জানিয়েছেন ৮৬%। ব্রিজটির/কালভার্টটির বর্তমান অবস্থা ভাল বলেছেন ৬২%। ব্রিজ/কালভার্টের এপ্রোচের বর্তমান অবস্থা ভাল বলেছেন ৫১%। কালভার্ট পানি চলাচলের উপযোগী বলেছেন ৯৮%। সব সময় পানি সরবরাহ থাকে বলেছেন ৭৩% এবং পানিসেচের সমস্যা হয় না বলেছেন ৮৫%। কালভার্ট এবং জলসেচের জন্য কৃষি উৎপাদন বেড়েছে বলেছেন ৭৪%।

এলাকার রাস্তায় প্রকল্পের অধীনে বৃক্ষরোপণ হয়েছে বলেছেন ৩৪%। রোপণকৃত বৃক্ষসমূহের বর্তমান অবস্থা ভাল বলেছেন ৪৮%, মোটামুটি ভাল বলেছেন ৪৪% এবং খারাপ বলেছেন ৮%। রোপণকৃত বৃক্ষসমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয় বলেছেন ৬৪%। রোপণকৃত বৃক্ষসমূহের মালিকানা আছে ৯%। মালিকানায় অংশীদারিত্ব ১৯% বলে জানিয়েছেন।

রাস্তার কাজের মান সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন উত্তরদাতাগণ। তাঁদের মতে রাস্তার কাজের মান ভাল বলেছেন ৫০%, মোটামুটি ভাল বলেছেন ৪৮% এবং খারাপ বলেছেন ২%। অনুরূপভাবে ব্রিজ ও কালভার্টের মান সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন উত্তরদাতাগণ। তাঁদের মতে ব্রিজ ও কালভার্টের মান ভাল বলেছেন ৪৭%, মোটামুটি ভাল বলেছেন ৫০% এবং খারাপ বলেছেন ৩%। ব্রিজ ও কালভার্টের মান সম্পর্কে মতামত সারণি নং ৬.৪ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.৪: ব্রিজ ও কালভার্টের মান সম্পর্কে মতামত

| **ব্রিজ ও কালভার্টের মান** | **সংখ্যা (N=437)** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| ভাল | ২০৫ | ৪৬.৯ |
| মোটামুটি | ২১৭ | ৪৯.৭ |
| খারাপ | ১৫ | ৩.৪ |
| **মোট** | **৪৩৭** | **১০০.০** |

## ৬.২ গ্রোথ সেন্টার

চিত্র নং ৬.৫: খানসামা উপজেলা হাটবাজার.

দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার ধুকুরজার গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, খানসামা উপজেলার রামকুলা গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, রংপুর জেলার ছনেরহাট গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার নগরকাঠগড়া গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, সাঘাটা উপজেলার জুমার বাড়ি গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার বেনোয়ার চর গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, কিশোরগঞ্জ জেলার নিকলি উপজেলার শিংপুর গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার সলিমপুর গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, গোপালপুর উপজেলার ঝায়াইল বাজার গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার গোপালদি বাজার গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলার লালপুর গ্রোথ সেন্টার মার্কেট, নাসিরনগর উপজেলার হরিণবার গ্রোথ সেন্টার মার্কেটসহ মোট ১২টি গ্রোথ সেন্টার থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারী ১৩০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫.৭ জন যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় গড় ৪.৪৪ (Statistical Pocketbook Bangladesh 2013 Page 8) জন। খানার সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৩৯৩ জন ও মহিলা ৩৫২ জন। পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৫৩:৪৭।

উত্তরদাতাদের ১৬% অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। অবকাঠামো উন্নয়নে ৭০% উত্তরদাতার পেশার পরিবর্তন হয়েছে। পেশার পরিবর্তনের চিত্র, চিত্র নং ৬.৬ এ উপস্থাপন করা হলো।

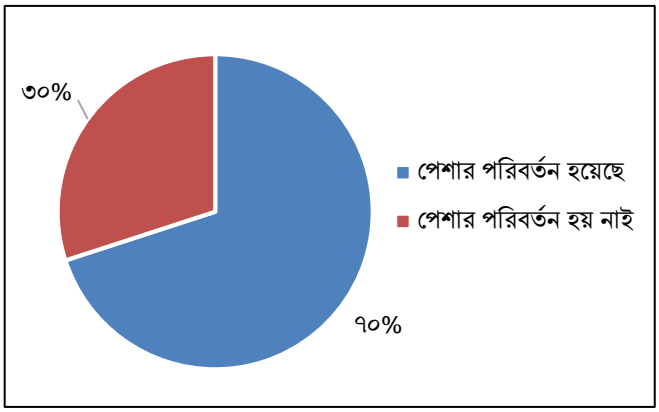


চিত্র নং ৬.৬ গ্রোথ সেন্টারের জন্য পেশার পরিবর্তন

গ্রোথ সেন্টার হওয়ার ফলে এলাকাবাসী বিভিন্ন ভাবে উপকৃত হয়েছেন। উপকারগুলি হলো এলাকার কাঁচা মাল দ্রুত বিক্রি করা যায়, গ্রোথ সেন্টার থেকে কৃষি ও প্রয়োজনীয় পণ্য কেনা ও বিক্রি করা যায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, ভাল দাম পাওয়া যায়, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসা বৃদ্ধি পেয়েছে, যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে/তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে, এলাকার ও বাহিরের লোকেরা ব্যবসা বাণিজ্য করে, উৎপাদিত কৃষি পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে (ধান, গম, সবজি ইত্যাদি), সামাজিক পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে, দূরের লোকজন বাজার করতে আসে, বেকারত্ব কমে এসেছে, স্বাস্থ্য ও ডাক্তারি সেবা পাওয়া যায়, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী সহজে কম দামে পাওয়া যায়, কৃষি পণ্য, উপকরণ ও কাঁচা বাজার খুব সহজে পাওয়া যায় ও বাজার জাত করা যায়, বাজারে সবার সাথে দেখা হয় তাই খোঁজ খবর নেওয়া যায়, দোকানে মাল আনতে সুবিধা হয়, দূরে বাজারে ক্রয় ও বিক্রি করতে যেতে হয় না তাই সময় কম লাগে, হাটের উন্নয়ন হয়েছে, মাংস, চালের ও বিভিন্ন রকম দোকান আলাদা আলাদা বসে, মালামাল রাখার ব্যবস্থা আছে, ব্যবসা করে সংসার ভাল চলে, সেলাই প্রশিক্ষণ হয়, কৃষি পণ্য আগের মত নষ্ট হয় না, মহিলাদের জন্য আলাদা কর্নার থাকার কারণে মহিলারা ব্যবসা করতে পারছে, ফসল বিক্রির সমস্যা সমাধান হয়েছে, হাট/দোকান বড় হয়েছে তাই চলাফেরার সুবিধা হয়েছে, নিরাপত্তা বেড়েছে, রোদ বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, বাজারের পরিবেশ

ভাল হয়েছে, টয়লেট ব্যবহার করা যায়, কীটনাশক, সার ও বীজ সহজে পাওয়া যায়, যাতায়াত ব্যয় কম, যানবাহন চলাচলে সুবিধা বেড়েছে ও মালামাল বহনে সুবিধা হয়েছে প্রভৃতি।

উত্তরদাতাদের ৫২% বলেছেন যে গ্রোথ সেন্টার এ মহিলাদের জন্য কর্নার আছে তবে মহিলা কর্ণারের বরাদ্দকৃত স্থান ৩৭% পুরুষেরাই ব্যবহার করে। সকলেই বলেছেন গ্রোথ সেন্টার এ মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। গ্রোথ সেন্টারের টয়লেটগুলো পরিষ্কার বলেছেন ৫১% উত্তরদাতা। গ্রোথ সেন্টারের ময়লা/আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে অপসারণ করে বলছেন ৬৬% উত্তরদাতা।

গ্রোথ সেন্টারটির সাথে এলাকার যোগাযোগ বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে যেমন- গ্রোথ সেন্টারে ভটভটি, ভ্যান, রিক্সা, টেম্পু, সিএনজি, সাইকেল, অটো-রিক্সা, হোন্ডা, নসিমন, করিমন ইত্যাদি চলাচল করে। গ্রোথ সেন্টারের আশে পাশের মানুষ পায়ে হেটে আসে, শাখা রাস্তা দিয়ে লোক বেশি আসে, রাস্তা ভাল হওয়াতে অন্য ইউনিয়নের লোক সহজে হাটে আসতে পারে। গ্রোথ সেন্টার হওয়ার ফলে বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বেড়েছে বলেছেন ৮২%।

গ্রোথ সেন্টারে মালামালও বিভিন্নভাবে আনা - নেওয়া করা হয়। আনা - নেওয়ার উপায়গুলি হলো নৌকা, ভ্যান, নছিমন, করিমন, অটো বাইক, সাইকেল, পিকআপ, ট্রাক, ঠেলা গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, ইত্যাদিতে করে মালামাল আনা ও নেওয়া হয়। কেউ কেউ মাথায় করে নিয়ে আসে, পায়ে হেটে নিজে বহন করে নিয়ে আসে।

এলাকার জনগণ বিভিন্ন স্থানে উৎপাদিত কৃষিপণ্য বেশির ভাগ সময় বিক্রি করে। স্থানগুলি হলো নিজ বাড়ি, গ্রামের বাজার, গ্রোথ সেন্টার ও শহরের বাজার। পণ্য বিক্রির স্থানগুলি সারণি নং ৬.৫ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.৫: উৎপাদিত কৃষিপণ্য বেশির ভাগ সময় বিক্রির স্থান

| বিক্রয়ের স্থান | পূর্বে | | পরে | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রকল্প গ্রুপ | | কন্ট্রোল গ্রুপ | |
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| নিজ বাড়ি থেকে | ৪১৪ | ১৬.০ | ৪৬ | ১৯.৪ | ১৯৪ | ২৮.২ |
| গ্রামের বাজারে | ১৫১৭ | ৫৮.৫ | ৬৫ | ২৭.৩ | ৩০৭ | ৪৪.৫ |
| গ্রোথ সেন্টারে | ৬৬২ | ২৫.৫ | ১০৬ | ৪৪.৫ | ৯৮ | ১৪.২ |
| শহরের বাজারে | ০ | ০ | ২১ | ৮.৮ | ৯০ | ১৩.১ |
| **মোট** | **২৫৯৩** | **১০০** | **২৩৮** | **১০০** | **৬৮৯** | **১০০.০** |

উৎস: বেনসমার্ক সার্ভে RIIP-II Project, page 4-19 and প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬

## ৬.৩ গ্রাম্য হাট বাজার

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ উপজেলার তেপরিগঞ্জ বাজার, দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার আন্তপুকুর বাজার, গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি উপজেলার কাজী বাজার, জামালপুর বকশীগঞ্জ উপজেলার নতুন বাতঘর বাজার, মেলান্দ উপজেলার গুনারি তলা বাজার, কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার জনতাগঞ্জ বাজার, মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলার ভবানিপুর বাজার, টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার শাহবুতপুর বাজার, নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার জাঙ্গালিয়া

চিত্র নং ৬.৭: নারায়নগঞ্জ জেলার আড়াই হাজার উপজেলার জাঙ্গালিয়া বাজার

বাজার, রূপগঞ্জ উপজেলার গোলাকান্দাইল বাজার, বাম্মণবাড়িয়া জেলার কশবা উপজেলার গোপিনাথপুর বাজার, চাঁদপুর জেলার হাইমচর উপজেলার রায়ের বাজারসহ মোট ১২টি গ্রাম্য হাটবাজারের সুবিধাভোগীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

গ্রাম্য হাট বাজার ব্যবহারকারী ১২০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫.৭১ জন যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় গড় ৪.৪৪ জন। খানার সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৩৬৪ জন ও মহিলা ৩২২ জন। পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৫৩: ৪৭।

উত্তরদাতাদের ২০% অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। অবকাঠামো উন্নয়নে ৬৫% উত্তরদাতার পেশার পরিবর্তন হয়েছে। পেশার পরিবর্তনের চিত্র চিত্র নং ৬.৮ এ উপস্থাপন করা হলো।

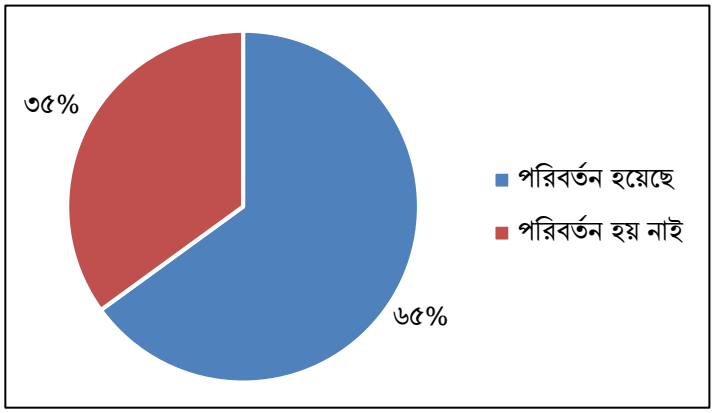


চিত্র নং ৬.৮: গ্রাম্য হাটবাজারের উন্নয়নে পেশার পরিবর্তন

## ৬.৪ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রের আশপাশের ১০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৭.১ জন যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় গড় ৪.৪৪ জন। খানার সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৩৬ জন ও মহিলা ৩৫ জন। পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৫১: ৪৯।

উত্তরদাতাদের ৯০% অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিলেন। এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র থাকার কথা সব উত্তরদাতাই জানেন এবং ১০০% উত্তরদাতা জানিয়েছেন বন্যা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগে জনগণ সেখানে আশ্রয় নেন।

চিত্র নং ৬.৯: বন্যায় আশ্রয়কেন্দ্র, লঞ্জিমারা, চাঁদপুর

বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৭০%) জানিয়েছেন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। সেখানে টয়লেট এবং খাবার পানির ব্যবস্থা আছে এবং মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে। বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলারা কিছু সমস্যার সম্মুখীন হন। সমস্যাগুলি হলো পুরুষ ও মহিলা আলাদাভাবে না থাকায় মাঝে মধ্যে সমস্যা হয়, আশ্রয় কেন্দ্র থেকে পায়খানার দূরত্ব বেশি হওয়ার কারণে বর্ষার সময় আসা যাওয়ায় সমস্যা হয়, মহিলাদের টয়লেট সংখ্যা কম হওয়া, নির্দিষ্ট করে লিখিত না থাকার কারণে বন্যার সময় পুরুষেরা যে কোন সময় যে কোন টয়লেট ব্যবহার করে। প্রয়োজনের তুলনায় টয়লেট কম, তাই সময় মত টয়লেটে যেতে পারে না। সব উত্তরদাতাই জানিয়েছেন বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রটি যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়। তবে যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার।

## ৬.৫ ঘাট নির্মাণ

ঘাটের আশপাশের ২০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৬.০৫ জন যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় গড় ৪.৪৪ জন। খানার সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৫৭ জন ও মহিলা ৬৪ জন। পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৪৭: ৫৩।

উত্তরদাতাদের ১০ শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিল। অবকাঠামো উন্নয়নে ৫০% উত্তরদাতার পেশার পরিবর্তন হয়েছে।

চিত্র নং ৬.১০ ও ৬.১১: জাঙ্গালিয়া বাজার ঘাট, আড়াই হাজার, নারায়নগঞ্জ

এলাকায় ঘাট থাকার কথা সব উত্তরদাতাই জানেন এবং উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যে, ঘাটে বিভিন্ন ধরনের নৌযান যাতায়াত করে। যানবাহনের মধ্যে রয়েছে নৌকা, ট্রলার, জাহাজ, আর মাঝে মধ্যে কার্গো আসে যখন পানি বেশি হয়। বেশির ভাগ উত্তরদাতা (৯০%) জানিয়েছেন ঘাটটি যাতায়াতের জন্য উপযোগী।

ঘাটে মহিলাদের জন্য টয়লেট ও বিশ্রামগারের ব্যবস্থা নাই। ঘাটটি এলাকার জনগণের উন্নয়নের জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করছে যেমন পারাপার ও মালপত্র বহনের সুবিধা হয়েছে, ব্যবসায় সুযোগ বেড়েছে, শ্রমিকদের কর্মসংস্থান বেড়েছে, নদী ভাঙন থেকে রক্ষা পেয়েছে, নদীতে গোসল করতে পারে, কৃষি পণ্য বাজারে নেওয়া যায়, আয় বৃদ্ধি হয়েছে ও লেখা-পড়ার সুযোগ হয়েছে। নদীর ঘাট তৈরির ফলে যাতায়াত/মালামাল পরিবহনের সংখ্যা বেড়েছে জানিয়েছেন ৮৫%।

## ৬.৬ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ

নির্মিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্সের এর আশপাশের ১১০ খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ খানাগুলির সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫.৫৭ জন যা জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। জাতীয় গড় ৪.৪৪ জন। খানার সদস্যদের মধ্যে পুরুষ ৩৩৩ জন ও মহিলা ২৭৯ জন। পুরুষ ও মহিলাদের অনুপাত ৫৪:৪৬।

উত্তরদাতাদের ১৮ শতাংশ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে জড়িত ছিল। অবকাঠামো উন্নয়নে ৪৯% উত্তরদাতার পেশার পরিবর্তন হয়েছে।

চিত্র নং ৬.১২: কাজীহাল ইউপি ভবন, ফুলবাড়ী, দিনাজপুর

উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে অনেক সুবিধা হয়েছে। সুবিধাগুলি হলো ভাল বসার ব্যবস্থা হয়েছে, তথ্য আদান প্রদান সহজ হয়েছে, তথ্য সেবা পাওয়া যায়, দরিদ্র মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ করে থাকে, অন লাইনে চাকরি ও পরীক্ষার রেজাল্ট দেখা যায়, বয়স্ক ভাতা, রিলিফ ভাতা, জন্ম নিবন্ধন, চারিত্রিক সনদ, চল্লিশ দিনের কর্মসূচিতে মাটি কাটার কাজ করা যায়, ছোট খাট বিচারের জন্য আদালত ভবন হয়েছে, বড় কোন আদালতে যেতে হয় না, বরযাত্রীদের বসতে দিতে পারে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়েছে, কৃষি, মৎস্য, জমি, পশু সেবা পাওয়া যায়, তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় দরখাস্ত করা যায়, সব ধরনের সেবা পাওয়া যায়, মহিলাদের কাজের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে, ভাল পরিবেশে কাজ করা যায়, আলাদা আলাদা জায়গায় কাজ করা যায়, ভবন নির্মাণের ফলে এলাকার ও জনসাধারণের জমি জরিপ, খানা জরিপ, ভৌগোলিক সুবিধা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা যায়, মিটিং করা, বন্যা বা দুর্যোগে আশ্রয় নেওয়া যায়।

বেশির ভাগ (৫৬%) উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যানবাহনের লাইসেন্স দেওয়া হয়। যে ধরনের যানবাহনের লাইসেন্স দেওয়া হয় তা হলো ভ্যান, সাইকেল, রিক্সা, ঠেলা গাড়ি, অটো-রিক্সা। এ যানবাহনগুলি এলাকায় চলে জানিয়েছেন ৫৭% উত্তরদাতা।

উত্তরদাতাগণ জানিয়েছেন যে, ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবা পাওয়া যায়। সেবাগুলির ধরন হলো তথ্য সেবা, জন্ম নিবন্ধন, মৃত্যু নিবন্ধন, নাগরিক সনদ, চারিত্রিক সনদ, গরিবদের জন্য রিলিফ, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, কৃষকদের সার বীজ, জমি জমার ওয়ারিশ সার্টিফিকেট, মাটি কাটা, ভিজিডি কার্ড, চাকরির আবেদন ফর্ম, ট্রেড লাইসেন্স, পাসপোর্টের আবেদন, কলেজের ভর্তি ফর্ম পূরণ অন-লাইনে করে থাকে। ইন্টারনেট থাকার কারণে সব তথ্য সহজে পাওয়া যায় ও ভিডিও কল করা যায়, সরকার যে সব সাহায্য করে থাকেন সেগুলো ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আনতে পারা যায়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য পাওয়া যায়। গবাদি পশুর রোগ নির্ণয় করা যায়, বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পাওয় যায়। বিচার সালিশের সেবা পাওয়া যায়।

সংশ্লিষ্ট অফিসার নির্দিষ্ট দিনে সময় মত আসার কথা জানিয়েছেন ৭৯% উত্তরদাতা। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা জানিয়েছেন ৪৬% উত্তরদাতা এবং উপ-প্রকল্প নির্বাচনে স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার কথা জানিয়েছেন ৩৪% উত্তরদাতা। গ্রামীণ সড়ক মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করার কথা জানিয়েছেন ৬২% উত্তরদাতা। সড়ক উন্নয়ন ও মেরামতে মহিলা ও গরিবদের সম্পৃক্ত করার কথা জানিয়েছেন ৯১% উত্তরদাতা।

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আদায়কৃত কর উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট জানিয়েছেন ২৩% ইউনিয়ন পরিষদের সচিব। বাকি ৭৭% জানিয়েছেন এ কর যথেষ্ট নয়। এ কর দ্বারা মাত্র ২৭% উন্নয়ন কাজ করা সম্ভব।

ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় প্রশাসন উন্নয়নে উত্তরদাতাগণ কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শগুলি হলো মাদক দ্রব্য রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে, মহিলাদের হাতের কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, চৌকিদার দ্বারা রাতে গ্রাম/ইউনিয়ন পরিষদ/ওয়ার্ড ভিত্তিক পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে, মত প্রকাশের সেবা চালু করতে হবে, জনসাধারণকে সকল কাজে সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে, গরিব ধনী ভেদা-ভেদ না রেখে বিচার করতে হবে, চেয়ারম্যানের ভূমিকা আরো ব্যাপক হতে হবে, কৃষি, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবা দ্রুত চালু করতে হবে, সৎ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত রাখতে হবে, সবার উন্নয়ন হয় তার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে, সেবার মান বাড়াতে হবে, নিয়মিত মিটিং করতে হবে, বিধবা ভাতার সংখ্যা বাড়াতে হবে, বরাদ্দ ও ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

## ৬.৭ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প গ্রুপের পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার হার ৯১% এবং ৮৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেড়েছে। অপর পক্ষে কন্ট্রোল গ্রুপ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজে যাওয়ার হার ৮৯% এবং ৮৬% উত্তরদাতা জানিয়েছেন স্কুল-কলেজে পড়ুয়া ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বেড়েছে। প্রকল্প এবং কন্ট্রোল

গ্রুপ উভয়ক্ষেত্রেই স্কুল-কলেজে পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সমানই বেড়েছে। রাস্তা/ঘাট ও বাজার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা বেড়েছে জানিয়েছেন ৯১% উত্তরদাতা।

খানার খাবার পানির উৎস হলো নলকূপ (৯৯.৩%), সাপ্লাই পানি (০.৬%) এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কূয়ার পানি। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করে ৮৩.৮% খানার জনগণ। গর্ত পায়খানা ১৫.৬% ও ঝুলন্ত পায়খানা ০.২% ব্যবহার করে তবে অল্প কিছু খানা খোলা জায়গায় মল ত্যাগ করে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা বেড়েছে জানিয়েছেন ৫৭% উত্তরদাতা, কমেছে জানিয়েছেন ৩৬% ও আগের মত আছে জানিয়েছেন ৭%। রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের ফলে যাতায়াত ব্যয় কমেছে জানিয়েছেন ৮৯% উত্তরদাতা। রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের ফলে উত্তরদাতাগণ বিভিন্নভাবে উপকৃত হয়েছেন। উপকারগুলি সারণি নং ৬.৬-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি নং ৬.৬: রাস্তা-ঘাট উন্নয়নের ফলে উপকারসমূহ

| **রাস্তা ঘাট উন্নয়নের ফল** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| পরিবেশের উন্নতি হয়েছে | ৬৭১ | ১৭.৩০ |
| কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে | ৬৬৭ | ১৭.২০ |
| শিশুরা ভালভাবে স্কুলে যেতে পারে | ৬৬৬ | ১৭.১৭ |
| এলাকার লোকজন ভালভাবে/কম সময়ে কেন্দ্রে যেতে পারে | ১০৭১ | ২৭.৬১ |
| কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাত করা যায় | ২৬৯ | ৬.৯৩ |
| রোগী সহজে হাসপাতালে নেওয়া যায় | ১৩৭ | ৩.৫৩ |
| আয় বেড়েছে | ৩৭৯ | ৯.৭৭ |
| অন্যান্য | ১৯ | ০.৪৯ |

উৎস: প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা ২০১৬

রাস্তা উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের নানাবিধ সুবিধা হয়েছে। সুবিধাসমূহ হলো দ্রুত আসা যাওয়ার সুবিধা হয়েছে, যাতায়ত ব্যবস্থার সুবিধা হয়েছে, স্কুল-কলেজে যাতায়াতের সুবিধা, পড়া-শুনার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, শিক্ষার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষি সেবা ও জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন প্রকার পেশা বৃদ্ধি পেয়েছে, রাস্তা উন্নয়নের ফলে ব্যয় আগের চেয়ে অনেক কমেছে, দোকানদার বেশি হয়েছে, আয় বেড়েছে, কৃষি পণ্য তাড়াতাড়ি বাজারে বিক্রি করা যায়, দাম বেশি পাওয়া যায়, সহজে হাট-বাজার করা যায়, মালামাল আনা নেওয়া সহজ হয়েছে এবং খরচ কম হয়, ব্যবসার প্রসার বেড়েছে, অল্প সময়ে বাজারে নিয়ে যেতে পারে, কাঁচামালের দোকান ও কৃষি সুবিধা বেড়েছে, অল্প সময়ে ও সহজে হাসপাতালে যাওয়া যায়, দূর অঞ্চলের জনগণের সাথে ব্যবসায়ী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, পরিবেশ ভাল হয়েছে, এলাকার উন্নয়ন হয়েছে, সামাজিক মর্যাদার অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, সামাজিকভাবে যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, জমির দাম বেড়েছে, রাস্তার আশে পাশে বাড়ি ঘর বেড়েছে, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে, রাস্তা ও বাজার হওয়ার ফলে মেয়েদের বিয়ে সঠিক সময়ে হয়, সার প্রাপ্তি সহজ হয়েছে, বাজারে বসার জায়গা হয়েছে, মালামাল বহনে সুবিধা হয়েছে, তথ্য ও সেবা পাওয়া যায়, সালিশ ও গ্রাম্য আদালত বসে।

রাস্তা উন্নয়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অসুবিধাও হয়েছে। অসুবিধাসমূহ হলো রাস্তা উন্নয়নের ফলে যানজট বেড়েছে, শব্দ,বায়ু ও পরিবেশ দূষণ বেড়েছে, আবাদি জমি, বসত বাড়ি জমির সংখ্যা কমেছে ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হয়েছে, রাস্তা বাঁকার কারণে দুর্ঘটনা বেশি হয়, পানি নিষ্কাশন হয় না, দুর্ঘটনার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, রাস্তা পারাপারে অসুবিধা হয়, অনেক গাছ কাটা গেছে, বেপরোয়াভাবে মাহিন্দ্র গাড়ি চালায়, ধূলাবালি বেশি উড়ে এবং ঘরবাড়ি নষ্ট হয়, গাড়ির শব্দে ও হর্ণের জন্য রোগব্যাধির সমস্যা হচ্ছে, বৃষ্টি হলে পানি ও কাদা জমে।

উত্তরদাতাগণ ভবিষ্যতে এরূপ রাস্তা নির্মাণে কিছু পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শসমূহ হলো মানুষের জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে রাস্তা নির্মাণ করতে হবে, যানজট যাতে না হয় সে দিকে লক্ষ্য রেখে রাস্তা নির্মাণ করতে হবে, সঠিক সামগ্রী দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করতে হবে যেমন: বিটুমিন, কংক্রিট, ফিনিসিং করা, কাজের গুণগত মান ভাল করতে হবে,

নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা, রাস্তা চওড়া করতে হবে, পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা, দক্ষ প্রকৌশলী নিয়োগ করা, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করা, ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা, যথা স্থানে ব্রিজ কালভার্ট স্থাপন করতে হবে, রাস্তার দুই পাশে গাছ লাগাতে হবে, রাস্তা যাতে না ভাঙ্গে তার জন্য রাস্তার পাশে গাছ লাগাতে হবে, রাস্তার দুই পাশে ঢালু থাকতে হবে, পাথর দিয়ে রাস্তা নির্মাণ করতে হবে, বাঁক ও মোড় রাস্তাগুলি সোজা করতে হবে, রাস্তার দুইপাশে ইট দিয়ে গাঁথুনি দিলে ভাল হয়, ফুটপাত রেখে রাস্তা নির্মাণ করতে হবে, ব্রিজ বা কালভার্টের প্রস্থ বাড়াতে হবে এবং দুই পাশে protection দিতে হবে, রাস্তার দুই ধার খাড়া করা যাবে না, যাত্রী ছাউনি তৈরি করতে হবে, বড় গাড়ি ও বাস চলাচলের উপযোগী করে রাস্তা তৈরি করতে হবে, রাস্তা উচু ও সমতল করতে হবে, রাস্তা তৈরি করার সময় মাটি বেশ শক্ত করতে হবে, রাস্তার সাইডের মাটি কেটে রাস্তায় দেয়া যাবে না, বড় রাস্তার সাথে লোকাল রাস্তা তৈরি করতে হবে, রাস্তার পাশে ড্রেন থাকা দরকার, রাস্তার পাশে গর্ত থাকলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিতে হবে রাস্তা যেন সহজে ভেঙ্গে না যায়, শাখা রাস্তাগুলি আরো ভাল ও পাকা করা দরকার, ব্রিজ এর এপ্রোচ যেন ভাল হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে, বাজারের বাহিরে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, এরূপ রাস্তা নির্মিত হলে সমাজ ব্যবস্থা উন্নতি হয় বিধায় ভূমি অধিগ্রহণ করে হলেও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য রাস্তা নির্মাণ করা দরকার।

## ৬.৮ মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রকল্পের প্রভাব

প্রকল্প থেকে মোট ৪০টি গ্রোথ সেন্টারে মহিলা কর্নার নির্মাণ করার পরিকল্পনা করা হয়। বাস্তবে লক্ষ্যমাত্রার ১০০% অর্জিত হয়েছে। আর্থিক অর্জন হয়েছে ৯৭.৬%। প্রভাব মূল্যায়নে মহিলা কর্নার থেকে ১৪৯ জন মহিলা উত্তরদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। উত্তরদাতাদের তথ্য নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

## ৬.৯ মহিলা সুবিধাভোগীদের শিক্ষার হার

মহিলা সুবিধাভোগীদের ১২% লেখাপড়া জানেন না, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া জানার সংখ্যাই বেশি, এরপর রয়েছে ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন। তবে কিছু সংখ্যক উত্তরদাতার উচ্চ শিক্ষাও আছে। উত্তরদাতাদের শিক্ষার চিত্র নং ৬.১৩ তে উপস্থাপন করা হলো।

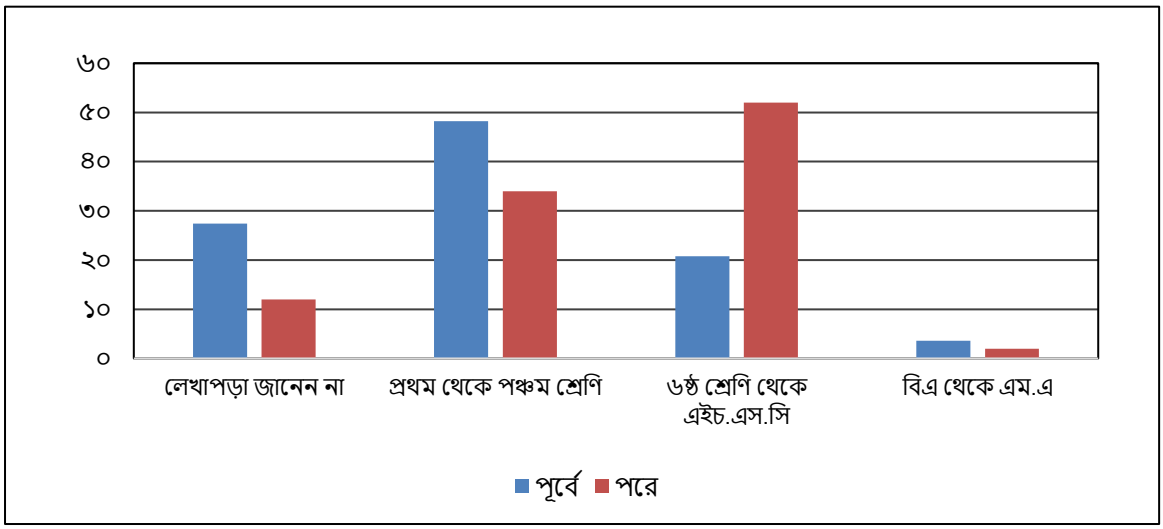


চিত্র নং ৬.১৩: মহিলা কর্ণারের উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

## ৬.১০ পরিবারে সিদ্বান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা

খানায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ একটি জরুরি বিষয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তরদাতাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা গৌণ। খানার পুরুষ সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ৩১% পরিবারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন

করেন। কোন ভূমিকা নাই এমন খানাও রয়েছে। উত্তরদাতাদের খানায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের চিত্র সারণি নং ৬.৭ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.৭: খানায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে মহিলাদের ভূমিকা

| **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভূমিকার ধরন** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| মুখ্য | ৪৬ | ৩১ |
| গৌণ | ৮৮ | ৫৯ |
| কোন ভূমিকা নাই | ১৫ | ১০ |
| **মোট** | **১৪৯** | **১০০** |

## ৬.১১ সামাজিক কর্মকান্ডে মহিলাদের ভূমিকা

সামাজিক কর্মকান্ডে উত্তরদাতাদের অংশগ্রহণের চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। মাত্র ১২% উত্তরদাতার সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ বেশি। তবে ৬৫% উত্তরদাতার অংশগ্রহণ মোটামুটি এবং ২৩% উত্তরদাতার অংশগ্রহণ নাই। উত্তরদাতাদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের চিত্র সারণি নং ৬.৮ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.৮: মহিলাদের সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের চিত্র

| **সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| বেশি | ১৮ | ১২ |
| মোটামুটি | ৯৬ | ৬৫ |
| নাই | ৩৫ | ২৩ |
| **মোট** | **১৪৯** | **১০০** |

## ৬.১২ পরিবারের আর্থিক বিষয়ে মহিলাদের ভূমিকা

উত্তরদাতাদের খানার আর্থিক বিষয়ে ভূমিকার চিত্র সারণি নং ৬.৯ তে উপস্থাপন করা হলো। মাত্র ১৭% উত্তরদাতা খানার আর্থিক বিষয়ে ভূমিকা রাখেন। তবে ৭২% উত্তরদাতার ভূমিকা মোটামুটি এবং ১১% উত্তরদাতার ভূমিকা নাই।

সারণি ৬.৯: মহিলাদের খানার আর্থিক বিষয়ে ভূমিকার চিত্র

| **আর্থিক বিষয়ে ভূমিকা** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| মুখ্য | ২৬ | ১৭ |
| গৌণ | ১০৭ | ৭২ |
| নাই | ১৬ | ১১ |
| **মোট** | ১৪৯ | ১০০ |

প্রকল্প থেকে অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে উত্তরদাতাদের জীবনে বিভিন্নভাবে প্রভাব পরেছে। উত্তরদাতাদের জীবনে যে সব প্রভাব পরেছে তার প্রধানগুলি হলো পেশার পরিবর্তন, অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হওয়া, রাস্তা নির্মাণে উপকার হওয়া, রাস্তা নির্মাণে আয় বৃদ্ধি পাওয়া, রাস্তা নির্মাণে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাওয়া, রাস্তা নির্মাণে সামাজিক অবস্থা উন্নতি হওয়া। উত্তরদাতাদের জীবনে প্রকল্পের প্রভাবের চিত্র সারণি নং ৬.১০ তে উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৬.১০: অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে মহিলাদের জীবনে প্রকল্পের প্রভাব

| **প্রকল্পের প্রভাব** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|
| পেশার পরিবর্তন | ১০৮ | ৭২ |
| অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ | ১৫ | ১০ |
| রাস্তা নির্মাণে উপকার হয়েছে | ১৪৬ | ৯৮ |
| রাস্তা নির্মাণে আয় বৃদ্ধি | ১২০ | ৮১ |
| রাস্তা নির্মাণে সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি | ১৩৪ | ৯০ |
| রাস্তা নির্মাণে সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন | ১৩০ | ৮৭ |

## ৬.১৩ গ্রোথ সেন্টারের সাথে মহিলাদের সম্পৃক্ততা

উত্তরদাতাদের গ্রোথ সেন্টারের সাথে সম্পৃক্ততা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হলো কর্ণারে দোকান বরাদ্দ আছে কিনা, নিজে ব্যবসা পরিচালনা করে কিনা বা ভাড়ায় ব্যবসা পরিচালনা করে কিনা অথবা বরাদ্দ প্রাপ্ত দোকান বন্ধ কিনা। উল্লেখিত প্রশ্নমালা সমূহে ১৪৯ জন মহিলা মতামত প্রদান করেন। উত্তরদাতাগণ উল্লেখ করেন যে, মহিলাদের জন্য গ্রোথ সেন্টারে নির্ধারিত সংখ্যাক দোকান মহিলাদের জন্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে। অর্ধেকের চেয়ে বেশি (৬০%) বরাদ্দ প্রাপ্তরা নিজেরা ব্যবসা পরিচালনা করেন। প্রায় একদশমাংশ বরাদ্দ প্রাপ্তরা ভাড়ায় দোকান পরিচালনা করেন। প্রায় ৩১% বা একতৃতীয়াংশ বরাদ্দ প্রাপ্তরা দোকান বন্ধ রেখেছেন।

চিত্র নং ৬.১৪: চিত্র: মহিলা মার্কেট, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর

নিজে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে বরাদ্দ প্রাপ্ত মহিলাই ব্যবসা পরিচালনা করেন (৪%)। কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বামী (১১%), পুত্র/কন্যা (৩%) ও আত্মীয় (৫%) দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করেন। নিজে ব্যবসা পরিচালনা না করার উত্তরদাতাগণ কিছু কারণ উল্লেখ করেছেন। কারণগুলি হলো সাংসারিক ঝামেলা, আর্থিক সমস্যা, শারীরিক অযোগ্যতা, এখনও ব্যবসার জন্য উপযুক্ত হয়নি, মহিলারা বাজারে আসতে চায়না, কুসংস্কার, সমাজ ভাল চোখে দেখে না ও বাড়ির কাজে নিয়োজিত।

## ৬.১৪ মহিলা কর্নার সম্পর্কে উত্তরদাতাগণের মতামত

মহিলা কর্নার সম্পর্কে উত্তরদাতাগণ তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁদের মতামত হলো মহিলা কর্নার হওয়াতে আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে, স্বামীর কাছে মূল্যায়ন পায়, মহিলা মার্কেট হওয়াতে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে এবং কেনাকাটা করতে সুবিধা হয়, দরিদ্র মহিলারা কম টাকায় দোকান নিয়ে ব্যবসা করতে পারে, নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে, বেকারত্ব কমেছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে, বাড়িতে ছোট দোকান ছিল এখন মহিলা কর্ণারে বড় দোকান, মহিলাদের আয়ের উৎস তৈরি হয়েছে, আয় বেশি হয়েছে, দোকান পরিচালনায় দক্ষতা বেড়েছে, ক্রয় বিক্রয়ের অভিজ্ঞতা হয়েছে।

দোকান বরাদ্দ প্রাপ্তদের মধ্যে ৪৫% প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণের বিষয় হলো দর্জির কাজ, চায়ের দোকান, পার্লার, ব্যবসা পরিচালনা, চিকিৎসার উপর প্রশিক্ষণ, জিনিস ক্রয় বিক্রয়ের উপর প্রশিক্ষণ, স্বল্প পুঁজিতে যথাপোযুক্ত ব্যবসা নির্বাচন।

# সপ্তম অধ্যায়

# মুখ্য ব্যক্তিবর্গের মূল্যায়ন

## ৭.১ পরিচিতি

দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রভাব জানার জন্য ৫১ জন Key Informant Interview এর মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ করা হয়। এই সকল ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন উপজেলা প্রকৌশলী, উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সার্ভেয়ার।

প্রকল্পের উন্নয়ন কাজে ৫৩% উত্তরদাতা সম্পৃক্ত ছিলেন। যে ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সেগুলি হলো পরিকল্পনা, টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত, কাজের চুক্তি সম্পাদন, কাজ চলাকালীন তদারকি, কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, ঠিকাদারের বিল সার্টিফাই করা। Key Informant Interview থেকে জানা যায় যে, কাজ চলাকালীন বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকির জন্য প্রত্যেকে গড়ে ৩০ বার সাইটে গিয়েছেন। কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। ব্যবস্থাগুলি হলো মাসিক সভায় তদারকি, কাজ তদারকি, ফিল্ড টেস্ট, ল্যাবরেটরি টেস্ট ও অন্যান্য।

## ৭.২ প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের অধীনে উত্তরদাতাগণ প্রধানত তিন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রশিক্ষণগুলি হলো নির্মাণ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। যে বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তার জনের সংখ্যা সারণি নং ৭.১ এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.১: প্রশিক্ষণের সংখ্যা

| প্রশিক্ষণের বিষয় | সংখ্যা (N= ৮১) | শতাংশ |
|---|---|---|
| নির্মাণ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ (দেশে) | ১৮ | ৩৫ |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ (দেশে) | ১২ | ২৪ |
| প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ (দেশে) | ১০ | ২০ |

প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান অনেকভাবে কাজে লাগান যেমন প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে, তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে। পূর্বে প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন বিষয়েও পুনরায় প্রশিক্ষণ দরকার বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিষয়গুলি হলো নির্মাণ ব্যবস্থাপনা, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। নতুন আরও কিছু বিষয়ে প্রশিক্ষণ দরকার আছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। বিষয়গুলি হলো নির্মাণ ব্যবস্থাপনা, মাস্টার প্ল্যান, রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ, রাস্তায় গাছ লাগানো ও রোড নেটওয়ার্ক।

## ৭.৩ প্রকল্পের কাজের সময় সমস্যা

কাজের সময় বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রধান সমস্যাগুলি হলো উর্দ্ধতনদের কাছ থেকে মতামত পেতে বিলম্ব হতো, প্রকল্পে জন্য অর্থ পেতে বিলম্ব হতো, ঠিকাদাররা ঠিকমত কথা শুনত না, জমির মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্ব, বৃষ্টি, বন্যা ইত্যাদি। কোন কোন ক্ষেত্রে রাস্তা নির্মাণের সময় পানি নিষ্কাশন/জলাবদ্ধতা সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বাড়ি ঘর স্থানান্তর এর সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো।

রাস্তা, সেতু/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদের কাজ বাস্তবায়নে অসুবিধাসমূহ হলো ঠিকাদার সঠিক কাজের মান বজায় রাখার অনীহা, সঠিক মানের নির্মাণ সামগ্রীর দুষ্প্রাপ্যতা ও স্থানীয় প্রভাব।

রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত হলো রাস্তা আরও চওড়া করা দরকার, রাস্তার ভিত আরও মজবুত করা দরকার, আরও গাছ লাগানো দরকার, রাস্তার ঢাল আরও মজবুত করা দরকার, রাস্তায় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। সঠিক সময় সুষ্ঠু তদারকির জন্য প্রকৌশলীগণের পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

## ৭.৪ প্রকল্পে মহিলাদের সম্পৃক্ত করা

প্রকল্প এলাকায় মহিলাদেরকে উন্নয়ন কাজে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। সম্পৃক্ত করার দিকগুলি হলো মাটিকাটা ও নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগিয়ে, মহিলা শ্রমিক দ্বারা ৪০ দিন ও ৬০ দিনের কর্মসূচি দ্বারা বর্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামত করা, রাস্তার উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত করা, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক ও এলসিএস এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। ৩৫% উত্তরদাতা জানিয়েছেন মহিলাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিভিন্নভাবে মহিলা উদ্দ্যোক্তা নির্বাচন করা হয়েছে। বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্ত ও দুস্থ মহিলাদের নির্বাচন করা, হাট এলাকায় মিটিং করার মাধ্যমে, লটারির মাধ্যমে, এলসিএস এর মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তার কার্যপ্রদান করা হয়।

স্থানীয় দরিদ্রদের প্রকল্প উন্নয়ন কাজে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। সম্পৃক্ত করার দিকগুলি হলো নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগিয়ে (মাটি কাটা), দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে স্থানীয় দরিদ্রদের প্রকল্প উন্নয়ন কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, ঢালাইয়ের কাজে শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করে, দৈনিক হাজিরা ভিত্তিক, এলসিএস এর মাধ্যমে। বৃক্ষরোপণ কাজে ১৯৪ জন মহিলাকে নিযুক্ত করা হয়। এ ছাড়া প্রকল্পে ৬৬৬ জন মহিলা এলসিএস এর মাধ্যমে দুই বছরের জন্য বৃক্ষরোপণ, ৩০০ কি.মি. উপজেলা এবং ইউনিয়ন রোড রক্ষণাবেক্ষণ ও ১০০ কি.মি. গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ কাজে নিযুক্ত করা হয়।

## ৭.৫ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) ব্যবহার

প্রকল্প বাস্তবায়নে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (Social Safety Net) প্রকল্পে ব্যবহার করা হয়েছে জানিয়েছেন ৪৯% উত্তরদাতা। (Social Safety Net) কার্যক্রমে মহিলাদেরকে বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত করা হয়। সম্পৃক্ত করার দিকগুলি হলো দরিদ্র মহিলাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ, বিধবা ভাতা প্রদান, ভিজিডি কার্ডধারী মহিলাদের কাজে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। রাস্তার Level ঠিক করার কাজে শ্রমিক হিসেবে ব্যবহার করে, এলসিএস এর মাধ্যমে মহিলাদেরকে সুপারভাইজার এর মাধ্যমে সাইটে তদারকি করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

## ৭.৬ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ

রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিভিন্ন দিকগুলি হলো মোবাইল মেইনটেনেন্সের মাধ্যমে পিট হোল রিপিয়ার এবং ব্রিজ এপ্রোচ ঠিক করা হয়েছে, তিন বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাক্কলন প্রস্তুত পূর্বক এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। জিওবি রক্ষণাবেক্ষণ খাতে অর্থ দ্বারা বিটুমিনাস সারফেস ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত করা হয়, নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে, রাস্তার পাশে সোলডারগুলো মাটি ফেলে ঠিক রাখা হয়েছে ও এলসিএস নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

## ৭.৭ প্রকল্পের সবল দিক

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। পরিবর্তনের দিকগুলি হলো কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, যোগাযোগের উন্নতি হয়েছে, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, আর্থ-সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্র্য হ্রাস পেয়েছে, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, উৎপাদিত পণ্য নিজেরাই বাজারজাত করতে পারছে। রোগীদের সহজে ও কম সময়ে হাসপাতালে নেওয়া যায়।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল দিকগুলি হলো সময়মত প্রকল্পের টাকা ছাড় দেওয়া, কাজের গুণগত মান ঠিক রাখা, যোগাযোগ উন্নয়ন হয়েছে, আয় বৃদ্ধি পেয়েছে, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নয়ন হয়েছে, যথাসময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে, এলাকার মানুষের সার্বিক সহযোগিতা পাওয়া গেছে, শ্রমিক সহজলভ্যতা, কাজে মনিটরিং এর ব্যবস্থা ছিল, কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হয়েছে, বেকারত্ব কমেছে, জটিলতা ছাড়া ঠিকাদার নিয়োগ, নির্মাণ সামগ্রী প্রাপ্তির কোন সমস্যা নেই, জনসাধারণ সহযোগিতাপূর্ণ, শিক্ষা ব্যবস্থাসহ প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে, কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, টেকসই উন্নয়ন হয়েছে, সরকারি সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, সামাজিক বনায়ন ও ইরিগেসন সিসটেম উন্নয়ন।

## ৭.৮. প্রকল্পের দুর্বল দিক

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় অসুবিধাসমূহ হলো দ্রুত গতির গাড়িতে দুর্ঘটনায় হাস-মুরগি, গরু-ছাগল ও মানুষের ক্ষতি হচ্ছে, রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল না থাকায় ব্রিজ/কালভার্ট এর এ্যাপ্রোচ ধসে যায়, কৃষি জমি কমে যাচ্ছে, কাঁচা বাজারে আবর্জনা ও ময়লা পানি জমে, জমি অধিগ্রহণে সমস্যা হয়েছে ও স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহযোগিতার অভাব।

প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বল দিকগুলি হলো সময়মত রক্ষণাবেক্ষণ হয় না, প্রকল্প এলকায় জনগণ মাটি দিতে চায়না ও পর্যাপ্ত মাটির অভাব, মহিলা কর্নার পরিচালনা কমিটি কার্যকর না, ড্রেন নির্মাণ প্রয়োজন ছিল, রাস্তা বাঁকা বেশি, মালামাল পরিবহনে কষ্টসাধ্য ও জমি অধিগ্রহণ সমস্যা।

# অষ্টম অধ্যায়

## ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও স্থানীয় ওয়ার্কশপ

প্রভাব মূল্যায়নে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেস স্টাডি ও স্থানীয় ওয়ার্কশপের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। পরামর্শকগণ ১২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, মাঠ পর্যায়ে রাস্তা, বাজার ও ইউনিয়ন পরিষদের কেস স্টাডি এবং ১টি স্থানীয় পর্যায়ে স্টেক হোল্ডারদের কর্মশালার আয়োজন করেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনা, কেস স্টাডি এবং স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হলো।

### ৮.১ ফোকাস গ্রুপ আলোচনা

প্রত্যেক নির্বাচিত জেলায় ১টি করে মোট ১২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়। ১২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় মোট ১৩৯ জন আলোচক অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারী সকল সদস্যেরই দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে ভাল ধারণা ছিল। তাদের মতে দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এলাকার উন্নয়নে অনেক অবদান রেখেছেন। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় অগ্রহণকারীদের মতামত নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

### ৮.২ রাস্তা

### ৮.২.১ রাস্তা নির্মাণের পূর্বে সমস্যা

পাকা রাস্তা করার আগ পর্যন্ত মাটির রাস্তা ছিল এবং বৃষ্টির সময় রাস্তা দিয়ে চলাচল করা অত্যন্ত কষ্টকর ছিল। কোন মালামাল এবং অসুস্থ রোগীকে কাধে নিয়ে বড় রাস্তায় যেতে হতো। বর্ষার সময় ছেলে মেয়েদের স্কুলে যেতে সমস্যা হতো। গ্রামের মহিলাদের কাজের তেমন ব্যবস্থা ছিল না। বর্ষার সময় কোন আত্মীয় বাড়িতে আসতে চাইতো না। শুকনো মৌসুমে বিয়ে দিতে হতো। রাস্তা না থাকার দরুন ছেলে মেয়েদের সম্বন্ধ আসলে সহজে বিয়ে হতো না। পূর্বে কৃষিপণ্য বাজারে নিতে কষ্ট হতো এবং অনেক সময় লাগতো। ফলে ন্যায্য মূল্য পাওয়া যেত না। বর্ষার সময় নৌকায় ও ট্রলারে যাতায়াত করতে হতো। সার,কীটনাশক আনতে কষ্ট হতো।

### ৮.২.২ রাস্তা নির্মাণের পরে সুবিধা

রাস্তা হওয়ার ফলে হাট-বাজার, স্কুল, কলেজ, দোকান-পাট বেড়েছে, যার জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সব সময় সব জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। রাস্তা নির্মাণের ফলে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন চলাচল করে তাতে অল্প সময়ের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া যায়।

নিমজ্জিত রাস্তার এলাকায় শুকনা মৌসুমে পায়ে হেটে চলাফেরা করত। রাস্তা করার পর অটো দিয়ে চলাফেরা করতে পারে। বছরে ৬ মাস রাস্তা পানির নীচে থাকে। তখন নৌকা, ট্রলার দিয়ে চলাফেরা করে। ভাঙ্গা রাস্তা দিয়ে পার হতে হতো, বৃষ্টির সময়ে আবাদী ফসল নষ্ট হতো। নিমজ্জিত রাস্তা হওয়ায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা হয়েছে।

রাস্তা ভাল হওয়ার কারণে কৃষি উপকরণ, যেমন বীজ, সার, কীটনাশক ও কৃষি যন্ত্রপাতি সহজেই পাওয়া যায়। অন্যদিকে উৎপাদিত কৃষি পণ্য দ্রুত বাজারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। রাস্তা ভাল হওয়ায় ছেলে-মেয়েরা সহজে স্কুল-কলেজে যেতে পারছে। রাস্তা করার পর সহজেই সব হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাওয়া যায়। এমনকি মুমূর্ষু রোগীদেরও সহজেই ভাল চিকিৎসার জন্য দ্রুত শহরে নেওয়া যায়। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান বেড়েছে, সামাজিক যোগাযোগ বেড়েছে এবং নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। গ্রমীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে মহিলারা সহজেই বাজারে আসতে পারেন, ব্যাংকে টাকা লেনদেন করতে পারেন, স্বাস্থ্যসেবা নিতে হাসপাতালে যেতে পারেন। সর্বোপরি মহিলাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা নির্মাণের ফলে রাস্তার দুই পাশ দিয়ে গাছ লাগানোর কারণে পরিবেশ সুন্দর হয়েছে।

## ৮.৩ ব্রিজ/কালভার্ট

### ৮.৩.১ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের পূর্বে সমস্যা

ব্রিজ/কালভার্ট হওয়ার পূর্বে অনেক সময় পানির মধ্যে দিয়ে হেটে যেতে হতো। যার ফলে তাঁদের সময় অপচয় হতো, সাঁকোতে চলাফেরা করতে হতো, সাঁকো ভাল না থাকায় বা নৌকা না থাকার কারনে সময় মত স্কুল, কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে যেতে অসুবিধা হতো। ব্রিজ না থাকার কারনে এলাকায় কোন ধরনের গাড়ি আসত না। ফলে কৃষি পণ্য নিতে খরচ ও সময় বেশি লাগত এবং কৃষি পণ্যের মূল্যও কম পাওয়া যেত।

আগে প্রয়োজন অনুযায়ী ব্রিজ/কালভার্ট ছিল না, দুই একটা থাকলেও তা সরু ও চলাচলের অনুপোযোগী ছিল। যার ফলে সুষ্ঠুভাবে পানি নিষ্কাশন হতো না। জলাবদ্ধতা দেখা দিত।

### ৮.৩.২ ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের পরে সুবিধা

ব্রিজ/কালভার্ট করার ফলে জনগণের বিভিন্নভাবে সুবিধা হয়েছে। যেমন, ঠিক সময় মত এলাকার শিক্ষার্থী ও জনগণ স্কুল, কলেজ, ব্যবসা ও কর্মস্থলে পৌঁছতে পারে। রাস্তা/ব্রিজ/কালভার্ট হওয়ার ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল হয়েছে। সহজেই কৃষি পণ্য বাজারে আনা নেওয়া করা যায়।

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করার ফলে রাস্তার দুই পাশে কোনভাবে জলাবদ্ধতা বা জলশূন্যতা লক্ষ্য করা যায় না। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা দূর করা হয়েছে, ফলে সময় মত কৃষি জমির সেচ কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় এবং কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তা উন্নয়নের ফলে সেচ/কৃষি কাজের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে ক্রমান্বয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যে কারণে অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল হয়েছে।

নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের সুবিধা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। এখন সহজেই যানবাহন ব্যবহার করে ক্রেতা বিক্রেতারা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস বাড়িতে কিংবা বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে পারছে।

## ৮.৪ ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণে সুবিধাসমূহ হলো ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচয় পত্র পাওয়া, জন্ম নিবন্ধন সনদ পাওয়া, বিভিন্ন তথ্য সেবা যেমন চাকরির খবর, ভিডিও কলের মাধ্যমে কথা বলা, তথ্য অধিকার সেবা, ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যায়। কৃষি সেবা তথ্য, সমবায় পল্লী উন্নয়ন, স্যানিটেশন সুবিধা, আর্সেনিক পরীক্ষাসহ নানাবিধ সুবিধা হয়েছে। বিপদ আপদে যে কোন সময় সমস্যার সমাধান, উন্নতমানের গাভী, বীজ ও পশু ডাক্তার পাওয়া যায়, জমির খাজনা দেওয়া যায়। গ্রামের বিধবা মহিলাদের রাস্তার কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে। দুস্থ গরিব মহিলা ভিজিডি পায়, ভিজিএফ পায়, বয়স্কভাতা, বিধবা, গর্ভকালীন ভাতা, পঙ্গুভাতা, ভ্যান, রিক্সা, সাইকেলে লাইসেন্স পায়। সহজেই মেম্বার চেয়ারম্যানের সাথে দেখা করার সুযোগ পায়।

ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের ফলে নাগরিক সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন- ইউনিয়ন তথ্য সেবা, ইউনিয়ন পরিষদের সভা, জনসাধারণের সালিশ বৈঠক এবং আইন শৃংখলার উন্নতি হয়েছে।

## ৮.৫ গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ

পূর্বে দোকানদাররা নির্দিষ্ট স্থানে বসতে পারতো না। সব সময় জিনিসপত্র পাওয়া যেত না। বৃষ্টির সময় মালামাল নষ্ট হয়ে যেত। রোদে বেশি সময় বসা যেত না। যেখানে সেখানে ময়লা পড়ে পরিবেশ নষ্ট হতো। কৃষকরা তাদের পণ্যের সঠিক মূল্য পেত না। পণ্য পরিবহণের খরচ বেশি লাগত।

গ্রোথ সেন্টারের ফলে বাজারে সবকিছু কেনা বেচা করা যায়, কাছাকাছি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে, ব্যবসা করার সুযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে। গ্রোথ সেন্টারে

মহিলাদের জন্য আলাদা করে ব্যবসা করার জন্য মহিলা কর্নার করা হয়েছে। যেখানে অনেক অসহায় এবং মেধাবী মহিলার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার সুযোগ পেয়েছে ও তাদের জীবনযাত্রার মান ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি হয়েছে।

দোকানদারদের বসার নির্দিষ্ট স্থান হয়েছে। কর্মসংস্থান বেড়েছে। মানুষের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলারা বাজারে কেনাকাটা করতে পারে। মানুষের আয় বেড়েছে। দোকানে সব সময় কেনাবেচা করা যায়। পরিবেশের উন্নতি হয়েছে। বাজার উন্নয়নের ফলে জমির দাম বেড়েছে। গ্রোথ সেন্টারের সাথে এখানকার যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল থাকায়, গ্রোথ সেন্টার থেকে সরাসরি পিক আপ বা ট্রাকে করে কৃষি পণ্য দূরবর্তী কোন স্থানে নিতে সুবিধা হচ্ছে।

গ্রোথ সেন্টার উন্নয়নে সুবিধা অনেক ভাসমান সবজি ও মাছ ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট স্থানে বসে ব্যবসা করতে পারছেন। গ্রাম অঞ্চলে উৎপাদিত কৃষিপণ্য সহজে বিক্রি করতে পারছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মধ্যস্বত্য ভোগীর সংখ্যা কমে গেছে। উপজেলা ও জেলা শহর থেকে পাইকারী বা সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে কৃষি পণ্য ক্রয় করতে পারছেন।

## ৮.৬ ঘাট নির্মাণ

নদী থেকে মানুষ উঠানামা করতে অসুবিধা হতো। মাল উঠানামার নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। উঠানামার সময় পড়ে যেয়ে দুর্ঘটনা ঘটত। এলাকার মানুষের গোসলের নির্দিষ্ট স্থান ছিল না। পানি কাঁদা জমে পরিবেশ নষ্ট হতো।

ঘাট নির্মাণের ফলে মানুষ সহজে যাতায়াত করতে পারে। বিভিন্ন স্থান থেকে মালামাল আনা নেওয়া সহজ হয়েছে। পরিবেশের উন্নয়ন হয়েছে। এলাকার অনেক মানুষ এখানে গোসল করতে পারে। ঘাট দিয়ে নদী পারাপার সহজ হয়েছে।

## ৮.৭ ভবিষ্যৎ এরূপ প্রকল্পের জন্য সুপারিশ

ভবিষ্যৎ প্রকল্পে আরও উন্নত সেবা পেতে আশা করেন। যে সেবাগুলিতে প্রত্যেক মানুষের উপকার হয়। প্রকল্প উন্নয়নে আরও সচেতন হতে হবে। আরও জবাবদিহিতা, মানুষের সুবিধা ও অসুবিধার দিক চিন্তা করা, কিভাবে মহিলাদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা যায় তা দেখতে হবে।

রাস্তার মাটি উন্নত যন্ত্র দিয়ে শক্ত করা প্রয়োজন, রাস্তার পাশ থেকে অবশ্যই মাটি কাটা যাবে না। বৃষ্টির পানি সহজে যাতে রাস্তা থেকে চলে যেতে পারে সে জন্য রাস্তার মাঝে মাঝে পাইপ স্থাপন করা দরকার। রাস্তার গুণগত মান যেন ভাল হয় তা অবশ্যই খেয়াল রাখা প্রয়োজন। রাস্তার দুই পাশ ঢালু রাখা এবং রাস্তার দুই পাশে ঘাস এবং গাছ লাগানো প্রয়োজন। রাস্তা নির্মাণের সময় এলাকায় গরিব পুরুষ এবং মহিলাদের শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগানো যেতে পারে। মেইন রাস্তার সাথে শাখা রাস্তাগুলোতে যাওয়া আসা যেন কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা দরকার। রাস্তার প্রতিটি মোড় বা বাঁক অবশ্যই সুবিধাজনক করা দরকার। ইউনিয়ন পরিষদের সেবার মান আরও বাড়ানো, শাখা রাস্তা তৈরি, গাছ লাগানো, উন্নত মানের সরঞ্জামাদি দিয়ে সব কিছু তৈরি করা দরকার যাতে সহজে নষ্ট না হয়।

ভবিষ্যতে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে বড় বড় উঁচু রাস্তা করা দরকার, ভাল মালামাল ব্যবহার করা দরকার, রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ করা প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও নজরদারি বাড়ানো এবং বাজেট বাড়ানো প্রয়োজন।

প্রত্যেক মার্কেটে মহিলা কর্নার করে দিলে অনেক গরিব বা বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থান হতো। বাজারে লাইটিং এর ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। বাজারের কাছে একটা চিকিৎসা কেন্দ্র করলে ভাল হয়। লোক অনুযায়ী টয়লেটের সমস্যা হয়। পানির টিউবওয়েল আরও প্রয়োজন।

ভবিষ্যতে যদি এ রকম গ্রামীণ মার্কেট করা হয় তবে, মহিলা কর্ণারে আর বেশি করে কক্ষ রাখা যেতে পারে। মাছ ও সবজি সেডের মধ্যে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নত করা প্রয়োজন। মহিলাদের জন্য টয়লেট এবং বসার স্থান করা প্রয়োজন। টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করা দরকার। নির্মিত অবকাঠামো নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

## ৮.৮ কেইস স্টাডি

(১) প্রকল্পের সমীক্ষাকালে ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলা হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে ধানতারা বাজার পরিদর্শন করা হয়। জানা যায় যে, ১৫০ বছর আগের ঐতিহ্যবাহী এই ধানতারা বাজারে আজ থেকে ২০ বছর আগে দূর-দূরান্ত হতে ২দিন আগেই মানুষ বাজারে এসে অবস্থান করত। বর্তমানে প্রতিদিনই এই বাজারের দোকান পাট খোলা থাকে। তবে সপ্তাহের প্রতি সোমবার জাকজমকপূর্ণভাবে বাজার বসে। প্রতি সোমবার ১০ থেকে ১২ ট্রাক কাঁচা সবজি এই বাজার থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় যায়।

সাত (৭) বছর আগে সরকার কর্তৃক বাজারের অবৈধ দখলদারদের ঘর ভাঙ্গার প্রোগ্রাম হাতে নিয়ে যথারীতি ২০ থেকে ৫০টি ঘর ভাঙ্গার কাজ সম্পন্ন করে এবং ভাঙ্গার কাজ চলমান থাকে। কিন্তু বাজারের সমস্ত দোকান মালিকরা এক জোট হয়ে দোকান ভাঙ্গার কাজে বাধা প্রদান করে। পরবর্তীতে দোকান ভাঙ্গা বন্ধ হয়ে যায়। দেখা যায় ফাঁকা জায়গায় রাতের অন্ধকারে ঘর তুলে দখল করে ফেলেছে। বাজারের মধ্যকার একটি অংশে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মহিলা কর্নার নামে একটি জায়গা মেপে চিহ্নিত করা হয়। সেখানেও অনেক বাধা বিপত্তি আসে। দেখা যায় নির্ধারিত মহিলা কর্নার জায়গায় প্রভাবশালীরা বাঁশ, সিমেন্টের খুটি গেড়ে জায়গা দখল করতে থাকে। এমতাবস্থায় তৎকালীন এমপি এর হস্তক্ষেপে মহিলা কর্নার মার্কেট নির্মাণের জন্য জায়গা চূড়ান্ত করা হয়।

মহিলা কর্নার মার্কেটটি নির্মাণ করতে প্রায় চার থেকে পাঁচ মাস সময় লাগে। মার্কেটটির আয়তন প্রায় ১৫০০ বর্গফুট (সিড়ি এবং বারান্দাসহ) মার্কেটে মোট ৮ (আট) টি দোকান আছে। প্রতিটি দোকানের দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ সমান। মার্কেটের উপরে দুইচালা টিন এবং চারিদিকে বারান্দা সুদৃশ্য অংশের উপরে টিন আছে। মার্কেটের চার পাশে সিঁড়ি আছে। তবে মার্কেটের পশ্চিম পাশে ঢালু সিঁড়ি রয়েছে। মার্কেটের চার কর্ণারের দোকানগুলোতে দুইটি করে সাটার এবং অন্য চারটিতে একটি করে সাটার আছে। প্রত্যেক দোকানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রথমে একটি ফ্যান, এক টিউবলাইট এবং একটি গ্যাস বাল্ব দিয়েছিল। মার্কেটের উত্তর পাশে শুধু মহিলাদের ব্যবহারের জন্য দুই কক্ষ বিশিষ্ট টয়লেট স্থাপন করেছিল। সেখানে মোটরের মাধ্যমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু আজ অবধি এক বছর যাবৎ মোটর নষ্ট হওয়ার কারণে পানির সুবিধা হতে মহিলারা বঞ্চিত হচ্ছে।

মার্কেটটি তৈরি হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক টেন্ডারের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। প্রায় ২০ জন দোকান বরাদ্দ নেওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে টিএনও অফিসে গিয়ে ২৫০ টাকার স্ট্যাম্পে লিখিত দলিল করে ৮ জনকে দোকান বরাদ্দ দেওয়া হয়। প্রথম থেকেই চারজন নিজেদের নামে দোকান নিয়ে তা অন্যের কাছে বেশি টাকা পাওয়ার আশায় ভাড়া দেয়। মার্কেটের চার কর্ণারের দোকানগুলোয় ভাড়া প্রতি মাসে ১৭৫ টাকা এবং অবশিষ্ট দোকানগুলোয় ভাড়া প্রতি মাসে ১২৫ টাকা। তবে যে সমস্ত দোকান নিজ নামে বরাদ্দ নিয়ে নিজে না চালিয়ে ভাড়া দিয়েছে। সেই দোকানগুলোর ভাড়া প্রায় ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা নিয়ে থাকেন। অবশ্য দোকানের ভাড়া ১২৫ টাকা এবং ১৭৫ টাকা হিসাবেই ইউনিয়ন পরিষদে জমা হয়।

শুরুতে দোকানগুলো বেশ ভালই চলছিল। কিছুদিন পর দেখা যায় কিছু কিছু দোকানে মহিলা না বসে পুরুষেরা দোকান পরিচালনা করে যা একদিকে যেমন শর্ত ভঙ্গ হয় অন্য দিকে অন্যান্য মহিলাদের দোকান পরিচালনা করা কষ্টকর হয়ে যায়। যা আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে।

এই মার্কেটের ২টি দোকান প্রায় দুই বছর যাবৎ খোলে না। একটি দোকান কীটনাশক গুদাম হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে টেইলার্স, বিউটি পার্লার এবং চিকিৎসকের চেম্বার আছে। তবে চিকিৎসকের চেম্বারে পুরুষ বসেন। চিকিৎসকের স্ত্রীর নামে দোকান বরাদ্দ নিলেও তিনি কখনই দোকানে বসেন না।

মার্কেটটি পরিচালনার জন্য কোন মার্কেট কমিটি নাই। নাইটগার্ডকে কোন টাকা দিতে হয় না। প্রত্যেক রুমে সাবমিটার থাকা সত্ত্বেও যারা দোকান চালায় তারাই শুধু বিদ্যুৎ বিল দিয়ে থাকে।

মার্কেটটি সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত খোলা থাকে। প্রতিদিন বর্তমানে প্রায় ৮০ থেকে ১০০ জন এই মার্কেট থেকে সেবা নিয়ে থাকে। মার্কেটটি করার সময় নির্দিষ্ট পণ্যের দোকান করতে হবে এমন কোন নীতিমালা ছিল না। প্রতি পাঁচ বছর পরপর নবায়ন করা হয়।

মার্কেটি জেনারেটরের কোন ব্যবস্থা নাই। এলাকাবাসী মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য মহিলা কর্নার নির্মাণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। মার্কেটের বর্তমান অবস্থা অর্থাৎ ইটের গাঁথুনি এবং প্লাস্টার, ফ্লোর মোটামুটিভাবে ভাল আছে।

(২) দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার বিনোদনগর ইউনিয়নে অন্তর্গত নবাবগঞ্জ বাজারে ২০১০ সালে ৮টি মহিলা কর্নার রুম তৈরি করে এবং পার্শ্বে একটি মহিলা টয়লেট নির্মাণ করে। এই মহিলা কর্নার নির্মাণের পূর্বে রাস্তা-ঘাট বাজার খুব ভাল ছিল না। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান খুব খারাপ ছিল। অসহায় দুস্থ গরিব বিধবা হতদরিদ্র মহিলাদের জন্য কোন কাজের ব্যবস্থা ছিল না, গৃহকর্ম ছিল তাদের একমাত্র কাজ। এলাকার গরিব অসহায় মহিলাদের মধ্যে থেকে ৮ জন মহিলাদেরকে একটি করে রুম বরাদ্দ পায় তাদের মধ্যে সকলেই দোকান করে অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছেন। মহিলা কর্নার হওয়ার ফলে তাদের কাজের পরিবর্তন হয়েছে। ফলে তাদের পারিবারিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে এবং ছেলে মেয়েদেরকে পড়াশুনা করার সুযোগ হয়েছে। মহিলা কর্নার হওয়ার কারণে মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। মহিলা কর্ণারে মহিলাদের জন্য মহিলা টয়লেট আছে। যেটা শুধু মহিলারা ব্যবহার করেন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কম এবং সব সময় তালা লাগানো থাকে। ফলে মহিলাদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বোপরি মহিলা কর্নার হওয়ার ফলে গ্রামের মহিলাদের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছে।

(৩) মুন্সিগঞ্জ জেলার সিরাজদিখান উপজেলায় উপজেলা সড়ক কেয়াইন ইউনিয়নের উপর মাওয়া হাইওয়ে রোডে অবস্থিত বড় ব্রিজ এর নিচে সিঁড়িগেট যার নাম কুচিয়ামাড়া এই রাস্তাটি দৈর্ঘ্য ৯.৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ১২ ফুট। এই রাস্তাটি তিনটি ইউনিয়ন এর মধ্য দিয়ে চলে গেছে। তিনটি ইউনিয়নবাসীর জন্য এই রাস্তাটি ব্যবহার উপযোগী। এই রাস্তার শুরু সিঁড়িগেটের পাশে কেয়াইনে একটি গ্রোথ সেন্টার আছে যা এই রাস্তার ফলেই তৈরি হয়েছে। রাস্তাটি হওয়ার ফলে ছেলে/মেয়েরা সহজে স্কুল-কলেজে আসতে পারে এবং গ্রোথ সেন্টারে বেচাকেনা করতে পারে। ৯.৯ কিলোমিটার রাস্তায় ৯টি ব্রিজ আছে তার মধ্যে প্রকল্প থেকে ৪টি তৈরি হয়েছে যার ফলে আগের চাইতে বেশি চলাচল এই রাস্তায় বেড়েছে। এই রাস্তা হওয়ার দরুন অনেক ইটের ভাটা হয়েছে যা ৩টি ইউনিয়নবাসীর জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান তৈরি হয়েছে। রাস্তা হওয়ার ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের পরিবর্তন হয়েছে যেমন, দোকান বেড়েছে, অটোরিক্সা চালক, সিএনজি চালক, মাহিন্দ্রো, রিক্সাচালক, ভ্যান, ট্রাক মোটরচালিত অন্যান্য গাড়ি।

রাস্তা/ব্রিজ/কালভার্ট হওয়ার ফলে জমির দাম আগের চেয়ে অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিপণ্য নেওয়ার সময় কম লাগে বাজারে নেওয়ার খরচ কম লাগে। কৃষিপণ্যের দাম বেশি পাওয়া যায়। কৃষিপণ্যের উৎপাদন আগের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্রিজ/কালভার্ট রাস্তা হওয়ার ফলে মাছ চাষের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। রাস্তা/ব্রিজ/কালভার্ট হওয়ার ফলে তিন ইউনিয়নবাসীর ছেলে মেয়েদের স্কুল/কলেজে যাওয়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কম সময়ে যেতে পারে। রাস্তা হওয়ার ফলে রাস্তার ঢালে এলাকাবাসী বৃক্ষরোপণ করেছে। রাস্তা হওয়ার ফলে এনজিও কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে, পশুপালন এবং মুরগির খামার বৃদ্ধি পেয়েছে। রাস্তা/ব্রিজ/কালভার্ট হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যসেবা সহজেই পাওয়া যায়। রাস্তা ব্রিজ/কালভার্ট হওযার ফলে জমিতে জলাবদ্ধতা হয় না। জমিতে সেচ সুবিধা বেড়েছে।

সর্বোপরি রাস্তা/ব্রিজ/কালভার্ট হওয়ার ফলে সবধরণের সুযোগ সুবিধা ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া রাস্তাটি প্রকল্পের নিয়ম কানুন মেনে তৈরি করা হয়েছে। রাস্তা/ব্রিজ তৈরিতে যে সকল উপাদান প্রয়োজন হয় তা ভালমানের ছিল। রাস্তাটি আরো দীর্ঘদিন চলাচলের উপযোগী থাকবে বলে মনে হয়। এই রাস্তাটি শেষ হয়েছে লতব্দী গিয়ে।

(৪) চাঁদপুর জেলার কচুয়া উপজেলার অন্তর্গত গেইট, আশ্রাফপুর ও জগতপুর ৩টা ইউনিয়নের পাশ দিয়ে উপজেলা সড়কটি গিয়েছে। প্রকল্প রাস্তা শুরু কচুয়া, কুমিল্লা সড়কের রহিমা নগর বাজারের মধ্যখান থেকে বাম পাশ থেকে শুরু এবং চাঁদপুর ও কুমিল্লা বিশ্ব রোডের জগতপুর বাজারের কাছাকাছি শেষ।

এখন রাস্তাটি সুন্দর অবস্থায় আছে এবং পার্শ্ববর্তী জনগণের জীবনের চাকা সচল রেখেছে। এই রাস্তায় ছোট বড় মোট ১৩টি কালভার্ট আছে। বর্ষার সময় সঠিকভাবে পানি চলাচল করে।

(৫) কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় নিমজ্জিত রাস্তাটির অবস্থান। এলাকার জনসাধারণের নিমজ্জিত রাস্তা হওয়ার ফলে শুকনা মৌসুমে অটো দিয়ে উপজেলা পর্যায়ে আসা যাওয়া ও প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করতে পারে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় ও বিক্রয় করার সুবিধা হচ্ছে। আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হচ্ছে। এই রাস্তার উন্নয়নের ফলে ব্যবসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের আচার আচরণের পরিবর্তন হয়েছে।

নিমজ্জিত রাস্তা নির্মাণের ফলে দরিদ্রতা হ্রাস পেয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছে। সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ সরঞ্জামাদি প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এলাকার ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পারছে। কৃষি দ্রব্যাদি সহজে বাজারজাত সম্ভব হয়েছে। উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ ও সময় কমেছে।

(৬) নারায়ণগঞ্জ জেলার রুপগঞ্জ উপজেলায় উপজেলা রাস্তাটির অবস্থান। মাঝিনা মাদ্রাসা থেকে শুরু হয়ে নাওড়া নদীর ঘাট পর্যন্ত শেষ। প্রায় ৫.২ কিলোমিটার দীর্ঘ এর মধ্যে ব্রিজ, কালভার্ট ও ছোট ছোট বক্স কালভার্ট আছে।

**রাস্তা পূর্বের অবস্থাঃ** রাস্তাটি ছিল মাটির উঁচু ও বড় বড় গর্ত। কোন যানবাহন চলত না। মানুষ হেটে চলাফেরা করত। ফসল বাজারে নেওয়া ছিল খুব কষ্ট সাধ্য। বর্ষার মৌসুমে এখানে অনেক পানি কাদা হতো। অসুস্থ রোগীকে বাঁশের মাচা পেতে ঘাড়ে করে সেবা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া দুস্কর এ কারণে গর্ভবতী মা মারা যেত। বাচ্চারা স্কুলে যেতে পারত না। রাস্তা না থাকার কারণে বর্ষার সময় নদীর পানি প্লাবিত হয়ে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যেত। তাছাড়া পানি ঢুকে মানুষের ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়ে যেত। অনেক সময় এলাকায় পানি বাহিত রোগ ছড়াত। যোগাযোগের জন্য রাস্তাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। কিন্তু এর গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে রাস্তাটি তৈরি করতে পারছিল না। ফলে এই প্রকল্পটি এলাকার জন্য আর্শিবাদ স্বরূপ।

**রাস্তার বর্তমান অবস্থাঃ** রাস্তাটি তৈরি হওয়ার ফলে মানুষের এখন চলা ফেরা করার সুযোগ বেড়েছে। সহজে কৃষির ফলন বাজারে নিতে পারে। এই রাস্তা দিয়ে সব ধরনের গাড়ি চলা ফেরা করে। মানুষ এখন অল্প সময়ে দূর দূরান্তে যেতে পারে। স্বল্প খরচে রোগীদের স্বল্প সময় সেবা কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারে। শিশুরা এখন আনন্দ নিয়ে স্কুলে যায়। রাস্তাটি হওয়ার ফলে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ রিক্সা, গাড়ি, ভ্যান, সিএনজি চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। আবার কেউ রাস্তার পাশে দোকান দিয়েছে। শহরের সাথে যোগাযোগ বেড়েছে, মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়েছে। জমির মূল্য বেড়েছে। পরিবেশ উন্নত হয়েছে। তবে কিছু হাউজিং প্রকল্প কৃষি জমিতে বালু ভরাট করার ফলে শস্য উৎপাদন কমে গেছে।

(৭) জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলায় বেনুয়ার চর গ্রামে বেনুয়ার চর বাজারের অবস্থান। গ্রোথ সেন্টারটি ১১নং চরপুটিমারি ইউনিয়নের অধীনে এমন কি ইউনিয়ন পরিষদের পার্শ্বেই অবস্থিত। বাজার বা গ্রোথ সেন্টারটিতে প্রকল্প থেকে ৫টি শেড ঘর করা আছে। তার মধ্যে ১টি ঘর মাছের জন্য, ১টি ঘর শুটকি, ১টি ঘর মাংসের জন্য এবং দুটি ঘর কাঁচাবাজারের জন্য ব্যবহার হচ্ছে। এই গ্রোথ সেন্টারে বাজার পরিচালনা কমিটির জন্য একটি অফিস ঘর এবং আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থাও রয়েছে। এখানে ৮০ থেকে ৮৫টির অধিক দোকান রয়েছে। শেড ঘরগুলির চার পাশে পয়:নিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা করা হয়েছে। ড্রেনগুলি প্রতি মাসে একবার পরিষ্কার করা হয় বলে কমিটি জানান।

বাজারটি ইউনিয়নের প্রাণ কেন্দ্রে অবস্থিত বলে সকল দিক থেকে যোগাযোগের সুবিধাও রয়েছে। বাজারের টয়লেটটিও বেশ পরিষ্কার রয়েছে কিন্তু মোটর বা পাম্পটি নষ্ট হওয়ায় পানি পাশের একটি টিউবওয়েল থেকে নিয়ে আসতে হয়। এলাকাবাসী খুবই সন্তুষ্ট বাড়ির সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল, সকল সময় রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা ইত্যাদি যানবাহন অন্যান্য গাড়ি এই বাজারে পাওয়া যায়। গ্রোথ সেন্টারটি ইউনিয়নের কাছে হওয়ায় অনেক তথ্য ও তাড়াতাড়ি যোগাড় করা যায়। উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য, সহজে বাজারজাত করা যায়। গ্রোথ সেন্টারটি থাকায় নতুন নতুন কর্মসংস্থান বেড়েছে, অনেক দরিদ্র লোক বাজারে ছোট খাট পুঁজি দ্বারা ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন। অনেকে রিক্সা, ভ্যান, অটোরিক্সা চালিয়ে জীবনযাপন করছেন। অনেকে বাড়ির আশে পাশের ছোট খাল বিল থেকে মাছ ধরে বাজারে বিক্রি করে জীবিকা

নির্বাহ করছেন। গ্রোথ সেন্টারকে কেন্দ্র করে বেসরকারি কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এতে কিছু বেকারত্ব দূর হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থা ভাল হয়েছে। আইন শৃংখলা অনেকাংশে উন্নতি হয়েছে।

(৮) গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার বামন ডাঙ্গা ইউনিয়নের একটি গ্রাম নগর কাঠগড়া। এখানে অনেক আগে থেকেই কিছু মানুষের আনাগোনা ও দুই একটি দোকান পাট ছিল। কিন্তু তত সুবিধাজনক না থাকায় এটি জনগণের তেমন কোন চাহিদা পূরণ করতে পারেনি। এলজিইডি এইখানে একটি বাজার ব্যবস্থাপনায় দায়িত্ব নেয় এবং সম্পন্ন করে। এই বাজারে মহিলাদের একটি মার্কেট বরাদ্দ আছে। শাহিনা নামে একজন মহিলাকে দোকানে বিক্রিরত অবস্থায় পাওয়া যায়। বাজারের দোকান পাট কিছু খোলা কিছু বন্ধ পাওয়া যায়। তবে মহিলাদের ও বাজারে প্রবেশকারীদের জন্য বরাদ্দকৃত টয়লেট ২টি অপরিষ্কার এবং অব্যবহৃত। ভবিষৎতে এগুলো ব্যবহার ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে বাজারটি আরো উন্নত হবে।

(৯) এক সময়ের জরাজীর্ণ ভঙ্গুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন এখন দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকা। পীরগঞ্জ উপজেলার সানার হাট ইউনিয়ন পরিষদটি অনেক কাল আগেই স্থাপিত হয়েছিল। তখনকার প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মাত্র তিনটি কক্ষ বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হয়েছিল। কালের বিবর্তনে পরিষদের কাজের পরিধি ও কর্ম তৎপরতা বেড়ে যায়। প্রয়োজন হয়ে পড়ে জরুরি কাগজপত্র সংরক্ষণ, রিলিফের দ্রব্য সামগ্রী, জরুরি কাজে আসা লোকজনদের দাঁড়ানো ও বসার স্থান, মহিলাদের বসা ও টয়লেটের সমস্যা, বিচার কাজ পরিচালনা, সরকারি কয়েকটি দপ্তরের কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি অসম্ভব হয়ে পড়ে। চেয়ারম্যান তার ছোট কক্ষে জরুরি ফাইলপত্র ও বিচারকাজ পরিচালনা করলেও সরকারি ভ্যাটেনারি প্রাণিসম্পদ, উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা, আনছার, ভিডিপি ও ডাকঘরের কার্যক্রম পরিষদ ভবনের বারান্দাতে অত্যন্ত নাজুক অবস্থাতে করতে হতো।

২০১১ সালের অক্টোবর মাসে RIIP-II এর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হয়। ১২টি কক্ষ বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন দোতালা ভবনে থাকে চেয়ারম্যানের নিজস্ব কক্ষ ও টয়লেটের সু-ব্যবস্থা, মহিলা সদস্যদের জন্য কক্ষ, এছাড়াও সরকারি উপ-সহকারী কৃষিকর্মকর্তা, প্রাণিসম্পদ, আনছার, ভিডিপি প্রত্যেকেই একটি করে কক্ষের বরাদ্দ পায়। Submersible Pump এর সাহায্যে একতলা ও দোতলায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। জানালাগুলোতে থাই গ্লাস ফিটিং যা ছিল একসময় অকল্পনীয়, মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেট, সচিবের জন্য নিজস্ব কক্ষ, হলরুমের জন্য আসবাবপত্র, আলমারি, ফাইল ক্যাবিনেট, রেক এবং ফ্যান এর ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ভবনটি পূর্ণাঙ্গ সুযোগ সুবিধা ও নিরাপত্তা নিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(১০) টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ঝাওয়াইলে গ্রোথ সেন্টার হওয়ার ফলে তাদের সব কৃষি জমির কৃষিপণ্য বিক্রয়ের সুবিধা হয়েছে। বিশেষ করে এই গ্রোথ সেন্টারের সাথে এখানকার যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা ভাল থাকায়, গ্রোথ সেন্টার থেকে সরাসরি পিক আপ বা ট্রাক এ করে কৃষি পণ্য দূরবর্তী কোন স্থানে নিতে সুবিধা হচ্ছে। এই ঝাওয়াইল গ্রোথ সেন্টারে পার্শ্ববর্তী এলাকায় পাটের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। এখানকার পাটের গুণগত মান ভাল থাকায় কৃষক বেশি লাভবান হচ্ছে।

ঝাওয়াইল বাজারে গ্রোথ সেন্টার হওয়ায় অনেকটাই উপকৃত হয়েছে মানুষের, কিন্তু এখানে আরও কিছু সমস্যা আছে। যেমন লোক অনুযায়ী টয়লেটের সমস্যা হয়। পানির টিউবওয়েল আরও প্রয়োজন। বাজারে লাইটিং এর ব্যবস্থা করে দেওয়া দরকার। এ বাজারে অনেক লোকের সমাগম হওয়ায় প্রায় সময় মানুষ অসুস্থ হয়ে পরে। এক্ষেত্রে বাজারের কাছে একটা চিকিৎসা কেন্দ্র করলে ভাল হতো।

মহিলা কর্নার থেকে একটি দোকান বরাদ্দ পাওয়ায় খোদেজা অনেকটাই উপকৃত হয়েছেন। খোদেজার জীবিকা নির্বাহের জন্য একমাত্র অবলম্বন হচ্ছে এই দোকানটি যা থেকে তিনি মেয়ের পড়ালেখার খরচ এবং অন্যান্য চাহিদা পূরণ করে থাকেন। এই প্রকল্প থেকে খোদেজা যদি আর্থিক সহযোগিতা পেতেন বা আর্থিক সহায়তা দিলে অত্যন্ত উপকৃত হতেন এবং ব্যবসা আরো উন্নত করতে পারতেন। এখানে কারেন্টের ব্যবস্থা করে দিলে ভাল হতো।

(১১) ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জ উপজেলা লালপুর ইউনিয়ন মেঘনার চর অঞ্চল, এখানে যেমন যাতায়াত ব্যবস্থা খারাপ তেমনি ব্যবসার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে, উক্ত এলাকায় লালপুর বাজারটি খুবই পুরাতন। এখানে দোকান পাট ভাল

কিন্তু মাছ ও সবজি ব্যবসায়ীদের নিজস্ব কোন স্থান বা ঘর ছিল না। ২০০৯ সালে গ্রামীণ অবকাঠমো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় লালপুর গ্রোথ সেন্টার নির্মিত হয়। এখানে ক্ষুদ্র মাছ ব্যবসায়ীদের জন্য একটি সেড, সবজি ব্যবসায়ীদের জন্য দুইটি সেড ও মহিলাদের জন্য একটি সেডের মধ্যে আটটি কক্ষ বেড়াসহ তৈরি করে প্রকৃত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মাঝে নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও স্থানীয় চেয়ারম্যান ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে ২০১১ সালে মাসিক ভাড়ায় প্রদান করা হয়। আগে ব্যবসায়ীগণ (ক্ষুদ্র সবজি ও মাছ বিক্রেতা) রোদ ও বৃষ্টির মধ্যে বসে মাছ ও সবজি বিক্রি করতেন। প্রকল্পের অধীনে রাস্তা ও বাজার উন্নয়ন হওয়ার ফলে যোগাযোগ ও ব্যবসার উন্নতি হয়েছে। এখানে মাছের সেডে ১৬ জন মাছ ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে পারেন। সবজির দুইটি সেডে ৩২ জন ব্যবসা করতে পারেন আর মহিলা কর্ণারে ৮ জন মহিলা তাদের প্রতিনিধিদের দ্বারা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগের অবস্থা ও বর্তমান অবস্থা বিবেচনা করলে দেখা যায় গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ করার ফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা করার একটি সুন্দর স্থান পেয়েছেন। ব্যবসা করে আয়-উন্নতি করছেন যা পূর্বের চেয়ে অনেক ভাল। মহিলা ব্যবসায়ী ও  উদ্যোক্তা উক্ত চর অঞ্চলে কল্পনাও করা যায় না কিন্তু গ্রামীণ অবকাঠমো উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে এখানে মহিলাগণ ব্যবসায় এগিয়ে এসেছেন।

পূর্বে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ সবজি ও মাছ বাজারে আসার পর যেখানে সেখানে বসে ব্যবসা করতেন। এখন নির্দিষ্ট স্থান পেয়েছেন। ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেরা স্বাবলম্বী হচ্ছেন। ছেলে মেয়ে লেখাপড়া করছে। সমাজে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা RIIP- II এর পূর্বে কল্পনা করা যেত না। গ্রোথ সেন্টার হওয়ার পর উপজেলা ও জেলার সবজি ব্যবসায়ীগণ এখানে সবজি ক্রয় করতে আসেন। চর অঞ্চলে সবজি ভাল হয়। এতে এলাকার সবজি চাষিরা উপকৃত হয়েছেন। তাই বলা যায় RIIP- II দরিদ্র মানুষের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের অগ্রপথিক।

(১২) পঞ্চগড় জেলার, বোদা উপজেলার রাস্তাটি বোদার মীরপাড়া থেকে বলরামহাট হয়ে পাচগীর জিসি পার হয়ে রাম গোবিন্দ বৈরাগীপাড়া পর্যন্ত নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাটির কাজ ২০১১ সালে নির্মাণ কাজ শেষ করা হলেও বর্তমান রাস্তার অবস্থা খুবই ভাল আছে। তবে রাস্তাটি পরিদর্শনকালীন ব্রিজ/কালভার্ট এর এ্যাপ্রোচ দেখে বোঝা যায় যে, নির্মাণকালীন ব্রিজ/কালভার্ট আর রাস্তার এ্যাপ্রোচ এর সংযোগ স্থল অনেক খাড়া ছিল। যা পরবর্তীতে মেরামত করে সহনশীল করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ সত্বেও প্রায় ২/৩ ইঞ্চি খাড়া আছেই। যা জনসাধারণের যানবাহন চালনা বা রোগী পরিবহনের সময় কষ্ট হয়। রাস্তা পাশে কম হওয়ায় যানবাহন চলাচলে সমস্যা হয়।

রাস্তাটি নির্মাণের ফলে রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেক নতুন জনবসতি ও দোকান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পুরাতন হাট/বাজারগুলি আরো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে। রাস্তা হওয়ায় যান চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ার অনেকে পেশা হিসেবে গাড়ি চালনা পেশা নিয়েছে এবং অনেকে নতুন ব্যবসা বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত হয়েছেন।

যাতায়াত সুবিধা হওয়ায় এবং যানবাহন প্রাপ্তি প্রতুল পাওয়ায় পাইকারী ব্যবসায়ীগণ এলাকায় এসে মালামাল ক্রয় অথবা কৃষকগণ নিজপণ্য স্থানীয় বাজার বা শহরে আড়তে নিয়ে বিক্রয় করতে পারায় পূর্বাপেক্ষা পণ্যের মূল্য বেশি পায়।

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করায় এলাকার বন্যা প্রবণতা/জলাবদ্ধতা দূর হয়েছে। পুরোপুরি পানি নিষ্কাশন হওয়ার পূর্বে কৃষকগণ যেখানে ২ বার ফসল চাষ করতো, এখন সেখানে ৩/৪ বার চাষ করছে। ফলে উৎপাদন পূর্বের তুলনায় দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। অপর দিকে জলাবদ্ধতা না থাকায় মানুষ মাছ চাষের নির্ভরতা পেয়ে তা আরো বেশি করে চাষ করতে পারে। ফলে মৎস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এলাকার চাহিদা পূরণ করেও মাছ শহরে নিয়ে বিক্রি করতে পারায় মাছের দাম বেশি পাচ্ছে।

সার্বিকভাবে মানুষের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের প্রাপ্তি সহজ হয়েছে এবং তার মূল্য পূর্বাপেক্ষা হ্রাস পেয়েছে। তবে রাস্তাটি পাশে কম হওয়ায় গ্রাম্য হাটের দিন বড় ধরনের যানজট লেগে থাকে। তাই এলাকার সকল মানুষের একই দাবি রাস্তা আরো চওড়া অর্থাৎ প্রশস্ত করতে হবে।

## ৮.৯ স্থানীয় পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের কর্মশালা

মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করার সময় স্থানীয় স্টেকহোল্ডাদের নিয়ে ২২শে এপ্রিল ২০১৬ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নীলফামারী জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিসের সভা কক্ষে স্থানীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় আইএমইডি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ৪৫ জন স্থানীয় পর্যায়ে সুবিধাভোগী ও সেবা প্রদানকারী সংস্থার ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

মূল্যায়ন স্টাডি টিম লিডার প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কর্মশালার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্টাডি ডিজাইন, প্রভাব সূচক, ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং নমুনাসহ সমীক্ষার বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রকল্পের কাজ খুব ভাল হয়েছে এবং এলাকার জনগণ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে। তাদের মতে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে জনগণের উপকার হয়। অবকাঠামো নির্মাণ টেকসই হতে হবে। স্থানীয় জনগণকে প্রকল্প ডিজাইনে এবং স্থানীয় প্রতিনিধিদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতা নাই। হাট-বাজারের ভিতরের রাস্তা আরসিসি করলে ভাল হবে। পানি পিচের রাস্তার বড় শত্রু তাই পানি না দাঁড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে। রাস্তার সোল্ডার থাকতে হবে। রাস্তার পাশ থেকে মাটি কাটা বন্ধ করতে হবে। পাওয়া টিলারের লোহার চাকা রাস্তার কিনারা নষ্ট করে ফেলে, রাস্তা দিয়ে পাওয়া টিলার চলাচলে রাবারের চাকা ব্যবহারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সচেতনতা মূলক মিটিং করে জনগণের সচেতনতা বাড়াতে হবে।

মহিলা কর্নার হওয়ার ফলে মহিলারা বাহির মুখী হয়েছে, দোকানে ব্যবসা পরিচালনা করছে। মহিলা কর্নারে আরও দোকান করতে হবে।

নীলফামারী জেলায় আরও রাস্তা করতে হবে। নির্মিত অবকাঠামো নিয়মিত মেরামত করতে হবে। ড্রেনে ময়লা ফেলা বন্ধ করতে হবে। হাট বাজার উচু করতে হবে যাতে পানি না জমে।

এলসিএস মহিলাদের প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এলসিএস মহিলাগণ বেতন বৃদ্ধির কথা বলেছেন। গাছ লাগানোর জন্য মহিলাদের নিয়োগ করা হয়েছে। গাছ কাটার পর কেয়ার টেকার পাবে ৪০%, জমির মালিক পাবে ৪০% এবং ইউনিয়ন পরিষদ পাবে ২০%। গাছ লাগানোর প্রথম দেড় বছর প্রকল্প থেকে গাছের রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়।

ইউনিয়ন পরিষদে সংশ্লিষ্ট বিভাগের লোকদের নিয়মিত বসার ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম্য আদালত চালু রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। ইউনিয়ন কমপ্লেক্স ভবনের কক্ষসমূহ সঠিক ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং খালি অবস্থায় ফেলে রাখা ঠিক হবে না।

জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ভূমি অফিস কর্তৃক নির্ধারিত স্থানীয় মৌজা রেট দেওয়া হয়। স্থানীয় বাজার মূল্য অধিক হওয়ায় জমি মালিকগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং স্থানীয় বাজার দরে মূল্য প্রদানের অনুরোধ করেন।

# নবম অধ্যায়

## প্রকল্প মূল্যায়নের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশ

### ৯.১ রাস্তা (উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক)

স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তর ২০০৫ সালে অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত Road Design Standard অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণ করে। প্রণীত Design Standard অনুযায়ী উপজেলা রাস্তার প্রস্থ ৭.৩০ মিটার, পাকা অংশ (Carriage Way) ৩.৭০ মি:, কাধ (Shoulder) ৩.৬ মি: (১.৮ মি+১.৮ মি:) এবং ইউনিয়ন রাস্তার প্রস্থ ৫.৫ মি:, পাকা অংশ (Carriage Way) ৩.০০ মি:, কাধ (Shoulder) ২.৫ মি: (১.২৫ মি: + ১.২৫ মি:)।

তথ্য সংগ্রহ ও পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, পাকা Design Standard অনুযায়ী রাস্তার পাকা অংশের প্রস্থ সঠিক আছে। তবে কাধের প্রস্থ (Shoulder) কোন কোন অংশে কিছুটা কম এবং রাস্তার ঢাল (Side Slope) সঠিক অবস্থায় নাই (সারণি ৯.১)। রাস্তার ঢাল সঠিক না থাকার কারণে ঐ সকল অংশে বৃষ্টির পানি জমে ও নিষ্কাশনে দেরি হয়। ফলে রাস্তার কাধ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং রাস্তার পাকা অংশে ফাটল (Cracks) ও গর্তের (Pot Holes) সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে সড়কের পিচ অংশের (Bituminous Layer) দুর্বল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকছে। সড়কের এই ক্ষতিগ্রস্ত কাধ ও ঢাল এবং পাকা অংশ নিয়মিত মেরামতের আওতায় (Regular Maintenances) সহজেই মেরামত করা যেতে পারে।

সারণি ৯.১: সোল্ডার (উভয় পার্শ্বে)

| | **সোল্ডার (উভয় পার্শ্বে) (মিটার)** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|---|
| ১ | ০ | ২ | ১৫.৪ |
| ২ | ০.৬-০.৯ | ৫ | ৩৮.৪ |
| ৩ | ১.৫ | ২ | ১৫.৪ |
| ৪ | ২.০ -৪.৮ | ৪ | ৩০.৮ |
| | **মোট** | **১৩** | **১০০** |

রাস্তার বাঁক ডিজাইনে গাড়ির Speed এবং Sight Distance বিবেচনায় আনতে হয়। গাড়ির গতি অনুযায়ী রাস্তার Sight, Distance নির্ধারণ করে রাস্তার বাঁকে Radious of Curvature, Length এবং Super Elevation Design করতে হয়। যেহেতু বাঁক সহজীকরণের জন্য কোন প্রকার ভূমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই, সেহেতু শুধুমাত্র Super Elevation সংশোধন করে সড়কের বাঁক সহজীকরণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় বিদ্যমান বাঁকসমূহ সম্পূর্ণ ঝুঁকিমুক্ত করা সম্ভবপর হয় নাই।

সড়ক এলাকা পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, সড়ক বাঁক সহজীকরণের জন্য কোন প্রকার জমি অধিগ্রহণ করা হয় নাই। জমি অধিগ্রহণ শুধুমাত্র সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণ এলাকার মধ্যে সীমিত ছিল। প্রকল্পে সম্পৃক্ত এলজিইডির প্রকৌশলীদের সহিত আলোচনাতেও সড়ক বাঁক সহজীকরণের জন্য জমি অধিগ্রহণ না করার বিষয়টি পরামর্শক কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়।

রাস্তার কোন কোন বাঁকে (Road Curve) সঠিক (Curvature ও Super Elevation) না থাকায় যানবাহন চলাচল কিছুটা ঝুঁকিপূর্ণ (Black Spot)| রাস্তায় বিশেষত রাস্তার বাঁক, বাজার এলাকা, স্কুল, মাদ্রাসার নিকটবর্তীস্থানে সতর্কীকরণ নির্দেশনা (Road Sign) না থাকায় এই সকল স্থান দুর্ঘটনা প্রবণ। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য রাস্তার বাঁক সঠিক করা এবং রোড সাইন স্থাপন প্রয়োজন। উপজেলা সড়ক ও ইউনিয়ন সড়ক থেকে মূল সড়কে সংযোগ কোন কোন সড়কে বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকি এড়ানোর জন্য এই সংযোগগুলি (Highway Access) পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

বাজার এলাকায় ড্রেন না থাকার কারণে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই সকল স্থানে ক্ষতি এড়ানোর জন্য রোড সাইড ড্রেন নির্মাণ করা প্রয়োজন। রাস্তার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর Routine Maintenance ছাড়া সড়কে কোন ধরনের সংস্কার কাজ হাতে নেওয়া হয় নাই। যেহেতু সড়ক নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর ৩ বৎসর অতিক্রান্ত সেহেতু সড়ক Pavement এর স্থায়িত্বের জন্য Road Condition Survey করে Periodic Maintenance এর আওতায় প্রয়োজনীয় রাস্তা সংরক্ষণের কাজ হাতে নেওয়া দরকার।

LGED এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় জানা যায় যে, বর্তমানে রাস্তায় ভারি যান চলাচল খুবই সীমিত। তবে রাস্তা উন্নত হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাওয়ায় রাস্তায় ক্রমান্বয়ে ভারি যান চলাচল বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমতাবস্তায় রাস্তার ক্ষতি এড়ানোর জন্য Design Axle Load এর অধিক ওজন বহনকারি ভারি যান চলাচলে বিধি-নিষেধ আরোপ করা আবশ্যক।

## ৯.২ সেতু ও কালভার্ট

স্থানীয় প্রকৌশল অধিদপ্তরের ২০০৫ সালের প্রণীত Design Standard অনুসরণ করে প্রকল্পের সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য ও পরিদর্শন অনুযায়ী সেতু ও কালভার্টের নির্মাণ কাজ সন্তোষজনক। তবে কোন কোন সড়কে কিছু কিছু সেতুর এপ্রোচ রোডের ঢাল বেশ খাড়া (Steep) (সারণি ৯.২)। ফলে ওজন বোঝাই যান ও ধীর গতির যানসমূহের সেতুর উপর ওঠা কষ্টকর হয়। এছাড়াও কোন কোন সেতু ও কালভার্টের এপ্রোচ ডেবে যাওয়ায় সেতু ও কালভার্টের উপর ওঠার সময় ঝাঁকুনি হয়। এতে সেতু/কালভার্ট ও যানবাহনের ক্ষতি হয়। এ সকল ক্ষেত্রে সেতুর এপ্রোচ সড়কের ঢাল নমনীয় করা বাঞ্ছনীয় এবং এপ্রোচের ডেবে যাওয়া অংশ মেরামত করা প্রয়োজন।

সারণি ৯.২: রোড এপ্রোচের অবস্থা

| | **রোড এপ্রোচের অবস্থা** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
|---|---|---|---|
| ১ | ভাল | ১০৮ | ৭০.৬ |
| ২ | মোটামুটি | ৩৬ | ২৩.৫ |
| ৩ | খারাপ | ৯ | ৫.৯ |
| | **মোট** | **১৫৩** | **১০০** |

প্রকল্পে নির্মিত সেতুর প্রস্থ (Carriage Way) ৫.৪৮ মিটার। এতে পাশাপাশি দুইটি যানবাহন অতিক্রম করা কষ্টকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। এই বিবেচনায় অন্যান্য সড়ক ও সেতু নির্মাণ সংস্থার সাথে সমন্বয় করে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সেতুর প্রস্থ (Carriage Way) আরো বাড়ানো সমীচীন হবে।

## ৯.৩ গ্রোথ সেন্টার

গ্রোথ সেন্টারে নির্মিত অবকাঠামোর গুণগত মান সন্তোষজনক। তবে ব্যবহারের বর্তমান পর্যায়ে কিছু সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের (Repair and Maintenance) কাজ হাতে নেওয়া প্রয়োজন। গ্রোথ সেন্টারে নির্মিত ড্রেন মোটামুটি পর্যাপ্ত, ল্যাট্রিন, পানির ব্যবস্থা ভাল। তবে পয়: ও বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা দরকার (সারণি ৯.৩)। । ল্যাট্রিনের সংখ্যা আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন।

সারণি ৯.৩: বর্জ্য ও পয়: নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা

| | **অবস্থা** | **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা** | | **পয়: নিস্কাশন ব্যবস্থাপনা** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **সংখ্যা** | **শতাংশ** | **সংখ্যা** | **শতাংশ** |
| ১ | ভাল | ৩ | ৩৭.৫ | ০ | ০ |
| ২ | মোটামুটি | ৫ | ৬২.৫ | ৬ | ৭৫.০ |
| ৩ | খারাপ | ০ | ০ | ২ | ২৫.০ |
| | **মোট** | **৮** | **১০০** | **৮** | **১০০** |

## ৯.৪ মহিলা কর্নার

মহিলা কর্নারের আশে পাশে পুরুষদের দোকান থাকায় মহিলারা মহিলা কর্ণারে আসতে কিছুটা সংকোচ বোধ করে। মহিলাদের জন্য নির্মিত ল্যাট্রিন দূরে থাকায় মহিলারা ল্যাট্রিন ব্যবহারে অস্বস্তি বোধ করে। মহিলাদের ব্যবসায়ে আরও উদ্যোগী করার জন্য এবং মহিলাদের মহিলা কর্ণারে যাতায়াত পরিবেশ বান্ধব করার জন্য আগামীতে নির্মিতব্য মহিলা কর্ণারের নকশা প্রণয়নে এসব দিকগুলি আরও সতর্কতার সাথে বিবেচনায় রাখা সমীচীন হবে।

## ৯.৫ ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ

সংগৃহীত তথ্য ও পরিদর্শন অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক (সারণি ৯.৪)। ভবনগুলিতে স্থানীয় পর্যায়ে সেবাদানকারী সকল সরকারি সংস্থাসমূহের অফিসের জন্য কক্ষ বরাদ্দ করা আছে যাতে জনগণ একই জায়গা থেকে সকল প্রকার সরকারি সেবা, সহযোগিতা ও সাহায্য পেতে পারে। সেবাদানকারী সরকারি সকল সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে পরিষদ ভবনে উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সারণি ৯.৪: ইউনিয়ন পরিষদ ভবনের অবস্থা

| অবস্থা | আরসিসি কাজের গুণগত মান | | ব্রিক ওয়ার্ক কাজের গুণগত মান | | দরজা/জানালার অবস্থা | | প্লাষ্টারের গুণগত মান | | পর্যাপ্ত ড্রেনের ব্যবস্থা | | টয়লেটের অবস্থা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ | সংখ্যা | শতাংশ |
| ভাল | ৮ | ৭২.৭ | ৭ | ৬৩.৬ | ৭ | ৬৩.৬ | ৫ | ৪৫.৫ | ৬ | ৫৪.৫ | ৩ | ২৭.৩ |
| খারাপ | ২ | ১৮.২ | ৩ | ২৭.৩ | ৪ | ০ | ৫ | ৯.০ | ১ | ৩৬.৪ | ৮ | ০ |
| মোটামুটি | ১ | ৯.১ | ১ | ৯.১ | ০ | ৩৬.৪ | ১ | ৪৫.৫ | ৪ | ৯.১ | ০ | ৭২.৭ |
| **মোট** | **১১** | **১০০** | **১১** | **১০০** | **১১** | **১০০** | **১১** | **১০০** | **১১** | **১০০** | **১১** | **১০০** |

## ৯.৬ গ্রাম্য হাট বাজার

গ্রাম্য হাট বাজারে নির্মিত অবকাঠামোসমূহের গুণগত মান ভাল। তবে দীর্ঘ সময় ব্যবহারের ফলে, কিছু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হাতে নেওয়া জরুরি। নির্মিত ড্রেন নিষ্কাশনের জন্য পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। বর্জ্য ও পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা আরও কার্যকর হওয়া দরকার।

## ৯.৭ ঘাট নির্মাণ

নির্মিত ঘাট দুইটির কাজের গুণগত মান ভাল। তবে ঘাটের সংযোগ সড়ক পাকাঁ হওয়া দরকার। ঘাটে মহিলাদের জন্য যাত্রী ছাউনি ও ল্যাট্রিনের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

## ৯.৮ বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র

বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র দুইটির অবকাঠামোর গুণগত মান ভাল। আশ্রয় কেন্দ্র দুইটি যথাযথভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার। মহিলাদের থাকার জন্য পৃথক ব্যবস্থা থাকা দরকার। মহিলাদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রের সুবিধাজনক স্থানে আরও বেশি সংখ্যক পরিচ্ছন্ন ল্যাট্রিন এর ব্যবস্থা থাকা দরকার।

## ৯.৯ সুপারিশ

- সড়কের স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণের জন্য সড়ক বাঁধের ঢাল উভয় পার্শ্বে ন্যূনতম ২:১ হারে এবং বড়ো পিটের পার্শ্বে সঠিক মাত্রার বার্ম রাখা প্রয়োজন। রাস্তার ঢাল এবং বার্ম থেকে কোন ক্রমেই মাটি না কাটা।
- যান্ত্রিক যানবাহন সুষ্ঠুভাবে চলাচল এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য রাস্তার জ্যামিতিক এলাইনমেন্ট সুষ্ঠুভাবে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। গাড়ির নির্ধারিত গতিসীমা অনুযায়ী রাস্তার বাঁক এবং মূল সড়কে প্রবেশ পথ অবশ্যই সঠিকভাবে ডিজাইন করা প্রয়াজন এবং দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য রাস্তায় রোড সাইন স্থাপন করা যেতে পারে এবং বাজার এলাকায় Road Side Drain নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- Regular Maintenance আওতায় রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত পাকা অংশ (Pavement) এবং কাধ (Shoulder) মেরামত করতে হবে এবং সড়কের স্থায়িত্বের জন্য রাস্তার বর্তমান অবস্থা জরিপ করে (Road Condition Survey) Periodic Maintenance এর আওতায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ (Development Work) সম্পন্ন করা প্রয়োজন।
- সড়ক ও সেতুর স্থায়িত্বের জন্য নির্দিষ্ট ওজন সীমার অধিক ওজন বহনকারী যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করা উচিত।
- গাড়ির একসেল লোড, গাড়ী চলাচলের দৈনিক গড় (Average Daily Traffic), Attracted ট্রাফিক, Generated ট্রাফিক ও Future ট্রাফিক এবং সড়কের আয়ুষ্কাল হিসাব করে Pavement Design করা প্রয়োজন।
- Catchment area, Hydrology এবং বন্যার গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনা করে সেতু ও কালভার্টের স্থান, Length, Span এবং সংখ্যা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। সড়ক ও সেতু/কালভার্ট নির্মাণে অবশ্যই National Standard এবং International Specification যথা AASHTO, IRC ইত্যাদি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং নির্মিত স্থাপনাসমূহের গুণগত মান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- প্রকল্প এলাকায় নির্মিত সড়কের Up-stream এবং Down-stream এর পানির উচ্চতার পার্থক্য এবং সড়ক বাঁধে Pore Water Pressure, Seepage কমানো এবং সড়ক বাঁধ ও Pavement রক্ষার জন্য চিহ্নিত স্থানগুলিতে পাইপ কালভার্ট নির্মাণ করা দরকার।
- সড়ক বাঁধ ও Pavement নির্মাণে গুণগত মান অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। পানির ঢেউ এবং রেইন কাট থেকে সড়ক বাঁধ রক্ষার জন্য রাস্তার দুইপার্শ্বে ঘাস এবং গুল্মজাতীয় গাছ লাগালে ভাল হবে।
- RCC দ্বারা নিমজ্জিত সড়ক নির্মাণ করা বাঞ্ছনীয় এবং এই ধরনের সড়কের Pavement Design সতর্কতার সাথে করা সমীচীন।
- রাস্তা মেরামত ও সংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। যাতে প্রকল্প সমাপ্তির পর মেরামত ও প্রয়োজনীয় সংরক্ষণের কাজ করা যায়।
- মহিলা কর্ণারে নারী উদ্যোক্তাদের অধিকতর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করার জন্য সকল নারী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করা, কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- মহিলা কর্নারের বরাদ্দকৃত দোকানসমূহ মহিলাদের দ্বারা পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- মহিলাগণ যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারেন এবং মহিলা বান্ধব জিনিসপত্র বেশি বিক্রি হয় এমন স্থানে মহিলা কর্নার করা দরকার। মহিলা কর্নার পরিবেশ বান্ধব হওয়া বাঞ্ছনীয়।

- বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য পৃথক থাকার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- প্রকল্পের মান নিয়ন্ত্রণে Monitoring Mechanism Develop করা প্রয়োজন এবং Monitoring এর জন্য যানবাহনের অভাব আছে, প্রয়োজনীয় যানবাহনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- বৃক্ষরোপণ কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা যেতে পারে এবং গাছ রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বৃক্ষরোপণের বিষয় প্রচারণা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে।
- ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে সরকারের বিভিন্ন সংস্থার স্থানীয় পর্যায়ের সকল অফিসের ব্যবস্থা থাকা দরকার যাতে জনগণ ওয়ান পয়েন্ট সার্ভিস পেতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদে যে সকল অফিস আছে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা; কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন; জনস্বাস্থ্য; সমাজকল্যাণ; আইন শৃঙ্খলা; গ্রাম্য অবকাঠামো উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সকল সেবা কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে অবস্থান নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
- ইউনিয়ন পরিষদ থেকে আদায়কৃত কর যথেষ্ট নয়। এলাকার উন্নয়নে নতুন কর খাত চিহ্নিত করে আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।
- হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টারে ময়লা আবর্জনা অপসারণ ও পানি নিষ্কাশনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- ঘাট ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে এবং মালামাল পরিবহনে নির্মিত ঘাটের সংযোগ সড়ক উন্নত হওয়া প্রয়োজন।
- প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষায় প্রতীয়মান হয় যে, উন্নত অবকাঠামোর কারণে জনগণের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ উন্নয়ন ধরে রাখতে হলে নির্মিত অবকাঠামোসমূহ সার্বক্ষণিক রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

**পরিশিষ্টসমূহঃ**

পরিশিষ্ট “ক” প্রশ্নমালা
পরিশিষ্ট “খ” নির্বাচিত নমুনা এবং স্থান
পরিশিষ্ট “গ” দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান এবং পত্রিকায় প্রকাশিত নমুনা বিজ্ঞপ্তির কপি
পরিশিষ্ট “ঘ” যানবাহন ক্রয়
পরিশিষ্ট “ঙ” যন্ত্রপাতি ক্রয়
পরিশিষ্ট “চ” ডিএফআইডির অর্থায়ন বন্ধের চিঠির কপি
পরিশিষ্ট “ছ” দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া

**পরিশিষ্ট "ক"**

**সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য প্রশ্নপত্র**
**দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প**
**সুবিধাভোগী পরিবারের জন্য প্রশ্নপত্র**
**প্রশ্নপত্র -১**

সিডিউল নং [ ] সাক্ষাৎকারের তারিখ.....

পরিবারের ধরন [ ] [১=কৃষিজীবী পরিবার, ২=অকৃষিজীবী পরিবার, ৩=শিক্ষক, ৪=ধর্মীয় নেতা, ৫=চেয়ারম্যান/মেম্বর, ৬=চাকরিজীবী]

অবকাঠামোর ধরনঃ [1=UZR, 2=UNR, 3=Submersible Road 4=Growth Center, 5=Flood Refuge, 6=Ghat, 7=UP] [ ]

অবকাঠামোর নাম .....

**রাস্তার ক্ষেত্রে**

রাস্তা শুরু স্থানের নাম..... শেষ স্থানের নাম .....

দৈর্ঘ্য..... কি:মি:

উত্তরদাতার নাম..... শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ]

মোবাইল নং [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

গ্রাম: ..... ইউনিয়ন:..... উপজেলা: ..... জেলা:.....

| | | |
|---|---|---|
| ১. আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত জন? মোট [ ] পুরুষ [ ] মহিলা [ ] | | সংখ্যা |
| ২. মোট কৃষি জমির পরিমাণ | [ ] | শতাংশ |
| ৩. মোট বসত বাড়ির জমির পরিমাণ | [ ] | শতাংশ |
| ৪. আপনাদের এলাকায় উল্লেখিত কোন অবকাঠামো হয়েছে | [ ] | ১=রাস্তা, ২=ব্রিজ<br>৩=কালভার্ট<br>৪=হাটবাজারের উন্নয়ন<br>৫=গ্রোথ সেন্টার,৬=যানবাহন<br>৭=নদীর জেটি/ঘাট<br>৮=বন্যা আশ্রয় স্থল<br>৯=ইউনিয়ন পরিষদ |
| ৫. অবকাঠামো উন্নয়নে আপনার পেশার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৬. আপনি কোন অবকাঠামোর সাথে জড়িত ছিলেন কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| **<u>উপজেলা সড়ক/গ্রামীণ সড়ক ও নিমজ্জিত সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য</u>** | | |
| ৭. রাস্তা তৈরিতে আপনার কোন জমি অধিগ্রহণ বা আপনি কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৮. হয়ে থাকলে ক্ষতিপূরণ পেয়েছেন কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৯. রাস্তার বর্তমান অবস্থা কিরূপ? | [ ] | ১=ভাল<br>২=মোটামুটি<br>৩=খারাপ |
| ১০. রাস্তায় আপনাদের কি উপকার হয়েছে? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১১. আপনাদের খানার লোক সেই রাস্তা ব্যবহার করে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১২. উত্তর হ্যাঁ হলে সেই রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের কাজ হয় কিনা? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |

| | | |
|---|---|---|
| ১৩. আপনাদের এই রাস্তা দিয়ে কি কি যানবাহন চলে? | | ১=গাড়ি<br>২=ভ্যান<br>৩=মটর সাইকেল<br>৪=সাইকেল, ৫=অন্যান্য |
| ১৪. এ রাস্তা হওয়ার দরুন কৃষিজ দ্রবাদি সহজে বাজারজাত সম্ভব হয়েছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১৫. যানবাহন এবং রাস্তার জন্য আপনার উৎপাদিত কৃষি দ্রব্যের মূল্য পূর্বের চেয়ে বেশি পান কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১৬. উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার খরচ | | ১=বেড়েছে, ২=কমেছে<br>৩=আগের মতই |
| ১৭. উৎপাদিত পণ্য বাজারে নেওয়ার সময় | | ১=বেড়েছে, ২=কমেছে<br>৩=আগের মতই |
| ১৮. আপনার কৃষি জমি থাকলে তার উৎপাদন বেড়েছে কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১৯. বছরে উৎপাদিত পণ্য কতটুকু বিক্রয় করতে পারেন? | | |
| ধান | | কেজি |
| গম | | কেজি |
| তৈলবীজ | | কেজি |
| রবিশস্য | | কেজি |
| মাছ | | কেজি |
| শাকশজি | | কেজি |
| অন্যান্য | | কেজি |
| ২০. আপনাদের এলাকায় কোন গ্রোথ সেন্টার আছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২১. হ্যাঁ হলে গ্রোথ সেন্টারে আপনি বেচা কেনার জন্যে যান কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২২. আপনার পরিবারের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বেড়েছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২৩. আপনার উৎপাদিত উদ্বৃত্ত কৃষিজ দ্রবাদি বিক্রির ব্যবস্থা আছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২৪. আপনাদের এলাকায় প্রকল্পের অধীনে নুতন কোন ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২৫. উত্তর হ্যাঁ হলে, ব্রিজটির/কালভার্টটির বর্তমান অবস্থা কিরূপ? | | ১=ভাল,২=মোটামুটি,৩=খারাপ |
| ২৬. উত্তর হ্যাঁ হলে, ব্রিজটির/কালভার্টের এপ্রোচের বর্তমান অবস্থা কি রকম? | | ১=ভাল,২=মোটামুটি,৩=খারাপ |
| ২৭. উত্তর হ্যাঁ হলে, কালভার্ট পানি চলাচলের উপযোগী কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২৮. উত্তর হ্যাঁ হলে, সব সময় পানি সরবরাহ থাকে কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২৯. জলসেচের কোন সমস্যা হয় কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৩০. এই কালভার্ট এবং জলসেচের জন্য কৃষি উৎপাদন বেড়েছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৩১. আপনার এলাকার রাস্তায় প্রকল্পের অধীনে কোন বৃক্ষ রোপণ হয়েছে কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৩২. উত্তর হ্যাঁ হলে, রোপণকৃত বৃক্ষসমূহের বর্তমান অবস্থা কি? | | ১=ভাল,২=মোটামুটি,৩=খারাপ |
| ৩৩. উত্তর হ্যাঁ হলে, উক্ত রোপণকৃত বৃক্ষসমূহের সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ হয় কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৩৪. উত্তর হ্যাঁ হলে, উক্ত রোপণকৃত বৃক্ষ আপনার মালিকানা আছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |

| | | |
|---|---|---|
| ৩৫. উত্তর হ্যাঁ হলে, উক্ত মালিকানায় আপনার অংশীদারিত্ব কতটুকু? | | শতাংশ |
| ৩৬. রাস্তার কাজের মান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? | | ১=ভাল, ২=মোটামুটি<br>৩=খারাপ |
| ৩৭. নির্মিত ব্রিজ ও কালভার্টের মান সম্পর্কে আপনার মতামত কি? | | ১=ভাল, ২=মোটামুটি<br>৩=খারাপ |

**<u>গ্রোথ সেন্টার ব্যবহারকারীদের জন্য</u>**

৩৮. গ্রোথ সেন্টারটি হওয়ার ফলে আপনার এলাকার লোক কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

১।

২।

৩।

৪।

| | | |
|---|---|---|
| ৩৯. গ্রোথ সেন্টার এ মহিলাদের জন্য কোন কর্ণার আছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৪০. উত্তর হ্যাঁ হলে, গ্রোথ সেন্টার এর মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৪১. গ্রোথ সেন্টার এর টয়লেটগুলো পরিষ্কার রাখা হয় কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৪২. আপনার পরিবারের বিভিন্ন উৎস থেকে আয় বেড়েছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৪৩. মহিলা কর্ণারের বরাদ্দকৃত স্থান/স্থানসমূহ কে/কাহারা ব্যবহার করে? | | ১=পুরুষ, ২=মহিলা |

৪৪. গ্রোথ সেন্টারটির সাথে এলাকার যোগাযোগ কিভাবে হচ্ছে?

১।

২।

৩।

৪৫. গ্রোথ সেন্টার থেকে মালামাল কিভাবে আনা এবং নেওয়া হচ্ছে?

১।

২।

৩।

| | | |
|---|---|---|
| ৪৬. উৎপাদিত কৃষিপণ্য বেশির ভাগ সময়ে কোথায় বিক্রয় করেন? | | ১=নিজ বাড়ি থেকে<br>২=গ্রামের বাজারে<br>৩=গ্রোথ সেন্টারে<br>৪=শহরের বাজারে |
| ৪৭. ময়লা/আবর্জনা অপসারণ কোথায় করেন? | | ১=যেখানে সেখানে<br>২=নির্দিষ্ট স্থানে |

**<u>বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র এলাকার উত্তরদাতাদের জন্য</u>**

| | | |
|---|---|---|
| ৪৮. আপনাদের এলাকায় বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র আছে কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৪৯. উত্তর হ্যাঁ হলে, বন্যা হলে অথবা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে এলাকার জনগণ সেখানে আশ্রয় নেয় কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |

৫০. বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে কিনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫১. টয়লেট এবং খাবার পানির ব্যবস্থা আছে কিনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫২. মহিলাদের জন্য আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কিনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৩. উত্তর হ্যাঁ হলে, এই জন্য মহিলাদের কি কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে?

৫৪. বন্যার আশ্রয় কেন্দ্রটি ব্যবহার যথাযথভাবে হচ্ছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৫. এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় কি?

**<u>ঘাট ব্যবহারকারীদের জন্য</u>**

৫৬. আপনাদের এলাকায় নদীপথে চলাচলের জন্য কোন ঘাট আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৭. সেই ঘাটে কি কি ধরনের জলজ যানবাহন যাতায়াত করে?

৫৮. ঘাটি যাতায়াতের জন্য উপযোগী কিনা? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৫৯. ঘাটে মহিলাদের জন্য বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬০. মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬১. ঘাটটি এলাকার জনগণের কি কি উন্নয়নে সাহায্য করছে?

৬২. নদীর ঘাট তৈরির ফলে যাতায়াত/মালামাল পরিবহন সুবিধা বেড়েছে না কমেছে? ☐ ১=বেড়েছে, ২=কমেছে ৩=একই রকম

**<u>ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রশ্নপত্র</u>**

৬৩. ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণে আপনাদের কি ধরনের সুবিধা হয়েছে?

৬৪. ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যানবাহনের লাইসেন্স দেওয়া হয় কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬৫. উত্তর হ্যাঁ হলে, কি ধরনের যানবাহনের লাইসেন্স দেওয়া হয়?

৬৬. উক্ত যানবাহন আপনাদের এলাকায় চলে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬৭. ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কি ধরনের সেবা আপনারা পান?

৬৮. সংশ্লিষ্ট অফিসার নির্দিষ্ট দিনে সময়মত আসেন কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

৬৯. ইউনিয়ন পরিষদ থেকে স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় আপনাদের সম্পৃক্ত করে কি? ☐ ১=হ্যাঁ, ২=না

| | | |
|---|---|---|
| ৭০. উপ-প্রকল্প নির্বাচনে আপনাদের সম্পৃক্ত করে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৭১. গ্রামীণ সড়ক মেরামতের জন্য প্রয়োজীয় অর্থ বরাদ্দ করে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৭২. উক্ত যানবাহন আপনাদের এলাকায় চলে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৭৩. ইউনিয়ন পরিষদ ও স্থানীয় শাসন উন্নয়নে আপনার পরামর্শ কি? | | |

**<u>ইউনিয়ন পরিষদের সচিবের নিকট থেকে</u>**

| | | |
|---|---|---|
| ৭৪. আদায়কৃত কর উন্নয়ন কাজের জন্য যথেষ্ট কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৭৫. না হলে আদায়কৃত কর দ্বারা কত শতাংশ উন্নয়ন করা সম্ভব? | | শতাংশ |

**<u>সব ধরনের উত্তরদাতাদের জন্য</u>**

| | | |
|---|---|---|
| ৭৬. আপনার পরিবারের ছেলে মেয়েরা এখন কোন স্কুলে, কলেজে যায় কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৭৭. স্কুল কলেজে পড়ুয়া ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেড়েছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৭৮. রাস্তা/ঘাট ও বাজার উন্নয়নের ফলে উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের সুবিধা | | ১=বেড়েছে, ২=কমেছে, ৩=আগের মতই |
| ৭৯. খাবার পানির উৎস? | | ১=নলকূপ, ৩=পুকুর ৪=নদী , ৫=সাপ্লাই পানি |
| ৮০. কি ধরনের ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন? | | ১=স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ২=গর্ত পায়খানা ৩=ঝুলন্ত পায়খানা ৪=খোলা জায়গা |
| ৮১. সর্বোপরি রাস্তা ঘাট, বাজার উন্নয়নের ফলে আপনার পরিবারে কি কি কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে? | | ১=রাস্তায় কাজ, ২=ব্যবসা ৩=রিক্সা/ভ্যান চালনা ৪=টেম্পু চালনা ৫=অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ৮২. যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ফলে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মধ্যস্বত্ব ভোগীর সংখ্যা কমেছে বা বেড়েছে? | | ১=বেড়েছে, ২=কমেছে ৩=আগের মত আছে |
| ৮৩. রাস্তা ঘাট উন্নয়নের ফলে আপনার যাতায়াত ব্যয় কমেছে কিনা? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |

৮৪. এই রাস্তা উন্নয়নের ফলে আপনারা কিভাবে উপকৃত হয়েছেন?

| | |
|---|---|
| | ১=পরিবেশের উন্নতি হয়েছে |
| | ২=কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে |
| | ৩=শিশুরা ভালভাবে স্কুলে যেতে পারে |
| | ৪=এলাকার লোকজন ভালভাবে/কম সময়ে সেবা কেন্দ্রে যেতে পারে |
| | ৫=কৃষিজাত পণ্য সহজে বাজারজাত করা যায় |
| | ৬=রোগী সহজে হাসপাতালে নেওয়া যায় |
| | ৭=আয় বেড়েছে |
| | ৮=অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |

৮৫. রাস্তা উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের কি কি সুবিধা হয়েছে?

৮৬. রাস্তা উন্নয়নের ফলে কি কি অসুবিধা হয়েছে?

৮৭. ভবিষ্যতে এরূপ রাস্তা নির্মাণে আপনার পরামর্শ কি?

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর .....

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর .....

# ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্
## দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
## মহিলা সুবিধাভোগীদের জন্য প্রশ্নপত্র
## প্রশ্নপত্র -২

সিডিউল নং [ ] সাক্ষাৎকারের তারিখ.....

পরিবারের ধরন [১=কৃষিজীবী পরিবার, ২=অকৃষিজীবী পরিবার, ৩=শিক্ষক, ৪=ধর্মীয় নেতা, ৫=চেয়ারম্যান/মেম্বর,৬=চাকরিজীবী] [ ]

অবকাঠামোর ধরনঃ [1=UZR, 2=UNR, 3=Submersible Road 4=Growth Center, 5=Flood Refuge, 6=Ghat] [ ]

অবকাঠামোর নাম .....

উত্তরদাতার নাম .....

মোবাইল নং. [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] শিক্ষাগত যোগ্যতা [ ]

গ্রাম:..... ইউনিয়ন:.....উপজেলা:..... জেলা:.....

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১. | আপনার পরিবারের সদস্য সংখ্যা কত জন? [ ] [ ] [ ] সংখ্যা<br>মোট পুরুষ মহিলা | | |
| ২. | আপনার সন্তান কতজন? | [ ] | সংখ্যা |
| ৩. | সন্তানেরা স্কুলগামী কিনা? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৪. | আপনার পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার ভূমিকা কিরূপ? | [ ] | ১=মূখ্য, ২=গৌণ, ৩=কোন ভূমিকা |
| ৫. | সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে আপনার ভূমিকা কতটুকু? | [ ] | ১=বেশী,২=মোটামুটি,৩=নাই |
| ৬. | পরিবারে আর্থিক বিষয়ে আপনার ভূমিকা কিরূপ? | [ ] | ১=বেশী,২=মোটামুটি,৩=নাই |
| ৭. | অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে আপনার পেশার কোন পরিবর্তন হয়েছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৮. | আপনি কোন অবকাঠামোর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ৯. | রাস্তা নির্মাণে আপনার উপকার হয়েছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১০. | রাস্তা নির্মাণে আপনার আয় বেড়েছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১১. | রাস্তা নির্মাণে আপনার এবং আপনার সন্তানদের সামাজিক নিরাপত্তা বেড়েছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১২. | রাস্তা নির্মাণে আপনার সামাজিক অবস্থানের উন্নতি হয়েছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=ন |
| ১৩. | গ্রোথ সেন্টারে মহিলাদের জন্য কোন কর্ণার আছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ,২=না,৩=একই রকম |
| ১৪. | উত্তর হ্যাঁ হলে, গ্রোথ সেন্টার এ মহিলাদের জন্য টয়লেটের ব্যবস্থা আছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না গ্রোথ |
| সেন্টার এর টয়লেটগুলো পরিষ্কার রাখা হয় কি? | | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১৬. | মহিলা কর্ণারে আপনার বরাদ্দ আছে কি? | [ ] | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ১৭. | হ্যাঁ হলে উক্ত বরাদ্দকৃত স্থান আপনি কিভাবে ব্যবহার করেন? | [ ] | ১=নিজের ব্যবসা, ২=ভাড়ায় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৮. | নিজের ব্যবসায় ব্যবহার হলে উক্ত ব্যবসা পরিচালনা করেন কিভাবে? | | ১=নিজে<br>২=স্বামীর দ্বারা<br>৩=পুত্র/কন্যা দ্বারা<br>৪=আত্মীয় দ্বারা<br>৫=অংশীদারদের মাধ্যম |
| ১৯. | নিজে ব্যবসা পরিচালনা না করলে তার কারণ কি? | | |
| ২০. | মহিলা কর্ণার সম্পর্কে আপনার মতামত কি? | | |
| ২১. | আপনি প্রকল্প থেকে কোন প্রকার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২২. | হ্যাঁ হলে কোন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? | | |
| ২৩. | প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ আপনার বাস্তব কাজে কিভাবে প্রয়োগ করেন? | | |
| ২৪. | এই রাস্তা উন্নয়নের ফলে আপনার সন্তানদের কি কি উপকার হয়েছে? | | |
| ২৫. | আপনার অন্য কোন উৎস থেকে আয় আছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২৬. | হ্যাঁ হলে আয় বেড়েছে কি? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর .....

তথ্যসংগ্রহকারীর নাম ও স্বাক্ষর .....

# ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস্
# দ্বিতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
## এলজিইডি কর্মকর্তাদের জন্য প্রশ্নপত্র
## প্রশ্নপত্র - ৩

সিডিউল নং

সাক্ষাৎকারের তারিখ .....উপজেলা..... জেলা .....

উত্তরদাতার নাম ..... পদবী [১=উপজেলা প্রকৌশলী, ২=উপসহকারী প্রকৌশলী, ৩=সার্ভেয়ার, ৪=ফর্ম সহকারী]

মোবাইল নং

কর্মস্থল .....

| | | |
|---|---|---|
| ১. আপনি কি এই রাস্তা উন্নয়নের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন? | | ১=হ্যাঁ, ২=না |
| ২. উত্তর হ্যাঁ হলে, কোন্ কোন্ কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন? | | ১=পরিকল্পনা,<br>২=টেন্ডার ডকুমেন্ট প্রস্তুত<br>৩=টেন্ডার মূল্যায়ন,<br>৪= কাজের চুক্তি সম্পাদন<br>৫= কাজ চলাকালীন তদারকি<br>৬= কাজের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণ<br>৭= ঠিকাদারের বিল সার্টিফাই করা<br>৮= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ৩. প্রকল্প চলাকালীন তদারকির জন্য কতবার সাইটে গিয়েছেন? | | সংখ্যা |
| ৪. কাজের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন? | | ১= মাসিক সভায় তদারকি,<br>২= কাজ তদারকি,<br>৩= ফিল্ড টেষ্ট<br>৪= ল্যাবরেটরী টেষ্ট,<br>৫= প্রযোজ্য নহে,<br>৬= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ৫. এই প্রকল্পের অধীনে আপনি কোন্ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? | | ১= নির্মাণ বাবস্থাপনা,<br>২= রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা<br>৩= প্রকল্প ব্যবস্থাপনা,<br>৪= প্রশিক্ষণ পাই নাই<br>৫= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ৬. কোন বিষয়ে কত দিনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন? | | |
| নির্মাণ বাবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সময় (দেশে) | | দিন |
| নির্মাণ বাবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সময় (বিদেশে) | | |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সময় (দেশে) | | দিন |
| রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সময় (বিদেশে) | | |
| প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সময় (দেশে) | | দিন |
| প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণের সময় (বিদেশে) | | |
| ৭. প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান আপনি কোন কাজে লাগিয়েছেন? | | ১= প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে<br>২= তদারকি ও মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে<br>৩= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |

| | | |
|---|---|---|
| ৮. পূর্বে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন এমন কোন্ বিষয়ে পুনরায় প্রশিক্ষণ দরকার মনে করেন? | ☐☐☐☐ | ১=নির্মাণ ব্যবস্থাপনা,<br>২=রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা,<br>৩= প্রকল্প ব্যবস্থাপনা<br>৪= দরকার নাই,<br>৫= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ৯. কোন্ কোন্ বিষয়ে আপনার প্রশিক্ষণ দরকার আছে বলে আপনি মনে করেন? | ☐☐ | ১= নির্মাণ ব্যবস্থাপনা,২= মাষ্টার প্লান<br>৩= রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণ,<br>৪= রাস্তায় গাছ লাগানো<br>৫= দরকার নাই,৬= রোড নেটওয়ার্ক<br>৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ১০. রাস্তা উন্নয়নের সময় আপনি কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন? | ☐☐☐☐☐ | ১= উদ্ধর্তনদের কাছ থেকে মতামত পেতে দেরি হতো<br>২= প্রকল্পে জন্য অর্থ পেতে দেরি হতো<br>৩= ঠিকাদাররা ঠিকমত কথা শুনত না<br>৪= জমির মালিকানা নিয়ে গন্ডগোল<br>৫= পরিবেশগত দুর্ঘটনা/দুর্যোগ<br>৬= কোন সমস্যা হয় নাই<br>৭= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ১১. এই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনি পানি নিষ্কাশন/জলাবদ্ধতা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি? | ☐ | ১= হ্যাঁ, ২= না, |
| ১২. এই রাস্তা নির্মাণের ক্ষেত্রে বাড়ি ঘর স্থানান্তর এর সময় কি আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন? | ☐ | ১= হ্যাঁ, ২= না, ৩=প্রযোজ্য নহে |
| ১৩. রাস্তা সেতু/কালভার্ট, ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রোথ সেন্টার নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বানে বিদ্যমান পাবলিক ক্রয় নীতিমালা অনুসরণ করা হয়েছে কি? | ☐ | ১= হ্যাঁ, ২= না, |
| ১৪. না হয়ে থাকলে কেন? | ☐ | ১= টাকার পরিমাণ কোটি টাকার নীচে<br>২= স্থানীয় ব্যক্তির প্রভাব,৩= অন্যান্য |
| ১৫. এই রাস্তার উন্নয়নে ঠিকাদার নিয়োগের ক্ষেত্রে আপনি কোন ধরনের বোঝাসমস্যায় পড়েছেন? | ☐ | ১= ঠিকাদার নিয়োগের নিয়ম কানুন না<br>২= টেন্ডার মূল্যায়নে অসুবিধা,<br>৩= বিল অব কোয়ান্টিটি নিয়ে<br>৪= নন টেন্ডার আইটেম নিয়ে,<br>৫=কোন সমস্যা হয় নাই<br>৬= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ১৬. রাস্তা, সেতু/কালভার্ট, গ্রোথ সেন্টার, ইউনিয়ন পরিষদের কাজ বাস্তবায়নে আপনি কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন? | ☐☐☐ | ১= ঠিকাদার সঠিক কাজের মান বজায় রাখার অনীহা<br>২= সঠিক মানের নির্মাণ সামগ্রীর দুস্প্রাপ্যতা<br>৩= স্থানীয় প্রভাব, ৪= অন্যান্য |
| ১৭. এই রাস্তার উন্নয়নের প্রাক্কালে আপনার ধারণা কি? | ☐☐☐☐ | ১= ব্যবসার পরিমাণ বাড়বে,<br>২= আশে পাশে ফসলের পরিমাণ বাড়বে<br>৩= দরিদ্রতা হ্রাস পাবে,<br>৪= কাজের পরিমাণ বাড়বে<br>৫= প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন হবে,<br>৬= মানুষের আচার আচরনের পরিবর্তন হবে<br>৭= সরকারী সুবিধা প্রত্যন্ত অঞ্চলে আসবে,<br>৮= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |
| ১৮. এই রাস্তা উন্নয়ন কল্পে আপনার মতামত কি? | ☐☐☐☐ | ১= রাস্তা আরও চওড়া করা দরকার,<br>২= রাস্তার ভিত আরও মজবুত করা দরকার<br>৩= আরও গাছ লাগানো দরকার<br>৪= রাস্তার ঢাল আরও মজবুত করা দরকার<br>৫= রাস্তায় নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ দরকার<br>৬= অন্যান্য (উল্লেখ করুন) |

১৯. এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কতটুকু জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে? [ ] একর

২০. প্রকল্প এলাকায় মহিলাদেরকে উন্নয়ন কাজে কিভাবে সম্পৃক্ত করেছেন?

২১. মহিলাদের কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে কি? [ ] ১= হ্যাঁ, ২= না,

২২. হয়ে থাকলে কতজন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে? [ ] সংখ্যা

২৩. মহিলা উদ্দোক্তা কিভাবে নির্বাচন করা হয়েছে?

২৪. স্থানীয় দরিদ্রদের প্রকল্প উন্নয়ন কাজে কিভাবে সম্পক্ত করা হয়েছে?

২৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে Social Safety Net এ প্রকল্পে ব্যবহার হয়েছে কি? [ ] ১= হ্যাঁ, ২= না,

২৬. Social Safety Net কার্যক্রমে মহিলাদেরকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা হয়েছিল?

২৭. রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

২৮. এলাকায় জলাবদ্ধতা থাকলে তার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে?

২৯. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় আর্থ-সামাজিক অবস্থার (দারিদ্রতা হ্রাস, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, যোগাযোগ উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি সামাজিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, আইন শৃঙ্খলা পরিস্তির উন্নয়ন ইত্যাদি) কি কি পরিবর্তন হয়েছে?

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে এলাকায় কি কি অসুবিধা হয়েছে?

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নের দুর্বল দিকগুলো উল্লেখ করুন

৩২. প্রকল্প বাস্তবায়নের সবল দিকগুলো উল্লেখ করুন

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম ও স্বাক্ষর.....

উত্তরদাতার নাম ও স্বাক্ষর .....

# প্রধান কার্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহের সিট

## ১। প্রকল্পের অঙ্গ অনুযায়ী ভৌত ও আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

| অঙ্গ | ভৌত | | আর্থিক | |
|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | বাজেট (টাকা) | খরচ (টাকা) |
| ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ | | | | |
| যানবাহন ক্রয় | | | | |
| জীপ | | | | |
| মাইক্রোবাস | | | | |
| পিকআপ | | | | |
| মটর সাইকেল | | | | |
| যন্ত্রপাতি | | | | |
| আসবাবপত্র | | | | |
| সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ | | | | |
| পরামর্শক নিয়োগ | | | | |
| পরামর্শক নিয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? | | | | |
| স্থানীয় পরামর্শক<br>কত জন<br>কত মাস<br>কাজের ধরন | | | | |
| বিদেশী পরামর্শক<br>কত জন<br>কত মাস<br>কাজের ধরন | | | | |
| ভূমি অধিগ্রহণ | | | | |
| প্রশিক্ষণ | | | | |
| দেশে প্রশিক্ষণ<br>কত জন<br>কত মাস | | | | |
| বিদেশে প্রশিক্ষণ<br>কত জন<br>কত মাস | | | | |
| প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে কি কি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছিল | | | | |
| প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনবল বর্তমানে এই ধরনের প্রকল্পে কাজ করেন কি | | | | |

২। মালামাল ক্রয়, অবকাঠামো নির্মাণ ও পরামর্শক নিয়োগে PPA/PPR নুসরণ করা হয়েছে কি তা নমূনা নির্বাচনের মাধ্যমে পরীক্ষা করা হবে। ক্রয়ের প্যাকেজ কিভাবে করা হয়েছিল। কোন প্যাকেজ কোন পদ্ধতি (OTM, LTM, TSTM etc.) অনুসরণ করে করা হয়েছিল তা সংগ্রহ করা হবে এবং মূল্যায়ন করা হবে।

৩। যানবাহনের বর্তমান অবস্থা ও ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

৪। পরামর্শক নিয়োগের ও ব্যবহারের তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

**পরিশিষ্ট "খ"**

# Location of Selected Samples

| District | Upazila road (km.) | Union road (km.) | Structure on UZR/ UNR/ SR (m) | Submersible road (km.) | Village road (km.) | bridge / Culvert (m) | Growth Center Management Office (No.) | Growth Center (No .) | Improvement of Rural Hat Bazar (No.) | Improvement of Jetty/ Ghat (No.) | Construction of UPC (No.) | Construction of Women Section (No.) | Construction of Flood Refuge Center | Tree Plantation (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Panchagarh | Improvement of Boda to Panchpir GC via Balaramhat Road (Ch: 00-11775m) 11.693 km UP– Balarampur, Boda | Improvement of Mirzapur UP (R&H)-Dhamor UP-Shiktirhat-Barogat i-5.975 km – Atwari<br>Improvement of Sakoya UP to Bamonhat via Nayadigi Road (Ch: 00-8582m)-UP Sakoya, Boda | | | | | | | Tepriganj Bazar-Debiganj | | Radahanagar UPC- Atwari | | | Boda 7.5 |
| 2.Dinajpur | Improvement of Chirrbandar (Choto Bowl) - Laxmitola Road via Bhiail UP Office Road, (Ch: 00-12700m),12.502 km – UP-Bhiail Chirirbandar | | 100 | | | | Nawabganj Bazar Growth Center Market - Nawabganj | Dhukurjharj Growth Center Market, Birol<br>Ramkola Growth Center Market, Khansama | Antopukur Bazar, Fulbari | | Satnala – Chirirbandar<br>Kazihal UPC, Fulbari | Women Market Section at Kutubdanga Growth Center – Chirirbandar<br>Women Market Section at Nawabganj Bazar, Nawabganj<br>Antakapur women's Market Section, Fulbari | | Nawabganj 8.0 |
| 3.Rangpur | Improvement of Upazila Health Complex to Dholaighat via Burirhat GC Road (Ch:00-10205m) , UP–Kursha , Taraganj | | 36 | | Construction of 3vx4.5mx3.00 box culvert at ch. 3730m & 0.75mx0.75m U-drain at ch 900m on the road of pallimari | Cvx4 mx3.00m box culvert at ch. 3730m & 0.75mx0.75m U-drain at ch 900m on the road of Pallimari Tahsilder-H/Q | | Shanerhat Growth Center Market, Pirganj | | | Shanerhat UPC, Pirganj | Women Market Section at Kandirhat, Pirgacha<br>Madarganj GCM, Pirganj | | |

| District | Upazila road (km.) | Union road (km.) | Structure on UZR/ UNR/ SR (m) | Submersible road (km.) | Village road (km.) | bridge / Culvert (m) | Growth Center Management Office (No.) | Growth Center (No .) | Improvement of Rural Hat Bazar (No.) | Improvement of Jetty/ Ghat (No.) | Construction of UPC (No.) | Construction of Women Section (No.) | Construction of Flood Refuge Center | Tree Plantation (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Tahsilder- H/O Paglababu under Haragach Union-Kaunia<br>Improvement of Earth Road Start from Sardearpara Pucca Road-WAPDA Embankment via Abason, Gangachara | Paglababu under Haragach Union | | | | | | Gurjipara RHB, Pirganj<br>Women Market Section at Goshi Hat, Mithapukur | | |
| 4.Gaibandha | Improvement of Nagar Katgora GC - Laxmipur GC Road via Balachari Road (Ch: 9754-15000m) 19.232 km – UP-Laxmipur,Sundarganj<br>Improvement of Bonarpara GC-Mohimaganj GC Road, (Ch:00-7220m) 7.005 km, UP-Bonarpara,Saghata | | 70 | | Improvement by Earth work of Younus Bazar (RHD) – Mirazpur Kheya Ghat Road (2.400 km - Sundarganj<br>Patibari Assraon Project – Dhakin Digholkandi by earth work 2.950km-Saghata<br>Falia Bazar-Banga bari Khewa ghat road (Folia Bazar-Chakoli via Jalaltair) 2.322km-Saghata | Box Culvert on KUNDU PARA Wapda Embankment (3.00 m) at Ch: 1225m<br>Box Culvert on KUNDU PARA Wapda Embankment (3.00 m) at Ch: 1800m | | Nagar Katgora Growth Center Market, Sundarganj<br>Jumarbari Growth Center Market, Saghata | Kazi Bazar, Palashbari | | Chha Parhati – Sundarganj | Nagar Katgora Growth Center Market – Sundarganj<br>Nakai Hat GCM, Gobindagonj | | |
| 5.Jamalpur | Improvement of Tinanipara-Kamarjura GC via Lawchapara Road (Ch: 00-12985m) W-JAMA- | Hatibhanga UP – Vatikhawa Bazar via Saomari Road (Ch: 00-2000m) 3.881km [W-JMA- | 22 | | | | | Benoarchar growth center market - Islampur | Notton Battgor - Bakshiganj | | Dhanua Kamalpur UPC - Bakshiganj | Bakshi Ganj - Bakshiganj | | Islampur 7.0 |

| District | Upazila road (km.) | Union road (km.) | Structure on UZR/ UNR/ SR (m) | Submersible road (km.) | Village road (km.) | bridge / Culvert (m) | Growth Center Management Office (No.) | Growth Center (No .) | Improvement of Rural Hat Bazar (No.) | Improvement of Jetty/ Ghat (No.) | Construction of UPC (No.) | Construction of Women Section (No.) | Construction of Flood Refuge Center | Tree Plantation (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bakshiganj-UZR-09-102<br><br>Improvement of Aramnagar GC-Koria GC Via Satpoa UP Road,(Ch:00-11100m) 9.960km, Up Satpoa, Sharisha Bari | Dewanganj-UNR-09-54(a)] | 554 | | | | | | Gunaritola Bazar - Maderganj | | Charputimari UPC, Islampur | | | |
| 6.Kishoreganj | Improvement of Taljanga GC-Mussuli RHD via Shahbag Chowrasta Road (Ch: 00-4277m) [W-KISH-UP Taljanga, Tarail-UZR-08-28] | Jinari UP HQ — Gobindapur Chowrasta Road 9.990 km – Hossainpur<br><br>Improement of Angiadi-Hossendi UP Kondalia Hat via Narandi UP Road (Ch: 00-4357 m), Pakundia | | Mithamain UP HQ -Katakhal CC 11.551 km – UP-Mithamain, Mithamain | | | | Shingpur Growth Center Market, Nikli | Janataganj - Itna | | Chandripasha UPC, Pakundia | Women Market Section at Adampur GCM, Astagram | | Hossainpur 5.0 |
| 7.Munsiganj | Improvement of Kuhiamora R&H Latabdi UP-Sirajdikhan GC Road (Ch:00-5000m) W-MUNS-, UP Latabdi, Sirajdikhan-UZR -09-45(a) | Improvement of Jurpal Bazar (R&H)- Khidirpara-Batimbhog-Chaltitala Road (Sirajdikhan Part) (Ch:3100-7385 m) [W-MUNS-Sirajdikhan-UNR-09-34] | 251 | | | | | | Bhabanipur Bazar, Sirajdikhan | | | | | |
| 8.Tangail | Improvement of Silimpur to Karatia Road (Ch: 00-8744m) [W-TANG-, UP Patharail, Delduar-UZR-09-40] | Improvement of Chacua UZR-Kalibari Bazar-Kokdohara UP-Kalihati Polic Station Road (Ch:00-4500m) | 45 | | | | | Salimpur, Growth Center Market Delduar<br><br>Jhawail Bazar Growth Center Market, Gopalpur | Shahbotpur Bazar, Nagorpur | | Salimabad UPC, Nagorpur | Women Market Section at Basail Bazar, Basail<br><br>Women Market Section at Nalin Bazar, Gopalpur | | |

| District | Upazila road (km.) | Union road (km.) | Structure on UZR/ UNR/ SR (m) | Submersible road (km.) | Village road (km.) | bridge / Culvert (m) | Growth Center Management Office (No.) | Growth Center (No .) | Improvement of Rural Hat Bazar (No.) | Improvement of Jetty/ Ghat (No.) | Construction of UPC (No.) | Construction of Women Section (No.) | Construction of Flood Refuge Center | Tree Plantation (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | Women Market Section at Nikrail, Bhuapur | | |
| 9.Narayanganj | Improvement of Rampura-Volta (RHD) Road-Nawra Baraid GC) Road via Majina Road (Ch:5180m) [W-NARN, UP Volta, Rupganj-UZR-09-98] | | 50 | | | | | Gopaldi bazaar Growth Center Market Araihazar | Jangalia Bazar - Araihazar<br><br>Golakan dail Bazar - Rupganj | Jangaiua Bazar - Araihazar | Duptara UPC - Araihazar | | | |
| 10. Dhaka | Improvement of Dohar-Katakhali-Nikara-Gobindapur-Tikarpur-Galimpur Road (Ch:2450m-5800m) [W-DHAK, UP Galimpur, Nawabganj-UZR-12-141] | Improvement of Aricha Boliarpur Bongaon UP (Konda Bazar) – Chakulia Bazar Road (Ch:00-4881m) | | | | | | | | Patiljhap Ghat, Nawab ganj | Shollah UPC, Nawabganj | Dhantara women's Market Section, Dhamrai | | |
| 11.B.Baria | Improvement of Chandura NHW-Nurpur GC-Sinerbeel GC Road (Ch: 00-1650-21545m) -UP Akhaura<br><br>Improvement of Sarail-Aorail Hat Road, (Ch:00-13837m) 13.479 km,UP-Sarail, Sarail | Salimabad – Rupshadi East UP Road (Ch: 00-7000m 7.219km Bancharampur | 78 | | | | | Lalpur Growth Center Market Ashuganj<br><br>Harinbar Growth Center Market, Nasirnagar | Gopinathpur Bazar Kashba | | Rupashdi East - Bancharampur | Lalpur women's Market Section, Ashuganj | | |
| 12.Chandpur | Improvement of Rahimanagar-Mashnigacha-Jagatpur Bazar Road (Ch:00-7553m) [W-CHAN-Kachua-UZR-10-89] | Sujatpur – Pathan Bazar – Shatnal UP Road 16.026 km – Matlab-North | | | | | | | Rayer Bazar, Haimchar | | | | Loggimari - Sadar | |

**পরিশিষ্ট "গ"**

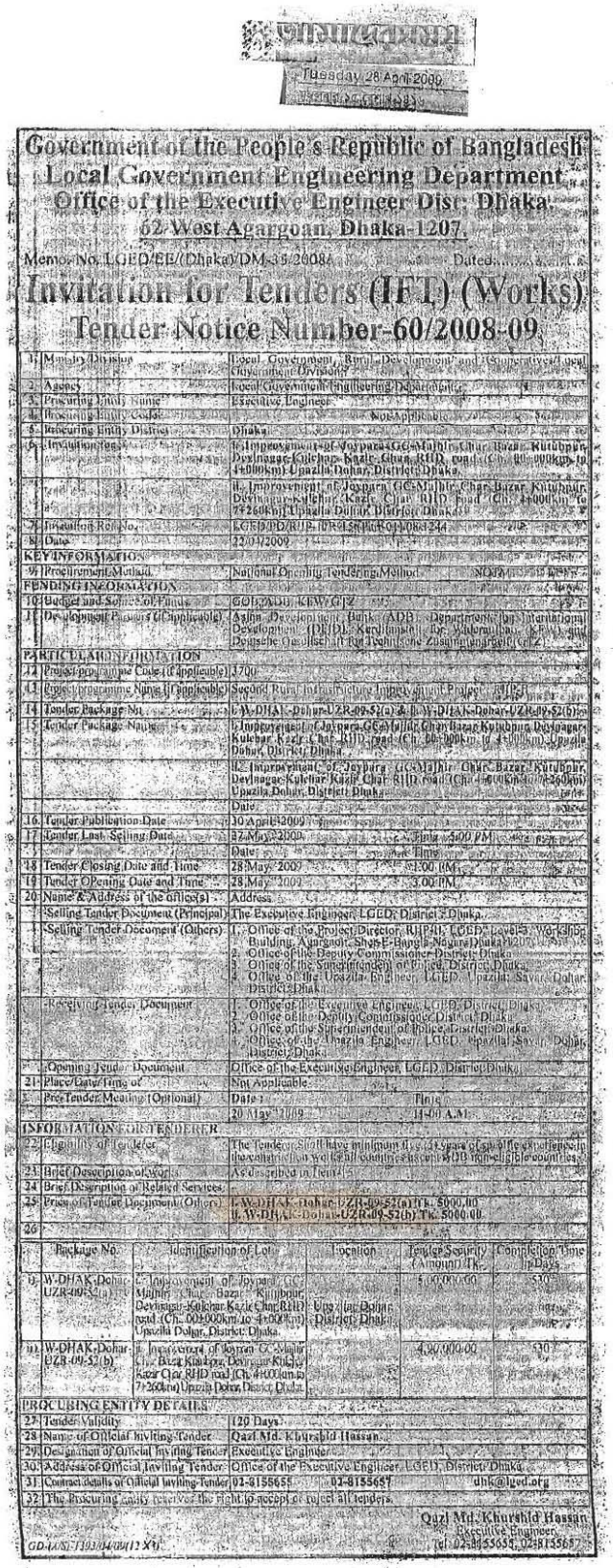

Tuesday 28 April 2009

# Government of the People's Republic of Bangladesh
## Local Government Engineering Department
## Office of the Executive Engineer Dist: Dhaka.
**62 West Agargoan, Dhaka-1207.**

Memo. No. LGED/EE/(Dhaka)/DM-35/2008/ ... Dated: ...

# Invitation for Tenders (IFT) (Works)
## Tender Notice Number-60/2008-09

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Ministry/Division | Local Government, Rural Development and Cooperatives/Local Government Division. |
| 2. | Agency | Local Government Engineering Department. |
| 3. | Procuring Entity Name | Executive Engineer |
| 4. | Procuring Entity Code | Not Applicable |
| 5. | Procuring Entity District | Dhaka |
| 6. | Invitation for | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District: Dhaka. |
| | | ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 4+000km to 7+260km) Upazila Dohar, District: Dhaka. |
| 7. | Invitation Ref. No. | LGED/PD/RIIP-II/R-15/Pkt-01/08/-244 |
| 8. | Date | 22/04/2009 |
| KEY INFORMATION | | |
| 9. | Procurement Method | National Open Tendering Method NOTM |
| FUNDING INFORMATION | | |
| 10. | Budget and Source of Funds | GOB, ADB, KFW, GTZ |
| 11. | Development Partners (if applicable) | Asian Development Bank (ADB), Department for International Development (DFID), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) and Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) |
| PARTICULAR INFORMATION | | |
| 12. | Project/programme Code (if applicable) | 3700 |
| 13. | Project/programme Name (if applicable) | Second Rural Infrastructure Improvement Project- RIIP-II |
| 14. | Tender Package No. | i. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) & ii. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(b) |
| 15. | Tender Package Name | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District: Dhaka. |
| | | ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 4+000km to 7+260km) Upazila Dohar, District: Dhaka. |
| | | Date |
| 16. | Tender Publication Date | 30 April 2009 |
| 17. | Tender Last Selling Date | 27 May 2009 Time 5.00 PM |
| | | Date Time |
| 18. | Tender Closing Date and Time | 28 May 2009 1.00 PM |
| 19. | Tender Opening Date and Time | 28 May 2009 3.00 PM |
| 20. | Name & Address of the office(s) | Address |
| | Selling Tender Document (Principal) | The Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. |
| | Selling Tender Document (Others) | 1. Office of the Project Director, RIIP-II, LGED, Level-3, Workshop Building, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. 2. Office of the Deputy Commissioner District: Dhaka. 3. Office of the Superintendent of Police, District: Dhaka. 4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila: Savar, Dohar, District: Dhaka. |
| | Receiving Tender Document | 1. Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. 2. Office of the Deputy Commissioner District: Dhaka. 3. Office of the Superintendent of Police, District: Dhaka. 4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila: Savar, Dohar, District: Dhaka. |
| | Opening Tender Document | Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. |
| 21. | Place/Date/Time of ... | Not Applicable |
| | Pre-Tender Meeting (Optional) | Date: Time: |
| | | 20 May 2009 11.00 A.M. |
| INFORMATION FOR TENDERER | | |
| 22. | Eligibility of Tenderer | The Tenderer Shall have minimum five (5) years of specific experience in the construction works all countries except ADB non-eligible countries. |
| 23. | Brief Description of Works | As described in Item-15 |
| 24. | Brief Description of Related Services | - |
| 25. | Price of Tender Document (Others) | i. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) Tk. 5000.00 ii. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(b) Tk. 5000.00 |
| 26. | | |

| | Package No. | Identification of Lot | Location | Tender Security (Amount) Tk. | Completion Time in Days |
|---|---|---|---|---|---|
| i) | W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District: Dhaka. | Upazila: Dohar District: Dhaka | 5,00,000.00 | 530 |
| ii) | W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(b) | ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 4+000km to 7+260km) Upazila Dohar, District: Dhaka. | | 4,90,000.00 | 530 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PROCURING ENTITY DETAILS | | | | |
| 27. | Tender Validity | 120 Days | | |
| 28. | Name of Official Inviting Tender | Qazi Md. Khurshid Hassan | | |
| 29. | Designation of Official Inviting Tender | Executive Engineer | | |
| 30. | Address of Official Inviting Tender | Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. | | |
| 31. | Contact details of Official Inviting Tender | 02-8155655 | 02-8155657 | dhk@lged.org |
| 32. | The Procuring entity reserves the right to accept or reject all tenders. | | | |

**Qazi Md. Khurshid Hassan**
Executive Engineer
Tel: 02-8155655, 02-8155657

GD-1/(S)-1393/04/09(12 X 3)

The Independent

WEDNESDAY, APRIL 29, 2009

## Government of the People's Republic of Bangladesh

Local Government Engineering Department
Office of the Executive Engineer Dist: Dhaka
62, West Agargaon Dhaka-1207

Memo No. LGED/[illegible](Dhaka)/DM-35/2008/ Date: 26/04/09

# Invitation for Tenders (IFT) (Works)

Tender Notice Number 60/2008-09

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ministry/Division | Local Government Rural Development and Cooperatives/Local Government Division | |
| 2. | Agency | Local Government Engineering Department | |
| 3. | Procuring Entity Name | Executive Engineer | |
| 4. | Procuring Entity Code | Not Applicable | |
| 5. | Procuring Entity District | Dhaka | |
| 6. | Invitation for | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District Dhaka. | |
| | | ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazit Char RHD road (Ch 4+000 to 7+260km) Upazlia Dohar, District Dhaka | |
| 7. | Invitation Ref No | LGED/RIIP-II/R-15 (Part-01)/08/1244 | |
| 8. | Date | 22-04-2009 | |
| **KEY INFORMATION** | | | |
| 9. | Procurement Method | National Open Tendering Method | NOTM |
| **FUNDING INFORMATION** | | | |
| 10. | Budget and Source of Funds | GOB, ADB, KFW, GTZ | |
| 11. | Development partners (if applicable) | Asian Development Bank (ADB), Department for International Development (DFID), Kreditanstalt for Widerautbau (KFW) and Deutsche Gesellschaft for Technische Zusammenarbeit (GTZ). | |
| **PARTICULAR INFORMATION** | | | |
| 12. | Project/Programme Code (if applicable) | 3700 | |
| 13. | Project/programme Name (if applicable) | Second Rural Infrastructure Improvement Project RIIP-II. | |
| 14. | Tender Package No. | i. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) & ii. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52 (b) | |
| 15. | Tender Package Name | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District Dhaka | |
| | | ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazit Char RHD road (Ch 4+000 to 7+260km) Upazlia Dohar, District Dhaka | |
| | | Date: | |
| 16. | Tender Publication Date | 30 April 2009 | |
| 17. | Tender Last Selling Date | 27 May 2009 | Time: 5:00 PM |
| | | Date: | Time: |
| 18. | Tender Closing Date and time | 28 May 2009 | 1:00 PM |
| 19. | Tender Opening Date and time | 28 May 2009 | 3:00 PM |
| 20. | Name & Address of the office(s) | Address | |
| | -Selling Tender Document (Principal) | The Executive Engineer, LGED, District Dhaka | |
| | -Selling Tender Document (Others) | 1. Office of the Project Director, RIIP-II, LGED, Level-3, Workshop Building, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207<br>2. Office of the Deputy Commissioner, Dist: Dhaka.<br>3. Office of the Superintendent of Police, Dist: Dhaka.<br>4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila Savar, District Dhaka. | |
| | -Receiving Tender Document | 1. Office of the Executive Engineer, LGED, District Dhaka.<br>2. Office of the Deputy Commissioner, District Dhaka.<br>3. Office of the Superintendent of Police, District Dhaka.<br>4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila Savar, District Dhaka. | |
| | -Opening Tender Document | Office of the Executive Engineer, LGED, District Dhaka. | |
| 21. | Place/Date/Time of Pre-Tender Meeting (Optional) | Not Applicable | |
| | | Date: | Time: |
| | | 20 May 2009 | [illegible] |

| | | |
|---|---|---|
| | Office(s) | |
| | –Selling Tender Document (Principal) | The Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. |
| | –Selling Tender Document (Others) | 1. Office of the Project Director, RIIP-II, LGED, Level-3, Workshop Building, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207.<br>2. Office of the Deputy Commissioner, Dist: Dhaka.<br>3. Office of the Superintendent of Police, Dist: Dhaka.<br>4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila: Savar, District: Dhaka. |
| | –Receiving Tender Document | 1. Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka.<br>2. Office of the Deputy Commissioner, District: Dhaka.<br>3. Office of the Superintendent of Police, District: Dhaka<br>4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila: Savar, District: Dhaka. |
| | –Opening Tender Document | Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. |
| 21. | Place/Date/Time of Pre-Tender Meeting (Optional) | Not Applicable. |
| | | Date: 20 May 2009 — Time: 11:00 A.M. |

601

**INFORMATION FOR TENDERER.**

| | | |
|---|---|---|
| 22. | Eligibility of Tenderer | The Tenderer shall have a minimum five (5) years of specific Experience in the Construction works all countries except ADB non Eligible countries. |
| 23. | Brief Description of Goods or Works | As described in item-15 |
| 24. | Brief Description of Related Services | – |
| 25. | Price of Tender Document (Others) | i. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) 5000.00 |
| 26. | | ii. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52 (b) 5000.00 |

| Package No | Identification of Lot | Location | Tender Security Amount (Tk.) | Completion Time in Days |
|---|---|---|---|---|
| W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District: Dhaka. | Upazila: Dohar, District: Dhaka. | 5,00,000.00 | 530 |
| W-DHAK-Dohar-UZR-09-52 (b) | ii. Improvement of Joypara GC-Maihir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 4+000 to 7+260km) Upazlia Dohar, District: Dhaka. | | 4,90,000.00 | 530 |

**PROCURING ENTITY DETAILS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 27. | Tender Validity | 120 Days | | |
| 28. | Name of Official Inviting Tender | Qazi Md. Khurshid Hassan | | |
| 29. | Designation of Official Inviting Tender | Executive Engineer | | |
| 30. | Address of Official Inviting Tender | Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. | | |
| 31. | Contact details of Official Inviting Tender | 02-8155655 | 02-8155657 | dhk@lged.org |
| 32. | The procuring entity reserves the right to accept or reject all tenders. | | | |

Qazi Md. Khurshid Hassan
Executive Engineer
Tel. 02-8155655, 02-8155657

GD-1601 (20″ × 3/C)

CPTU website

Send by E Mail | Webpage View

# Advertisement Notices

## Invitation for Tenders (Multiple Lot)

Status: Approved

GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

| | |
|---|---|
| **Ministry/Division:** | **Local Government Division** |
| **Agency:** | **Local Government Engineering Department** |
| **Procuring Entity Name:** | Local Government Engineering Department, Dhaka |
| **Procuring Entity Code:** | |
| **Procuring Entity District:** | Dhaka |
| **Invitation For:** | Works |
| **Invitation Ref No.:** | LGED/PD/RIIP-II/R-15(Part-01)/08/1244 |
| **Date:** | 22-Apr-2009 |
| KEY INFORMATION | |
| **Procurement Method:** | NCT Open Tendering Method(OTM) |
| FUNDING INFORMATION | |
| **Budget and Source of Funds:** | Revenue Budget GOB |
| **Development Partner:** | |
| PARTICULAR INFORMATION | |
| **Project/Programme Name:** | |
| **Tender Package No.** | i. W-DHAK-Dohar-UZR-09-52(a) & ii. W-DHAK- Dohar-UZR-09-52 (b) |
| **Tender Package Name.** | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District : Dhaka. |
| **Tender Publication Date:** | 27-Apr-2009 |
| **Tender Last Selling Date:** | 27-May-2009 |
| **Tender Closing Date and Time:** | 28-May-2009 01:00 PM |
| **Tender Opening Date and Time:** | 28-May-2009 03:00 PM |
| **Name & Addresses of the Offices :** | Selling Tender Document<br>The Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. 1. Office of the Project Director, RIIP-II, LGED, Level-3, Workshop Building, Agargaon, Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207. 2. Office of the Deputy Commissioner District: Dhaka. 3. Office of the Superintendent of Police, District: Dhaka. 4. Office of the Upazila Engineer, LGED, Upazila : Savar, Dohar, District: Dhaka.<br>Receiving Tender Document<br>1. Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka. 2. Office of the Deputy Commissioner District: Dhaka. 3. Office of the Superintendent of Police, District: Dhaka. 4. Office of the Upazila |

Engineer, LGED, Upazila : Savar, Dohar, District: Dhaka.

Opening Tender Document

Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka.

**Pre-Tender Meeting (Optional):** Place: Date: Time

INFORMATION FOR TENDERER

**Eligibility of Tenderer:** The tenderer shall have minimum five (5) years of specific experience in the construction works all countries except ADB non-eligible countries.

**Brief Description of Goods or Works:** i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District : Dhaka.
ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 4+000 to 7+260km) Upazila Dohar, District : Dhaka.

**Brief Description of Related Services:** N/A

**Tender Document Price:** 5,000.00

| Lot No. | Identification | Location | Security Amount | Completion Date |
|---|---|---|---|---|
| 1 | i. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 00+000km to 4+000km) Upazila Dohar, District : Dhaka. | Upazila : Dohar, District : Dhaka | 500,000.00 | 530 Days |
| 2 | ii. Improvement of Joypara GC-Majhir Char Bazar Kutubpur, Devinagar-Kulchar Kazir Char RHD road (Ch. 4+000 to 7+260km) Upazila Dohar, District : Dhaka | Upazila : Dohar, District : Dhaka | 490,000.00 | 530 Days |

PROCURING ENTITY DETAILS

**Name of Official Inviting Tender:** Qazi Md. Khurshid Hassan

**Designation of Official Inviting Tender:** Executive Engineer

**Address of Official Inviting Tender:** Office of the Executive Engineer, LGED, District: Dhaka.

**Contact Details of Official Inviting Tender:** Phone: 02-8155655 Fax: 02-8155657 Email: dhk@lged.org

... reserves the right to accept or reject all tenders

**পরিশিষ্ট "ঘ"**

# যানবাহন ক্রয়

| Type of transport | Number as per RDPP | Procured with date | Transferred to O&M with date | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| 4 WD Jeep | 15 | 5 nos. 05.11.2007 | 01.12.2007 | Under use in the project districts |
| | | 7 nos. 05.11.2007 | 01.12.2007 | |
| | | 3 nos. 18.03.2008 | 20.04.2008 | |
| Microbus | 1 | 10.05.2010 | 15.06.2010 | Under use in EA |
| 4 WD Double Cabin pick-up | 15 | 8 nos. 05.11.2007 | 10.12.2007 | Under use in the project districts |
| | | 7 nos. 05.11.2007 | 10.12.2007 | |
| Motor Cycles | 300 | 70 nos. 15.10.2008 | 20.11.2008 | Under use in the project districts |
| | | 54 nos. 02.03.2009 | 05.04.2009 | |
| | | 55 nos.08.06.2009 | 12.07.2009 | |
| | | 46 nos.27.08.2009 | 30.09.2009 | |
| | | 40 nos.23.11.2009 | 25.12.2009 | |
| | | 35 nos.01.04.2010 | 05.05.2010 | |

**পরিশিষ্ট "ঙ"**

# যন্ত্রপাতি ক্রয়

| Description of items | Quantity as per RDPP | Procured with date | Transferred to O&M with date | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Vibratory Roller | 23 nos. | 23 nos. 9.6.2008 | 10.7.2008 | Under use in the project districts. |
| Static Road Roller | 23 nos. | 23 nos. 22.5.2008 | 25.6.2008 | |
| Laboratory Equipments | 200 set | 200 set 7.10.2010 | 10.12.2010 | |

**পরিশিষ্ট "চ"**

**Copy of Letter of DFID Withdrawing from RIIP-II**

NOT PROTECTIVELY MARKED

Attachment

Department for International Development

The British Government's fight against world poverty

DFID Bangladesh
British High Commission
10 Gulshan Avenue
Gulshan
Dhaka-1212, Bangladesh

Email: Chris-austin@dfid.gov.uk

Mr. Md. Shahidul Hassan
Chief Engineer
Local Government Engineering Department
LGED Bhaban
Agargaon
Sher-e-Bangla Nagar
Dhaka 1207

3 March 2008

Dear Mr Hassan

**RIIP II *(RURAL INFRASTRUCTURE IMPROVEMENT PROJECT, PHASE II)***

Thank you for making time to meet Jim McAlpine and me on 26 February to discuss DFID support to LGED.

As promised at that meeting, I am now writing to confirm DFID's decision to cease funding for the infrastructure component of RIIP II (for which DFID channels funds through the Asian Development Bank). Our final payment of £600,000 will be made to the ADB in March, bringing DFID's total disbursement on this component of the project to £2.4m.

We will continue to fund the technical assistance component of the project, through Gtz, until end March 2009.

As I explained at our meeting, this decision is not a reflection on the quality of the RIIP II project, or its implementation by ADB or LGED. The UK development programme in Bangladesh is set to grow over the next few years – but we have more good projects we *could* fund than we have money available. So we have had to make some difficult choices. We made those choices taking into account the overall priorities of the Government of Bangladesh for the UK's development assistance, and the areas where we (DFID) think our support can add most value. In the case of RIIP II, where our support is largely financial and the project is at a very early stage, we concluded that withdrawing our funding would not significantly affect the project. I am sorry if this decision causes any administrative difficulties for LGED.

We briefly discussed communications around DFID's withdrawal from RIIP II, and agreed that this was an operational decision which did not merit media attention. DFID will not announce this decision publicly; neither, I assume, will LGED.



Tel +(880)(2) 8810800
Fax +(880)(2) 8823181
www.dfid.gov.uk

nomic Relations Division, the ADB and Gtz are all aware of our decision to cancel ding for RIIP II. I am also planning to meet Ministry of Finance officials soon, and ff from the Chief Adviser's office, to brief them on the overall implications of our rtfolio reprioritisation process.

DFID will continue to support LGED through the Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR) programme implemented by UNDP; through our support for the Government's Primary Education Development Programme (PEDP II); and through the Portable Steel Bridging project.

We spoke briefly about the delays to the Portable Steel Bridging project, which is now almost 2 years behind schedule. I reminded you of DFID's need to disburse funding before 31 March 2008. DFID cannot guarantee that funds will be available after that date. I also told you that I had spoken with the ERD and Finance Secretaries about the delays in implementing the project.

The project director, Mr Musa, explained that the drawings and specifications from the preferred bidder were now with BUET for checking and approval. Mr Musa was in touch with BUET to find out how long this process would take, and promised to let DFID know when final approval could be expected. We look forward to hearing from him soon. You confirmed that, as soon as BUET approval was approved, LGED was ready to sign a contract with the preferred bidder.

Thank you again for making time to meet. I am sorry that our first meeting had to be one in which I had to convey unwelcome news. I hope that - as you suggested - we will have the opportunity to visit some of LGED's work together before you retire later in the year.

Chris Austin
Country Representative

Cc: Mr. Md. Aminul Islam Bhuiyan, Secretary, ERD
Mr Md. Wahidur Rahman, Additional Chief Engineer, LGED
Mr Syed Mahbubur Rahman, Project Director (RIIP II), LGED
Mr Mohammad Musa, Project Director (Portable Steel Bridges), LGED

Page-328

দরপত্র আহবান, মূল্যায়ন ও কার্যাদেশ প্রদান (Tender invitation, evaluation, award of contact and completion of works)

| | Name UZR | Reference number | District | Estimated cost (Lakh taka) | Date of IFT publication | Publication through (name of newspape) | Time of opening of tender (days) | Time of submission of TER (days) | Time of receiving TER by PD (days) | Time of approval of contract (days) | Time of issuance of NOA (days) | Total time (days) | Original validity (days) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Improvement of Chirirbandar (Chito Bowl) – Laxitola Road via Bhiail UP Office | W-DIN-Chirirbandar –UZR-09-85(b) | Dinajpur | 295.16 | 11 Feb. 2010 | Daily Inquilab The News Today | 20 | 8 | 1 | 40 | 12 | 61 | 120 | |
| 2 | Improvement of Chandura NHW-Nurpur GC-Sinerbeel GC Road (Ch:00-8000m) | W-BBAR-Sadar-UZR-09-57(a) | B. Baria | 653.31 | 16 Feb 2010 | The Daily Sangbad The F. Exp | 34 | 13 | 6 | 45 | 3 | 67 | 120 | |
| 3 | Improvement of Chandura NHW-Nurpur GC-Sinerbeel GC Road (Ch: 8000-16750m) | W-BBAR-Sadar-UZR-09-57(b) | B. Baria | 657.41 | 16 Feb 2010 | The Daily Sangbad The F. Exp | 34 | 13 | 6 | 45 | 3 | 67 | 120 | |
| 4 | Improvement of Jaforganj-Pirjanj GC Road (Ch:00-9000m) | W-COMI-Devidwar-UZR-09-104 (a) | Comilla | 375.03 | 7 Feb 2010 | The Daily Inquilab The Independent | 23 | 89 | 1 | 73 | 4 | 167 | 120 | Delay due to Re-evaluation |
| 5 | Improvement of Jaforganj-Pirganj GC Road (Ch: 11000-15848m) | W-COMI-Devidwar-UZR-09-104 (c) | Comilla | 306.94 | 7 Feb 2010 | The Daily Inquilab The Independent | 23 | 116 | 11 | 31 | 4 | 162 | 120 | Delay due to Re-evaluation |
| 6 | Improvement of Rahimanagar-Mashnigacha-Jagatpur Bazar Road (Ch:00-3800m) | W-CHAN-Kachua-UZR-10-89 (a) | Chandpur | 238.77 | 28 Jan 2010 | The Daily Sangbad Bangladesh | 27 | 7 | 25 | 44 | 7 | 83 | 120 | |
| 7 | Improvement of Rahimanagar-Mashnigacha-Jagatpur Bazar Road (Ch: 3800-7553m) | W-CHAN-Kachua-UZR-10-89 (b) | Chandpur | 247.73 | 28 Jan 2010 | Today The Daily Sangbad Bangladesh | 27 | 7 | 25 | 44 | 7 | 83 | 120 | |
| 8 | Improvement of Latifpur Bridge RNH-Vowul Mirzapur GC Road (Ch: 6500-10550m) | W-GAZI-Kaliakoir-UZR-09-101 (a) | Gazipur | 377.30 | 28 Jan 2010 | The Daily Inquilab | 34 | 15 | 5 | 62 | 8 | 90 | 120 | |
| 9 | Improvement of Latifpur Bridge RNH-Vowul Mirzapur GC Road (Ch: 10550-15000m) | W-GAZI-Kaliakoir-UZR-09-101 (b) | Gazipur | 378.26 | 28 Jan 2010 | The Daily Star | 34 | 15 | 5 | 62 | 8 | 90 | 120 | |

| | Name UZR | Reference number | District | Estimated cost (Lakh taka) | Date of IFT publication | Publication through (name of newspape) | Time of opening of tender (days) | Time of submission of TER (days) | Time of receiving TER by PD (days) | Time of approval of contract (days) | Time of issuance of NOA (days) | Total time (days) | Original validity (days) | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Improvement of Aramnagar GC-Koyra GC Via Satpoa Road (Ch: 00-4000m) | W-JAMA-Sharishabari-UZR-09-84 (a) | Jamalpur | 278.96 | 28 Jan 2010 | Financial Express Manob Zomin | 18 | 13 | 1 | 31 | 5 | 50 | 120 | |
| 11 | Improvement of Aramnagar GC-Koyra GC Via Satpoa Road (Ch: 4000-7550m) | W-JAMA-Sharishabari-UZR-09-84 (b) | Jamalpur | 246.07 | 28 Jan 2010 | Financial Express Manob Zomin | 18 | 13 | 1 | 31 | 5 | 50 | 120 | |
| 12 | Improvement of Dhantara GC-Kashura GC Road (Ch: 00-3630m) | W-DHAK-Dhamrai-UZR-08-24 (a) | Dhaka | 180.24 | 23 Nos. 2008 | The Daily Inquilab The Independent | 38 | 23 | 28 | 19 | 35 | 105 | 120 | |
| 13 | Construction of Patiljap Bazar Ghat | W-DHAK-Nawabganj-GHAT-09-2 | Dhaka | 50.57 | 6 Jun 2009 | NewAge Amardesh | 33 | 119 | 21 | 6 | 35 | 181 | 120 | |
| 14 | Improvement of Women Market Section at Beried Bazar Growth Center Market | W-DHAK-Tejgaon Circle-WMS-08-23 | Dhaka | 14.34 | 29 Oct 2008 and 1 Nov 2008 | The Daily Inquilab The Bangladesh Observer | 27 | 37 | 21 | 25 | 3 | 86 | 120 | |
| 15 | Reconstruction of Solla Union Parisad Complex | W-DHAK-Nawabganj-UPC-09-58 | Dhaka | 87.73 | 1 Dec 2009 | News Today Manobzamin | 23 | 38 | 28 | 1 | 16 | 83 | 120 | |
| 16 | Improvement of Rajfulbaria Bazar (RHB) | W-DHAK-Savar-RHB- 09-37 | Dhaka | 29.67 | 28 Mar 2009 | Independent and Amardesh | 33 | 35 | 18 | 2 | 20 | 75 | 120 | |
| 17 | Improvement of Baried Bazar Growth Center Market | W-DHAK-Tejgaon Circle-GCM- 08-23 | Dhaka | 52.10 | 28 Jan 2009 | Daily Janakantha Financial Expresses | 27 | 26 | 15 | 3 | 13 | 47 | 120 | |

ইউসুফ এন্ড এসোসিয়েটস
সাউথ এভিনিউ টাওয়ার (৫ম তলা, ব্লক-এ), ৭ গুলশান এভিনিউ, গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ
ফোন: + ৮৮০ ২ ৮৮৩২১২৪৯, ৮৮৩২১৬৯, ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯৮৮৬৪৩১
ইমেইল: eusuf@connectbd.com, ওয়েবসাইট: www.eusuf.org